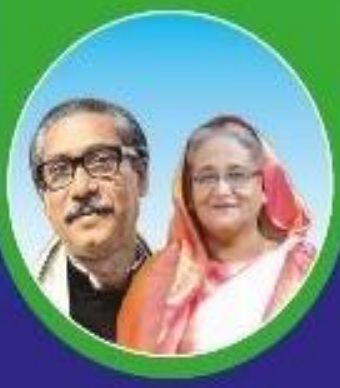

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
প্রতিবেদন

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২৩

সূচিপত্র

সূচিপত্র i
লেখচিত্র iv
সারণি v
নিবাহী সার-সংক্ষেপ vii
Abbreviations ix
Glossary x

প্রথম অধ্যায়ঃ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি ১
১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য (ডিপিপি অনুযায়ী) ২
১.৩ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন ২
১.৪ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ২
১.৫ প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ৩
১.৬ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ৮
১.৭ ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম ৯
১.৮ লগ ফ্রেম ১৬
১.৯ টেকসইকরণ পরিকল্পনা ১৬
১.১০ পিসিআর সংক্রান্ত তথ্য ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methodology

২.১ পরামর্শকের কর্মপরিধি (**ToR**) ১৭
২.২ সমীক্ষার কর্মসূচি ১৯
২.৩ সমীক্ষার নমুনা এলাকা নির্ধারণ ১৯
২.৪ নমুনা আকার নির্ধারণ ২০
২.৪.১ নমুনা বন্টন ২০
২.৪.২ নমুনা চয়ন পদ্ধতি ২১
২.৪.৩ গুণগত পদ্ধতির ব্যবহার ২১
২.৪.৪ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ২২
২.৪.৫ জাতীয় কর্মশালা ২২
২.৪.৬ সমীক্ষার পরিধি ২২
২.৪.৭ প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট ২৩
২.৫ সমীক্ষা পরিচালনা ২৩
২.৫.১ মাঠ কর্মী এবং সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ ২৩
২.৫.২ তথ্য উপাত্ত এডিটিং ও কোডিং ২৪
২.৫.৩ তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন তৈরি ২৪
২.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি (**SWOT**) বিশ্লেষণ ২৪
২.৭ প্রতিবেদন উপস্থাপন ২৪
২.৮ কর্ম পরিকল্পনা ২৫
২.৯ সীমাবদ্ধতা ২৬

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি ২৭
৩.১.১ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ২৭
৩.১.২ প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়; এডিপি বরাদ্দ, প্রকৃত ব্যয় এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি ২৭
৩.১.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব বাস্তবায়ন ২৮
৩.১.৪ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ৩০

৩.১.৫ পিসিআর বিশ্লেষণ ৩১
৩.২ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ৩১
৩.২.১ ক্রয় পরিকল্পনার বিশ্লেষণ ৩১
৩.২.২ ক্রয় কার্যক্রমের বিশ্লেষণ ৩৭
৩.২.২.১ প্রকিউরমেন্ট এর কেস স্টাডি (CSDP-II-G-29, Lot- 1 (Conductor, ACSR, Bare) ৩৯
৩.২.২.২ প্রকিউরমেন্ট এর কেস স্টাডি (CSDP-II-G-38, Lot- 1 (Pole, SPC) ৩৯
৩.২.২.৩ প্রকিউরমেন্ট এর কেস স্টাডিঃ CSDP-II-G-32, Lot- 1 (Distribution Transformer) ৩৪
৩.২.৩ মালামালের ইনভেন্টরি ৪২
৩.২.৪ টার্ণ-কী ভিত্তিতে ৩৩/১১ কেভি নতুন উপকেন্দ্র ৪২
৩.২.৫ গুণগত মান যাচাই ৪২
৩.২.৫.১ প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন (Pre-shipment Inspection) এবং Post Landing Inspection (PLI) ৪৩
৩.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ৪৪
৩.৩.১ লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট অর্জন ও প্রভাব পর্যালোচনা ৪৪
৩.৩.২ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রভাব পর্যালোচনা: ৪৫
৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা ৪৬
৩.৪.১ প্রকল্পের পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি ৪৭
৪.৪.২ প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা ৪৭
৩.৪.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) ৪৭
৩.৪.৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) ৪৮
৩.৪.৫ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) ৪৮
৩.৪.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থাসমূহের পরিদর্শন পর্যালোচনা ৪৯
৩.৪.৭ অডিট ৪৯
৩.৪.৮ অভ্যন্তরীণ অডিট ৪৯
৩.৪.৯ এক্সটার্নাল অডিট ৪৯
৩.৫ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন ৫১
৩.৫.১ প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ৫১
৩.৫.২ নমুনা পিবিএস এর জেনারেল ম্যানেজারদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনা ৫১
৩.৫.৩ আবাসিক গ্রাহকদের উপর প্রভাব ৫২
৩.৫.৩.১ খানার বৈশিষ্ট্য ৫২
৩.৫.৩.২ খানার আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় ৫৫
৩.৫.৩.৩ বিদ্যুতের ব্যবহার ৫৬
৩.৫.৩.৪ বিদ্যুৎ বিভ্রাট ৫৭
৩.৫.৩.৫ বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধাসমূহ ৫৭
৩.৫.৩.৬ সেচের উপর প্রভাব ৫৯
৩.৫.৩.৭ ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর প্রভাব ৫৯
৩.৫.৩.৮ বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগ পায়নি এমন খানার (কন্ট্রোল) বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে প্রাপ্য সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ ৬০
৩.৫.৪ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব ৬১
৩.৫.৪.১ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ৬১
৩.৫.৪ .২ প্রতিষ্ঠানের ধরন ৬২
৩.৫.৪ .৩ প্রতিষ্ঠানের জনবল ও আয়-ব্যয় ৬২
৩.৫.৪ .৪ বিদ্যুৎ সংযোগ ৬৩
৩.৫.৪.৫ বিদ্যুৎ সংযোগের সুবিধা ৬৩
৩.৫.৪.৬ ডিজেলের তুলনায় বিদ্যুৎ ব্যবহারে খরচ ৬৪
৩.৫.৪.৭ বিদ্যুতের লোডশেডিং ৬৪

৩.৫.৫ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত সেচ পাম্প মালিকদের উপর প্রভাব ৬৪
৩.৫.৫.১ উত্তরদাতার তথ্য ৬৪
৩.৫.৫.২ বিদ্যুৎ সংযোগ ৬৫
৩.৫.৫.৩ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত পাম্পের আয় ও ব্যয় ৬৫
৩.৫.৫.৪ বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনে সুবিধা ৬৬
৩.৫.৬ কী ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ (কেআইআই) এর থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ৬৭
৩.৫.৬.১ বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা ৬৭
৩.৫.৬.২ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ ৬৮
৩.৫.৭ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) ৭০
৩.৫.৮ সরেজমিনে পরিদর্শন হতে প্রাপ্ত ফলাফল ৭৩
৩.৫.৯ প্রকল্পের প্রভাবজনিত বাস্তব উদাহরণ ৭৪
৩.৫.১০ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা ৭৪
৩.৫.১০ জাতীয় কর্মশালা ৭৫
৩.৫.১১ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ৭৭
৩.৫.১২.১ আর্থিক বিশ্লেষণ ৭৭
৩.৫.১২.২ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ৭৯
৩.৬ টেকসইকরণ সম্পর্কিত ৮১

চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই ও পরিচালনা বিষয়ে SWOT এনালাইসিস
৪.১ সবল দিকসমূহ পর্যালোচনা ৮১
৪.২ দুর্বল দিকসমূহ পর্যালোচনা ৮২
৪.৩ সুযোগসমূহ পর্যালোচনা ৮৩
৪.৪ ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনা ৮৩

পঞ্চম অধ্যায়ঃ পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল ৮৫
৫.১ ডিপিপি ও আরডিপিপি অনুমোদন ও সংশোধন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৮৫
৫.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও প্রকৃত বাস্তবায়ন ৮৫
৫.৩ ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ৮৫
৫.৪ লগফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন পর্যবেক্ষণ ৮৬
৫.৫ বিদ্যুতবিহীন (কন্ট্রোল) খানার অবস্থা পর্যবেক্ষণ ৮৭
৫.৬ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তথ্য পর্যবেক্ষণ ৮৭
৫.৭ অডিট আপত্তি ৮৭
৫.৮ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ৮৮
৫.৯ প্রকল্প সমাপনি প্রতিবেদন পর্যালোচনা (PCR) ৮৮
৫.১০ SWOT পর্যবেক্ষণ ৮৮
৫.১১ টেকসইকরণ পরিকল্পনা ৮৮
৫.১২ প্রকল্পের Exit Plan ৮৯

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সুপারিশসমূহ
৬.১ সুপারিশসমূহ ৯০
৬.২ উপসংহার ৯১

তথ্যপুঞ্জি ৯২

লেখচিত্র

লেখচিত্র-৩.১ উত্তরদাতাদের লিঙ্গভিত্তিক বন্টন (শতকরা) ৫৩
লেখচিত্র-৩.২ উপকারভোগীদের বার্ষিক গড় আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় ৫৫
লেখচিত্র-৩.৩ বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধাসমূহ ৫৮
লেখচিত্র-৩.৪ বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে খানার উপকৃত হওয়ার ধরন (%) ৫৮
লেখচিত্র-৩.৫ সেচের আওতায় জমির পরিমাণ ৬০
লেখচিত্র-৩.৬ বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে সুবিধাসমূহ ৬৩

সারণিসমূহ

সারণি-১.১ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২
সারণি ১.২ অর্থবছরভিত্তিক প্রাক্কলন ২
সারণি ১.৩ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩
সারণি ১.৪ বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা ৪
সারণি-১.৫ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ৮
সারণি-১.৬ প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা ৯
সারণি-১.৭ প্রাক্কলিত ও চুক্তি অনুযায়ি ক্রয় পরিকল্পনা ১১
সারণি ২.১ মোট পিবিএস ও নমুনা পিবিএস এর বিভাগ ভিত্তিক বন্টন ২০
সারণি ২.২ বিভিন্ন ধরণের নমুনা বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা পিবিএস ভিত্তিক বন্টন ২১
সারণি ২.৩ উত্তরদাতা নির্বাচন ২১
সারণি-২.৪ উপাত্ত সংগ্রহ ও মান নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমসমূহ ২৩
সারণি-৩.১ প্রধান প্রধান অঙ্গের ভৌত অগ্রগতি ২৭
সারণি-৩.২ অর্থ বছরভিত্তিক প্রাক্কলন, এডিপি বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় বিভাজন ২৮
সারণি-৩.৩ অর্থ বছরভিত্তিক প্রাক্কলন ও প্রকৃত ব্যয় ২৯
সারণি-৩.৪ অব্যয়িত অর্থ ব্যাংক চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমাদান ২৯
সারণি-৩.৫ খাতভিত্তিক অব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়) ২৯
সারণি-৩.৬ প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন ৩০
সারণি-৩.৭ প্রকল্পের আওতায় মালামাল, কার্য এবং সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ৩২
সারণি-৩.৭ (১) প্রাক্কলিত ও চুক্তি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা ৩৩
সারণি-৩.৮ অভ্যন্তরীণ অডিট ৪৯
সারণি-৩.৯ এক্সটার্নাল অডিট ৫০
সারণি ৩.৯ (১) শিরোনামসহ অডিট আপত্তির বর্ণনা এবং আর্থিক ক্ষতি ৬১
সারণি-৩.১০ সিস্টেম লস কমানোর উপায় ৫১
সারণি-৩.১১ সংযোগ স্থাপনে সমস্যা ৫২
সারণি-৩.১২ প্রকল্পের ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ৫২
সারণি-৩.১৩ Load Management এর জন্য কার্যকরী দরকার ৫২
সারণি-৩.১৪ অভিযোগ ও তার নিরসনের উপায় ৫২
সারণি-৩.১৫ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে টেকসই করার ব্যবস্থাসমূহ ৫৩
সারণি-৩.১৬ বিদ্যুতের অপচয় রোধ করার উপায়সমূহ ৫৩
সারণি -৩.১৭ উত্তরদাতাদের বয়স শতকরা বন্টন ৫৪
সারণি -৩.১৮ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার শতকরা বন্টন ৫৪
সারণি-৩.১৯ উত্তরদাতাদের পেশার শতকরা বন্টন ৫৪
সারণি-৩.২০ উত্তরদাতাদের খানার আকার শতকরা বন্টন ৫৫
সারণি-৩.২১ বিদ্যুতায়িত খানা ও কন্ট্রোল খানার আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৫৪
সারণি-৩.২২ বিদ্যুৎ ব্যবহারের সরঞ্জামাদি ৫৬
সারণি-৩.২৩ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ৫৭
সারণি-৩.২৪ বিদ্যুৎবিহীন এলাকায় কেরোসিন তেল বাবদ ব্যয় ৫৭

সারণি-৩.২৫	এলাকায় দৈনিক বিদ্যুৎ না থাকার পরিমাণ (ঘন্টায়) (শতকরা)	৫৭
সারণি-৩.২৬	সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার	৫৯
সারণি-৩.২৭	ইন্টারনেট ব্যবহার	৫৯
সারণি-৩.২৮	বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে খানার উপকার (কন্ট্রোল)	৬০
সারণি-৩.২৯	বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কারণে কন্ট্রোল এলাকার উত্তরদাতাদের মতামত	৬১
সারণি-৩.৩০	উত্তরদাতাদের লিঙ্গ ও শিক্ষাগত তথ্য	৬১
সারণি-৩.৩১	প্রতিষ্ঠানের ধরন	৬২
সারণি-৩.৩২	দোকানের জনবল	৬২
সারণি-৩.৩৩	ব্যবসায় বাৎসরিক আয় ও ব্যয়	৬২
সারণি-৩.৩৪	লোডশেডিং এর কারণে ব্যবসার ক্ষতি	৬৪
সারণি-৩.৩৫	উত্তরদাতাদের পদবী	৬৪
সারণি-৩.৩৬	উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৬৪
সারণি-৩.৩৭	বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে অসুবিধা বিষয়ক	৬৫
সারণি-৩.৩৮	আবেদন করা থেকে সংযোগ পাওয়া (দিনে)	৬৫
সারণি-৩.৩৯	সংযোগ পাওয়ার পূর্বে সেচ পাম্প ব্যবহার হয়েছে কিনা?	৬৫
সারণি-৩.৪০	মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ (টাকায়)	৬৫
সারণি-৩.৪১	পাম্প থেকে বাৎসরিক আয় ও ব্যয়	৬৫
সারণি-৩.৪২	বিদ্যুৎ ব্যবহারে সুবিধাসমূহ	৬৫
সারণি-৩.৪৩	বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কারণে আয় পূর্বের তুলনায় কতভাগ বাড়ছে	৬৫
সারণি-৩.৪৪	বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কারণে আয় পূর্বের তুলনায় কতভাগ বাড়ছে	৬৫
সারণি-৩.৪৫	এলাকায় কি পরিমাণ সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার কারণে হয়েছে	৬৬
সারণি-৩.৪৬	উত্তরদাতাদের লিঙ্গ,শিক্ষা এবং পেশা ভিত্তিক তথ্য	৬৭
সারণি-৩.৪৭	বিদ্যুৎ ব্যবহারে সুবিধাসমূহ	৬৮

সংযুক্তিসমূহ

সংযুক্তি-১	মালামালের ইনভেন্টরি	৯৩
সংযুক্তি-২-৫	পরিদর্শনের টেস্ট ফলাফল	১০৯
সংযুক্তি ৬	অডিট আপত্তির জবাব	১১৩
সংযুক্তি ৭	বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধাসমূহ	১১৪
সংযুক্তি ৮	বিদ্যুৎ ব্যবহারে উপকারের ধরন	১১৪
সংযুক্তি-৯	জরিপ কাজে ব্যবহৃত সকল প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট	১১৫
সংযুক্তি-১০	সিপিটিইউ এর চেকলিষ্ট	১৩৭
সংযুক্তি-১১	স্থির চিত্র, এফজিডি, কেআইআই এবং স্থানীয় কর্মশালা	১৩৯

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ ও আপামর জনসাধারণের নিকট বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনার আওতায় পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অধীনস্থ বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলোতে গ্রাহক সংযোগ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুতের যথাযথ ব্যবহারের জন্য চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগের ১৭টি (বর্তমানে ১৯টি) পিবিএস এর ভৌগলিক এলাকায় "পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন ও ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটির আওতায় ১০ হাজার ৬৬০ কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ/আপগ্রেডেশন/ রেনোভেশন, ৪৫টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ/আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রাহক সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন আইএমইডি'র অন্যতম কার্যক্রম। রাজস্ব বাজেটের আওতায় আইএমইডি প্রতি বছর নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে বাছাইকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আইএমইডি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ এর তত্ত্বাবধানে আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

প্রকল্পটি গত ১৫/০৭/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক সম্পূর্ণ জিওবি'র আওতায় ১৬৮৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণপূর্বক ১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। অতঃপর ১৫১৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় পুনঃনির্ধারণ করে জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ৩বার সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয় মোট ১৫০৭ কোটি ৫২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, যা সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় ১০ কোটি ২৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা কম। মোট ৮৫টি প্যাকেজকে ১২৭টি লটের মাধ্যমে প্রকল্পের সমস্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছিল। প্রতিটি ক্রয়ই প্রাক্কলিত মূল্যের সমান বা কম মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। মালামালের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য প্যাকেজ বা লটের মালামালের উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বাইরে এবং ওয়্যারহাউজ পর্যন্ত পৌঁছতে জাহাজায়নের প্রয়োজন হয়েছে, এমন মালামালের ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাপবি বোর্ড কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন টিম দ্বারা Preshipment Inspection (PSI) এবং Post Landing Inspection (PLI) করানোর পর উপকেন্দ্রসমূহে স্থাপনের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

সমীক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাইমারি তথ্যগুলো সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং সেকেন্ডারি তথ্যগুলো পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, পিবিএস, বিআরইবি, উপজেলা কৃষি অফিস এবং উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাহক সংযোগ প্রদানকারী মোট ১৯টি পিবিএস এর মধ্যে আনুপাতিক হারে দৈবচয়নের মাধ্যমে ১০টি পিবিএস নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত পিবিএস থেকে সিস্টেমেটিক নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ১২০০ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক বাছাই করা হয়েছে। প্রকল্পের বেইজলাইন সার্ভে না থাকায় প্রভাব মূল্যায়নের জন্য মোট ২৪০টি খানাকে কন্ট্রোল হিসেবে নেয়া হয়েছে। সমীক্ষায় গুণগত পদ্ধতি হিসেবে দলীয় আলোচনা (এফজিডি), কেস স্ট্যাডি, কেআইআই পদ্ধতি, সরেজমিনে পরিদর্শন এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে। জাতীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বিদ্যুতায়িত খানা ও কন্ট্রোল খানার আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পরিবারের লোকজনের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা প্রায় একই রকম। কিন্তু খানার আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, যার অনেকটাই বিদ্যুৎ সুবিধার প্রভাবে হয়েছে বলে সমীক্ষার তথ্যে পাওয়া যায়। প্রকল্প এলাকায় খানার গড় বার্ষিক আয় প্রায় ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৪৮ টাকা যেখানে কন্ট্রোল এলাকায় খানার গড় আয় প্রায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৫৮ টাকা। আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, লাইন মেরামতজনিত কারণে সব জায়গায় সাময়িক বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে তবে বিদ্যুৎ বিভ্রাট কমে বর্তমানে লোড শেডিং ১-২ ঘণ্টায় নেমে এসেছে।

বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে ছেলে-মেয়েরা পূর্বের তুলনায় ২-৩ ঘণ্টা বেশি সময় পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারে (৯৭% উত্তরদাতার মতামত), পূর্বের তুলনায় ৪-৫ ঘণ্টা বেশি সময় স্থানীয় বাজারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখতে পারায় স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, রাতে কাজের সুবিধা কমপক্ষে ৩-৪ ঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে, চুরি ডাকাতিসহ অন্যান্য অপরাধ কমেছে, হাট-বাজারের উন্নতি হয়েছে, বিদ্যুতচালিত সেচ পাম্পের ব্যবহার প্রায় ৭০% বৃদ্ধি পেয়েছে, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, বিদ্যুতচালিত যানবাহন ব্যবহারে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, মহিলাদের কাজের সুযোগ প্রতিদিন ২-৩ ঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে, চিকিৎসা সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকায় নতুনভাবে হাঁস-মুরগীর খামার গড়ে উঠেছে এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে; মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে, স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫০% বিক্রয় বেড়ে যাওয়ার ফলে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় সেচ

প্রদানকারী কৃষকদের কৃষি জমিতে বিদ্যুতায়িত পাম্প দ্বারা সেচ দেওয়ার সুবিধার কারণে প্রতি শতক জমিতে পুর্বের তুলনায় ৬০/- টাকা কম খরচ হয়। শাক-সবজি চাষ, গরু/ছাগলের খামার, পোল্ট্রির খামার, মৎস্য চাষ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুতায়নের ফলে বর্তমানে প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের/দোকানের বার্ষিক গড় আয় ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ১২৫ টাকা। অন্য দিকে তাদের গড় ব্যয় প্রায় ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৯১ টাকা। ফলে বার্ষিক গড় লাভ দাঁড়ায় প্রায় ৯৫ হাজার ৯৩৪ টাকা অথবা মাসিক লাভ প্রায় ৭ হাজার ৯৯৪ টাকা। বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার ফলে তাদের ব্যবসায় অনেক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। কন্ট্রোল খানার সবাই মনে করেন যে, বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পেলে তাদের ছেলে-মেয়েরা আরও বেশি সময় পড়াশুনা করতে পারবে (৯৮% উত্তরদাতার মতামত), চিকিৎসা সেবার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, হাট-বাজারের উন্নতি হয়েছে ও সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটেছে। কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় Freelancing এর মাধ্যমে গ্রামে বসেই উদ্যোক্তা হয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন সেন্টারে বেকার যুবক শ্রেণির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায় যে, পিবিএসসমূহের বিতরণকৃত লাইন এবং ট্রান্সফরমারের তেমন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে ট্রান্সফরমারে এবং বৈদ্যুতিক লাইনের পার্শ্ববর্তী গাছপালায় আবৃত হয়ে আছে। উক্ত গাছের ডালপালাগুলো কর্তন করে পথসত্ব ঠিক রাখা আবশ্যক। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, দৈনিক গড়ে ১-২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকেনা। অনেক সময় গ্রিডে সরবরাহ বন্ধ থাকলে, যন্ত্রপাতির ত্রুটির কারণে, আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, সরবরাহ লাইনে উন্নয়নমূলক কাজ হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে মর্মে প্রকল্প দপ্তর হতে জানা যায়। বিদ্যুতের ভোল্টেজ মাঝে মাঝে উঠানামা করে। প্রকল্প এলাকায় সিস্টেমলস ১০% এর চেয়ে বেশি, উপকেন্দ্র কম থাকায় বিতরণ লাইনের দৈর্ঘ্য বেশি, সোর্স গ্রিড লোড সেন্টার না হওয়ায় ৩৩ কেভি লাইনে সিস্টেম লস বেশি হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ৭০ জন জনবল নিয়োগের সংস্থান ছিল তন্মধ্যে দুই বিভাগের ১২ জন লাইন নির্মাণ পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়নি। এ প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। মে মাসের ২৪ তারিখে অভ্যন্তরীণ অডিটের সবগুলো নিস্পত্তি হলেও এক্সটারনাল অডিটের ৭টি আপত্তি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রতি অর্থ বছরে নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পের অন্যতম সবলদিক হচ্ছে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আশানুরূপ অর্জিত হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে Feasibility Study এবং বেইজলাইন সার্ভে করা হয়নি যা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম দুর্বলতা। প্রকল্পের আওতায় গ্রাহকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাসময়ে ও চাহিদামত বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে পারেনি যা প্রকল্পের দুর্বল দিক হিসেবে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি খাতে উন্নয়নের সুযোগ ও বিপুল সংখ্যক বিদ্যুতায়িত সেচ পাম্প বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে অনেক সময় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট না থাকায় বৈদ্যুতিক ক্যাবল ও খুঁটি পড়ে সাধারণ মানুষের জানমালের ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

ভবিষ্যতে সঠিকভাবে ডিপিপি প্রণয়নে স্টার্ট-আপ সময় এবং Time over-run & Cost over-run বিবেচনাপূর্বক কর্ম পরিকল্পনা করা এবং বিদেশি মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাইপূর্বক পণ্যের স্পেসিফিকেশনসহ প্রাক্কলন করা প্রয়োজন; বৈদ্যুতিক লাইন ঝুঁকিমুক্ত এবং সরবরাহ ব্যবস্থা টেকসই করার জন্য সবধরণের বৈদ্যুতিক লাইন বিশেষ করে সকল HT লাইনকে কভারযুক্ত করা প্রয়োজন; ক্রমবর্ধমান লোড বৃদ্ধির কারণে এবং এর ফলে উদ্ভূত সিস্টেম লস আরও কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ, ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও ফিডারগুলা স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরি করা প্রয়োজন; ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন সার্ভে করা আবশ্যক; ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদার ফলে গ্রাহক পর্যায়ে ভোল্টেজ উঠানামা বন্ধ করে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সক্ষম বিতরণ ব্যবস্থা এবং উপকেন্দ্রসমূহের আপগ্রেডেশন করা প্রয়োজন; ডিজিটাল মিটার ও প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা করা এবং বিদ্যুতের অপচয় রোধ করার জন্য প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা ও অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ কর্তনের ব্যবস্থা করা; বৈদ্যুতিক লাইনের পার্শ্ববর্তী গাছগুলোর ডালপালা নিয়মিত কর্তনের মাধ্যমে পথসত্ব ঠিক রাখা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে সম্পৃক্ত ও সচেতন করা যেতে পারে; অডিট আপত্তি এড়ানোর জন্য সকল প্রকার বিল যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ছাড় করা প্রয়োজন।

Acronyms and Abbreviations

ADP	:	Annual Development Program
BCR	:	Benefit Cost Ratio
BREB	:	Bangladesh Rural Electrification Board
BoQ	:	Bill of Quantity
DDSL	:	Data Development Service Limited
DFID	:	Department of International Development (UK)
EA	:	Executive Agency
EIRR	:	Economic Internal Rate of Return
FGD	:	Focus Group Discussion
FIRR		Financial Internal Rate of Return
GOB	:	Government of Bangladesh
IMED	:	Implementation Monitoring & Evaluation Division
IRR	:	Internal Rate of Return
KII	:	Key Informant Interview
KVA	:	Kilo Volt Amperes
KW	:	Kilo Watt
LTM	:	Limited Tendering Method
MVA	:	Mega Volt Amperes
MW	:	Mega Watt
NPB	:	Net Present Value
PD	:	Project Director
PBS	:	Palli Bidyut Samity
PLI	:	Post Landing Inspection
PSI	:	Pre-shipment Inspection
DPP	:	Development Project Proposal
REB	:	Rural Electrification Board
RPA	:	Reimbursable Project Aid
RPC	:	Rural Power Company
RTM	:	Restricted Tendering Method
SPSS	:	Statistical Package for Social Science
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
ToR	:	Terms of Reference
UNO	:	Upazila Nirbahi Officer
VCB	:	Vaccuum Circuit Breaker

নির্ঘন্ট (Glossary)

ক্ষমতা (Capacity)	ঃ	ট্রান্সমিশন লাইন বা অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের লোড বহন করার সামর্থ্য বা ক্ষমতা যা মেগাওয়াট একক এ প্রকাশ করা হয়।
বিতরণ (Distribution)	ঃ	ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক এবং গ্রাহক পর্যায়ের মধ্যবর্তী আন্ত সংযুক্ত লাইন ও সহযোগী সরঞ্জামের ব্যবস্থা যার মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে নিম্ন ভোল্টেজ এ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।
লোড (Load)	ঃ	সকল বৈদ্যুতিক ডিভাইস যা বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে এবং কোন সময়ের মোট বিদ্যুতের চাহিদাকে বুঝায় তাই লোড। উদাহরণস্বরূপ কোন কারখানার বা উপকেন্দ্রের লোড।
মেগাওয়াট (Megawatt)	ঃ	বৈদ্যুতিক ক্ষমতার একক যা মেগাওয়াটে প্রকাশ করা হয়। ১ মেগাওয়াট = ১০০০ কিলোওয়াট।
সাবস্টেশন (Substation)	ঃ	নির্ধারিত পরিমাণ ভোল্টেজ থেকে কম বা বেশী পরিমাণে ভোল্টেজে পরিবর্তন করা, যেখানে প্রায়শই উচ্চ ভোল্টেজ থেকে নিম্ন ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয়। একটি উচ্চ-ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন হতে গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুৎ নেওয়ার পথে কম-ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিতরণ ব্যবস্থায় গ্রাহককে সাবস্টেশনের সাথে সংযোগ করা হয়।
সঞ্চালন (Transmission)	ঃ	বৈদ্যুতিক শক্তির স্থানান্তরের জন্য লাইন এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামগুলির একটি আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা এবং যে পয়েন্টগুলিতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে সরবরাহের জন্য রূপান্তর করা হয় বা অন্যান্য বৈদ্যুতিক সিস্টেমে বিতরণ করা হয় অথবা বিতরণ সিস্টেম গ্রাহকদের সাথে সংযুক্ত করা হয়।
ওয়াট (Watt)	ঃ	বৈদ্যুতিক ক্ষমতার একক যা ভোল্ট এবং অ্যাম্পিয়ারের গুণফলের সমান।
ভিসিবি (VCB)	ঃ	ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার হল এক ধরনের সার্কিট ব্রেকার যেখানে ভ্যাকুয়ামে মিডিয়ামে আর্ক নিভানো হয়। কারেন্ট বহনকারী কন্টাক্ট এবং আন্তঃসম্পর্কিত আর্ক ইন্টারাপশন স্যুইচিং অন এবং অফ করার অপারেশনটি একটি ভ্যাকুয়াম চেম্বারে সংঘটিত হয় যাকে ভ্যাকুয়াম ইন্টাররাপ্টারও বলা হয়।

প্রথম অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ

প্রকল্পের নাম	ঃ	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।
প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	প্রকল্পটি চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অন্তর্গত ১৩টি জেলার ১১৯টি উপজেলার ১৯টি পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বাস্তবায়িত হয়েছে।
প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ডিপিপি)	ঃ	১৬৮৭৩০.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়নের ধরণ ও উৎস	ঃ	প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
বাস্তবায়নকাল	ঃ	০১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯
অনুমোদিত ব্যয় (সংশোধিত)	ঃ	১৫১৭৮২.০০ লক্ষ টাকা
প্রকৃত ব্যয়	ঃ	১৫০৭৫২.২৯ লক্ষ টাকা
অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ঃ	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)
অনুমোদনের তারিখ	ঃ	১৫ জুলাই ২০১৪

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

দেশের সমগ্র পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত সম্ভাব্যতা যাচাই ও সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরিচালিত সম্ভাব্যতা যাচাই ও সমীক্ষা কার্যক্রমই পরবর্তীতে অক্টোবর ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে। সে সময়েই প্রণীত সম্ভাব্যতা যাচাই ও সমীক্ষা কার্যক্রমের ফলাফলের ভিত্তিতে এলাকাভিত্তিক পল্লী বিদ্যুতায়ন কনসেপ্ট অর্থাৎ সমিতি গঠনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের কার্যক্রম গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ২০২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি মাষ্টার প্লান বা মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরই অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ যথাযথ ব্যবহারের জন্য চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগের ১৭টি (বর্তমানে ১৯টি) পিবিএস এর ভৌগলিক এলাকায় প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ অর্থাৎ ৫ বছর ৬ মাসে সমাপ্ত হয়।

জুন ২০১৬ সাল বা তার আগে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণগত মান তেমন ভাল ছিল না। যদিও আরইবি ১৫ মিলিয়ন ভোক্তাকে ৩০১,০০০ কি:মি: সঞ্চালন লাইন ও ৭৩৮টি সাব-স্টেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা দিয়ে আসছিল, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় প্রয়োজনীয় গ্রাহক সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছিল না। সেজন্য আলোচ্য প্রকল্পটির মাধ্যমে ১০৬৬০ কি.মি বিতরণ লাইন নির্মাণ/আপগ্রেডেশন/রেনোভেশন, ৪৫টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ/ আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে ৪.৫০ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করা হয়েছে ও বিদ্যুৎ সেবার মান উন্নয়ন করা হয়েছে।[১]

আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কাংখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি না তথা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ কর্তৃক চলতি অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার জন্য Data Development Services Limited (DDSL)-কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

[1] (source: Development Project Porposal (DPP) for ৪.৫ million consumer connection through Electrification Program Page 8-9)

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য (ডিপিপি অনুযায়ী)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল: অর্থনৈতিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা;

লক্ষ্যমাত্রা:

- ১০২১০কি.মি. নতুন বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন নির্মাণ (৩৩ কেভি ও নিম্নতর ভোল্টেজ);
- ৪৫০ কি.মি. বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনের আপগ্রেডেশন/রেনোভেশন;
- ৩১টি নতুন ৩৩/১১ কেভি (৩১০ এমভিএ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ;
- ১৪টি ৩৩/১১ কেভি (১৪০এমভিএ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন;
- ৪.৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদান।

১.৩ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন

সারণি-১.১: প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

বিষয়	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন(+/-)	
			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
ডিপিপি	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮	১৫/০৭/২০১৪	--	--
১ম সংশোধন	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮	২০/১২/২০১৬	--	--
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধি	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯	১৮/০৪/২০১৮	--	২৫.০% বৃদ্ধি
সংশোধিত (২য়)	জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	২২/০৮/২০১৯	১০.৬৫% হ্রাস	৩৭.৫% বৃদ্ধি

সুত্রঃ ডিপিপি

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে "পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ (৪ বছর) মেয়াদে গত ১৫-০৭-২০১৪ খ্রিঃ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১ম সংশোধন প্রস্তাব ২০-১২-২০১৬ খ্রিঃ বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অত:পর গত ১৮-০৪-২০১৮ খ্রিঃ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বর্ণিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ ৩০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

সারণি-১.২: অর্থ বছরভিত্তিক প্রাক্কলন

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর		প্রাক্কলিত (সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)
২০১৪-১৫	ঃ	৪৩০৬.৭০
২০১৫-১৬	ঃ	৪২৪৯৯.৭৯
২০১৬-১৭	ঃ	৪৭৯৯৯.৮৪
২০১৭-১৮	ঃ	৩৭৯৯৯.৮৮
২০১৮-১৯	ঃ	১২৯৯৯.৪৯
২০১৯-২০	ঃ	৫৯৭৬.৩০
মোট	ঃ	১৫১৭৮২.০০

উৎস: ডিপিপি

সারণি-১.৩: প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় **(লক্ষ টাকায়)**

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য (স্ব-অর্থায়ন)
ডিপিপি	১৬৮৭৩০.০০	১৬৮৭৩০.০০	-	--
১ম সংশোধন (আন্তঃখাত সমন্বয়ের জন্য)	১৬৮৭৩০.০০	১৬৮৭৩০.০০	-	--
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধি	১৬৮৭৩০.০০	১৬৮৭৩০.০০	--	--
২য় সংশোধন সময় বৃদ্ধি	১৫১৭৮২.০০	১৫১৭৮২.০০	--	--

উৎসঃ ডিপিপি

১.৪ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- ১০৫০০ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ/নবায়ন/পুনর্বাসন/(নতুন ৯৫৪১ কি: মি: এবং ৯৫৯ কি: মি: নবায়ন/পুনর্বাসন);
- ৪৫ টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধন;
- ৪.৫০ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদান।

১.৫ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার বিস্তারিত পরের পৃষ্ঠায় সারণি ১.৪ এ দেয়া হলো।

সারণি-১.৪: বছর ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

ইকোনমিক কোড	ইকোনমিক সাবকোড	ইকোনমিক সাবকোড বর্ণনা	মোট আর্থিক ও বাস্তাব পরিকল্পনা				অর্থবছর-১ (২০১৪-২০১৫)			অর্থবছর-২ (২০১৫-২০১৬)			অর্থবছর-৩ (২০১৬-২০১৭)		
			একক	একক দর	পরিমান	মোট খরচ	আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	
								অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
(ক) রাজস্ব															
৪৫০০	৪৫০১	অফিসারদের বেতন	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	২৭	৮২.১৪	১.১২	১.৩৬	০.০০০৭	১৪.৯১	১৮.১৫	০.০০৯৮	২২.৩৭	২৭.২৩	০.০১৪৭
৪৬০০	৪৬০১	কর্মচারীদের বেতন	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৪৩	১১৮.৩	৫.০৪	৪.২৬	০.০০৩৩	২৬.৯	২২.৭৪	০.০১৭৭	২৮.৯৯	২৮.৫১	০.০১৯১
৪৭০০	**ভাতাদি**														
	৪৭০১	মহার্ঘ ভাতা	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৭০	১.০৪	১.০৪	১০০	০.০০০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৪৭০৫	বাড়ী ভাড়া ভাতা	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৭০	১০২.১১	২.০৯	২.০৫	০.০০১৪	১৪.৪৬	১৪.৪৬	০.০০৯৫	২৮.৭৯	২৮.২	০.০১৯
	৪৭১৩	উৎসব ভাতা	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৭০	৩৩.৭৩	০.০৭	০.২১	০.০০	৬.৩৯	১৮.৯৪	০.০০৪২	৯.৪৫	২৮.০১	০.০০৬২
	৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৭০	২৪.৭২	০.৪৮	১.৯৪	০.০০০৩	৩.২৭	১৩.২৩	০.০০২২	৭.০৬	২৮.৫৬	০.০০৪৭
	৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৪৩	২.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪	১৬.৯১	০.০০০৩	০.৬৬	২৭.৯	০.০০০৪
	৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৪৩	০.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	০.১১	১৭.৭৪	০.০০০১	০.১৮	২৯.০৩	০.০০০১
	৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা (গ্রাচুইটি ইত্যাদি)	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৭০	৬০.৯১	০.৫৩	০.৮৭	০.০০৩	৮.২১	১৩.৪৮	০.০০৫৪	০.৭৮	১.২৮	০.০০০৫
৪৮০০	**সরবরাহ ও সেবা**														
	৪৮০১	ভ্রমন ব্যয়	থোক	থোক	থোক	৬৯.৯৬	৪.৩২	৬.১৮	০.০০০২৮	১২.৯৬	১৮.৫৩	০.০০৮৫	১৮.৯৫	২৭.০৯	০.০১২৫
	৪৮০৬	ভাড়া অফিস	থোক	থোক	থোক	৬.৪৩	০	০	০	২.৬২	০	০	২.৮৪	০	০
	৪৮১৬	টেলিফোন	থোক	থোক	থোক	২.৮১	০.৩৪	১২.১	০.০০০২	০.৬৬	২৩.৩৮	০.০০০৪	০.৭৩	২৫.৯৭	
	৪৮১৯	পানি	থোক	থোক	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪৮২১	বিদ্যুৎ	থোক	থোক	থোক	০.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	০.১২	০.০০	০.০০	০.১৪	০.০০	০.০০০
	৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানি	থোক	থোক	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪৮২৩	পেট্রল ও লুব্রিক্যান্ট (জিপ-১ টি ও পিক-আপ-২ টি)	থোক	থোক	থোক	৩৮.৩১	৫.৮১	১৫.১৭	০.০০৩৮	৯.১৯	২৩.৯৯	০.০০৬১	১০.৪	২৭.১৫	০.০০৬৯
	৪৮২৭	মুদ্রন ও বাধাই	থোক	থোক	থোক	৪০.৭১	৪.০৩	৯.৯	০.০০২৭	১২.০৭	২৯.৬৫	০.০০৮	১৯.৬৬	৪৮.১৫	০.০১৩
	৪৮২৮	ষ্টেশনারী, সিল ও স্ট্র্যাম	থোক	থোক	থোক	১১.০৩	১.৪	১২.৬৯	০.০০৯	২.১৬	১৯.৫৮	০.০০১৪	৩.১	২৮.১১	০.০২০
	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	জন	জন	০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
	৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	থোক	থোক	২.৩৬	০.২৩	৯.৭৫	০.০০২	০.৪১	১৭.৩৭	০.০০০৩	০.৫	২১.৯৯	০.০০৩
	৪৮৪৬	পরিবহন ব্যয়	থোক	থোক	থোক	৯৯৭.৫৫	১.০১	০.১	০.০০৭	৩১২.৫৭	৩১.৩৩	০.২০৫৯	৩২৩.৮২	৩২.৪৬	০.২১৩
	৪৮৭৪	কন্সালটেন্সি (ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ও সুপারভিশন)	থোক	থোক	থোক	২০০০	৫৫.৯৮	২.৮	০.০৩৬৯	৪৫২.২৯	২২.৬১	০.২৯৮	৩৭০.৯৭	১৮.৫৫	০.২৪৪
	৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা	থোক	থোক	থোক	২৩.৭৩	৩.৭৬	১৫.৮৫	০.০০২৫	৫.৯৪	২৫.০৪	০.০০৩৯	৯.৯৯	২১.১১	০.০০৬৬
	৪৮৮৫	টেস্টিং ফি	থোক	থোক	থোক	২.১৪	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১.৯৫	০.০০০	০.০০০	০.১৯	০.০০০	০.০০০
	৪৮৯৯	অন্যান্যা ব্যয়	থোক	থোক	থোক	৪৬.১৯	৯.৯৯	২১.৬৩	০.০০৬৬	৩০	৬৪.৯৫	০.০১৯৮	৪.৮২	১০.৪৪	০.০০০
৪৯০০	**রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন ব্যয়**														
	৪৯০১	মোটর যানবাহন (জীপ-১ টি ও পিক-আপ-২ টি)	থোক	থোক	থোক	২৬.৫	০.৭৪	২.৭৯	০.০০০৫	৬.১৮	২৩.৩২	০.০০০৪১	৬.১৬	২৩.২৪	০.০০৪১
	৪৯০৬	আসবাবপত্র	থোক	থোক	থোক	০.১১	০	০	০	০.০১	৯.০৯	০	০	০	০
	৪৯১৬	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	থোক	থোক	০.৯৪	০	০	০	০.০২	২.১৩	০	০.২২	২৩.৪৩	০.০০১
	৪৯৯১	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	থোক	থোক	০.২৮	০	০	০	০.০৮	০	০	০.০৮	০	০
(ক) উপমোট রাজস্ব						**৩৬৯৫.৩**	**৯৭.৯৮**	**২.৬৫**	**০.০৬৪৬**	**৯২৩.৮৮**	**২৫**	**০.৬০৮৭**	**৮৭০.৮৫**	**২৩.৫৭**	**০.৫৭৩৭**

ইকোনমিক কোড	ইকোনমিক সাবকোড	ইকোনমিক সাবকোড বর্ণনা	মোট আর্থিক ও বাস্তাব পরিকল্পনা				অর্থবছর-১ (২০১৪-২০১৫)			অর্থবছর-২ (২০১৫-২০১৬)			অর্থবছর-৩ (২০১৬-২০১৭)		
			একক	একক দর	পরিমান	মোট খরচ	আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	
								অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৬৮০০	(খ) মূলধন														
	৬৮০৭	মোটর যান (জীপ-১ টি ও পিক আপ- ২ টি)	(জীপ-১ টি ও পিক আপ- ২ টি)	(৬৯.২৬ লক্ষ টাকা/জীপ ও ৪৭.৮৫ লক্ষ টাকা/ পিক-আপ)	(জীপ-১ টি ও পিক আপ- ২ টি)	১৬৪.৯৫	১৬৪.৯৫	১০০	০.১০৮৭	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০
	৬৮১৫	কম্পিউটার ও ইহার যন্ত্রাংশ	সেট	০.৩৫ লক্ষ টাকা/ সেট	১৪	৪.৯	৪.৯	১০০	০.০০৩২	০	০..০০	০..০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৬৮২১	আসবাবপত্র	থোক	থোক	থোক	৩.৭৯	১.৭৭	৪৬.৭	০.০০১২	১.৭৮	৪৬.৯৭	০.০০১২	০	০	০
	৬৮২৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (যন্ত্রপাতি ও মালামাল)	লট	লট	লট	০.০০	০.০০	৩.৪৬	২.৫৯১৫	৩৮৮৫৫.৬	৩৪.১৬	২৫.৫৫৯৬	০	৩৭.২৬	২৭.৯২৮২
		i) লাইন নির্মান											৪২৩৯০		
		ii) সাব-ষ্টেশন													
		iii) ষ্ট্রিট লাইট, টেষ্টিং ও অন্যান্য অপারেশনাল ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি।				১১৩৭৫৭.৮২	৩৯৩৩.৪২০								
	৬৮৫১	অন্যান্য (এয়ারকুলার)	থোক	থোক	থোক	৩.১৬	২.১৫	৬৮.০৪	০.০০১৪	১.০১	৩১.৯৬	০.০০৭	০.০০	০.০০	০.০০
৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়														
	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	একর	৮৫.৯৭৩৬০৪ লক্ষ টাকা	৯.৮৫	৮৪৬.৮৪	০	০	০	৭৯.০২	৯.৩৩	০.০০০	৫৫৭.২৩	৬৫.৮	০
৭০০০	**পূর্ত নির্মাণ কাজ**														
	৭০৫৬	বৈদ্যুতিক স্থাপনা (লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ)	কি.মি.	১.১৮ লক্ষ টাকা কি.মি	১০৬৬০	১২৬০৫.১	৯৯.৯	০.৭৯	০.০৬৫৮	২৫৮৭.৩৯	২০.৫৩	১.৭০৪৭	৩২৪৪.৬৭	২৫.৭৪	৮৩৫২০.৫৬
		(১) বৈদ্যুতিক লাইন নিমাণ													
		(২) ভূমি উন্নয়ন, সকল প্রকার মালামল সরবরাহ, স্থাপর, টেষ্টিং ও কমিশনিং, গ্রিড উপকেন্দ্রে বে-ব্রেকারসহ (যদি থাকে) ৩৩/১১ কিভি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ (টার্ণ-কী চুক্তি)	টি	৬৫৮.৮৩ লক্ষ টাকা/ টি	৩১	২০৪২৩.৯	০	০	০	০	০	০	৮৬৭.০৫	৪.২৫	৩৬৮০.৮৭০
		(৩) বিদ্যামান উপকেন্দ্রের ক্ষমতাধারণ	টি	১৯.২৭ লক্ষ টাকা/ টি	১৪	২৬৯.৭৯	০	০	০	৪৬.৩১	১৭.১৭	০	৭০৩০১	২৫.৯৫	১৮১৬.৭৪৬
৭৯৮০-৭৯৯৮	৭৯৮১	বিবিধ মূলধন ব্যয়	থোক	থোক	থোক	৬.৪৫	১.৬৩	২৫.২৭	০	৪.৭৯	৭৪.২৬	০	০.০৩	০.৪৬৫১	০.০০০
(খ) উপ-মোট						**১৪৮০৮৭**	**৪২০৮.৭**	**২.৮৪**	**২.৭৭২৯**	**৪১৫৭৬**	**২৮.০৮**	**২৭.৩৯১৯**	**৪৭১২৯**	**৩১.৮৩**	**৩১.০৫০৪**
(গ) ফিজিক্যাল কান্টনজেন্সী						***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***
(ঘ) প্রাইজ কান্টনজেন্সী						***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***	***০.০০***
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)						**১৫১৭৮২**	**৪৩০৬.৭**	**২.৮৪**	**২.৮৩৭৪**	**৪২৪৯৯.৮**	**২৮.০০**	**২৮.০০৫০**	**৪৭৯৯৯.৮**	**৩১.৬২**	**৩১.৬২৪**

সারণি-১.৩: বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা

ইকোনমিক কোড	ইকোনমিক সাবকোড	ইকোনমিক সাবকোড বর্ণনা	মোট আর্থিক ও বাস্তাব পরিকল্পনা				অর্থবছর-৪ (২০১৭-২০১৮)			অর্থবছর-৫ (২০১৮-২০১৯)			অর্থবছর-৬ (২০১৯-২০২০)		
								বাস্তব			বাস্তব			বাস্তব	
			একক	একক দর	পরিমান	মোট খরচ	আর্থিক	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থিক	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থিক	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
(ক) রাজস্ব															
৪৫০০	৪৫০১	অফিসারদের বেতন	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	২৭	৮২.১৪	২২.০১	২৬.৭৯	০.১৪৫	২১.৭৩	২৬.৪৬	০.০১৪৩	০.০০	০.০০	০.০০
৪৬০০	৪৬০১	কর্মচারীদের বেতন	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৪৩	১১৮.৩	২৯.০৮	২৪.৫৮	০.০১৯২	২৮.২৯	২৩.৯১	০.১৮৬	০.০০	০.০০	০.০০
৪৭০০	**ভাতাদি**														
	৪৭০১	মহার্ঘ ভাতা	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৭০	১.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৪৭০৫	বাড়ী ভাড়া ভাতা	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৭০	১০২.১১	২৮.৫৪	২৭.৯৫	০.০১৮৮	২৮.২৩	২৭.৬৪	০.০১৮৬	০.০০	০.০০	০.০০
	৪৭১৩	উৎসব ভাতা	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৭০	৩৩.৭৩	৯.২৯	২৭.৫৪	০.০৬১	৮.৫৩	২৫.৩	০.০০৫৬	০.০০	০.০০	০.০০
	৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৭০	২৪.৭২	৭.০৩	২৮.৪৪	০.০০৪৬	৬.৮৮	২৭.৮৪	০.০০৪৫	০.০০	০.০০	০.০০
	৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৪৩	২.৩৭	০.৬৬	২৭.৯	০.০০৪	০.৬৫	২৭.৩	০.০০৪	০.০০	০.০০	০.০০
	৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৪৩	০.৬২	০.১৭	২৭.৪২	০.০০০১	০.১৬	২৫.৮১	০.০০০১	০.০০	০.০০	০.০০
	৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা (গ্রাচুইটি ইত্যাদি)	জন	জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫	৭০	৬০.৯১	৩৫.৯৪	৫৯.০১	০.০২৩৭	১৫.৪৫	২৫.৩৭	০.০১০২	০.০০	০.০০	০.০০
৪৮০০	**সরবরাহ ও সেবা**														
	৪৮০১	ভ্রমন ব্যয়	থোক	থোক	থোক	৬৯.৯৬	১৭.৬৯	২৫.২৯	০.০১১৭	১০.৭৪	১৫.৩৫	০..০০৭১	৫.৩	৭.৫৮	০.০০৩৫
	৪৮০৬	ভাড়া অফিস	থোক	থোক	থোক	৬.৪৩	০.৯৭	০	০.০০০	০	০	০	০	০	০
	৪৮১৬	টেলিফোন	থোক	থোক	থোক	২.৮১	০.৫৩	১৮.৮৫	০.০০০৩	০.৩১	১১.০৬	০.০০০২	০.২৪	৮.৫৪	০.০০০২
	৪৮১৯	পানি	থোক	থোক	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০	০	০	০	০	০
	৪৮২১	বিদ্যুৎ	থোক	থোক	থোক	০.৩২	০.০৬	০.০০	০.০০০	০	০	০	০	০	০
	৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানি	থোক	থোক	থোক	০.০০	০	০.০০	০.০০০	০	০	০	০	০	০
	৪৮২৩	পেট্রল ও লুব্রিক্যান্ট (জিপ-১ টি ও পিক-আপ-২ টি)	থোক	থোক	থোক	৩৮.৩১	৫.৯১	১৫.৪৩	০.০০৩৯	৪	১০.৪৪	০.০০২৬	৩	৭.৮৩	০.০০২
	৪৮২৭	মুদ্রন ও বাধাই	থোক	থোক	থোক	৪০.৭১	৪.৯৫	১২.১৬	০.০০৩৩	০	০	০	০	০	০
	৪৮২৮	ষ্টেশনারী, সিল ও স্ট্র্যাম	থোক	থোক	থোক	১১.০৩	১.৮৭	১৬.৯৬	০.০০১২	১.৫	১৩.৫৯	০.০০০১	১	৯.০৭	০.০০০৭
	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	জন	জন	০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০	০	০	০	০	০
	৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	থোক	থোক	২.৩৬	০.২২	৯.৩২	০.০০১	০.৩৩	১৩.৯৮	০.০০০২	০.৬৭	২৮.৩৯	০.০০০৪
	৪৮৪৬	পরিবহন ব্যয়	থোক	থোক	থোক	৯৯৭.৫৫	২২৭.০৫	২২.৭৬	০.১৪৯৬	১১২.৯৯	১১.৩৩	০.০৭৪৪	২০.১১	২.০২	০.০১৩২
	৪৮৭৪	কন্সালটেন্সি (ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ও সুপারভিশন)	থোক	থোক	থোক	২০০০	২৮১.৪১	১৪.০৭	০.১৮৫৪	৬৭৫.০৪	৩৩.৭৫	০.৪৪৪৭	১৬৪.৩১	৮.২২	০.১০৮৩
	৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা	থোক	থোক	থোক	২৩.৭৩	১.৪৪	৬.০৭	০.০০৯	১.৩	৫.৪৬	০.০০০৯	১.৩	৫.৪৮	০.০০০৯
	৪৮৮৫	টেস্টিং ফি	থোক	থোক	থোক	২.১৪	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০	০	০	০	০	০
	৪৮৯৯	অন্যান্যা ব্যয়	থোক	থোক	থোক	৪৬.১৯	০.৫৮	১.২৬	০.০০০০৪	০.২	০.৪৩	০.০০০১	০.৬	১.৩	০.০০০৪
৪৯০০	**রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন ব্যয়**														
	৪৯০১	মোটর যানবাহন (জীপ-১ টি ও পিক-আপ-২ টি)	থোক	থোক	থোক	২৬.৫	৪.৪২	১৬.৬৮	০.০০২৯	৪.০৮	১৫.৪১	০.০০২৭	৪.৯২	১৮.৫৬	০.০০৩২
	৪৯০৬	আসবাবপত্র	থোক	থোক	থোক	০.১১	০	০	০	০	০	০	০.১	৯০.৯১	০.০০০১
	৪৯১৬	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	থোক	থোক	০.৯৪	০.০৭	৭.৪৫	০	০.১	১০.৫৪	০.০০০১	০.৫৩	৫৬.৪৪	০.০০০৩
	৪৯৯১	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	থোক	থোক	০.২৮	০	০	০	০	০	০	০.১২	৪২.৮৬	০.০০০১
(ক) উপমোট রাজস্ব						**৩৬৯৫.৩**	**৬৭৯.৮৯**	**১৮.৪**	**০.৪৪৭৯**	**৯২০.৫**	**২৪.৯১**	**০.৬০৬৫**	**২০২.২**	**৫.৪৭**	**০.১৩৩২**
৬৮০০	(খ) মূলধন														

ইকোনমিক কোড	ইকোনমিক সাবকোড	ইকোনমিক সাবকোড বর্ণনা	মোট আর্থিক ও বাস্তাব পরিকল্পনা				অর্থবছর-৪ (২০১৭-২০১৮)			অর্থবছর-৫ (২০১৮-২০১৯)			অর্থবছর-৬ (২০১৯-২০২০)		
								বাস্তব			বাস্তব			বাস্তব	
			একক	একক দর	পরিমান	মোট খরচ	আর্থিক	অর্জের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থিক	অর্জের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থিক	অর্জের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
	৬৮০৭	মোটর যান (জীপ-১ টি ও পিক আপ- ২ টি)	(জীপ-১ টি ও পিক আপ- ২ টি)	(৬৯.২৬ লক্ষ টাকা/জীপ ও ৪৭.৮৫ লক্ষ টাকা/ পিক-আপ)	(জীপ-১ টি ও পিক আপ- ২ টি)	১৬৪.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৬৮১৫	কম্পিউটার ও ইহার যন্ত্রাংশ	সেট	০.৩৫ লক্ষ টাকা/ সেট	১৪	৪.৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৬৮২১	আসবাবপত্র	থোক	থোক	থোক	৩.৭৯	০	০	০.০০৬	০.২৪	৬.৩৩	০.০০২	০	০	০
	৬৮২৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (যন্ত্রপাতি ও মালামাল)	লট	লট	লট	০.০০	০			০					
		i) লাইন নির্মান													
		ii) সাব-ষ্টেশন													
		iii) ষ্ট্রিট লাইট, টেষ্টিং ও অন্যান্য অপারেশনাল ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি।				১১৩৭৫৭.৮২	২৮২৭১.০১	২.৪৯	১.৮৬২৬	৩০৭.৭৯	০.২৭	০.২০২৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০
	৬৮৫১	অন্যান্য (এয়ারকুলার)	থোক	থোক	থোক	৩.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়														
৬৯০০	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	একর	৮৫.৯৭৩৬০৪ লক্ষ টাকা	৯.৮৫	৮৪৬.৮৪	২১০.৫৯	২৪.৮৭	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০
৭০০০	**পূর্ত নির্মাণ কাজ**														
	৭০৫৬	বৈদ্যুতিক স্থাপনা (লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ)						২৬.৪৮০০	৮৮৩৬৪.২	১৮৮৯.১৬	০.০০০০				
		(১) বৈদ্যুতিক লাইন নিমাণ	কি.মি.	১.১৮ লক্ষ টাকা কি.মি	১০৬৬০	১২৬০৫.১	৩৩৩৭.৪৩					০.০০০	১৪৪৬.৫৯	১১.৪৮	০.৯৫৩১
		(২) ভূমি উন্নয়ন, সকল প্রকার মালামল সরবরাহ, স্থাপর, টেষ্টিং ও কমিশনিং, গ্রিড উপকেন্দ্রে বে-ব্রেকারসহ (যদি থাকে) ৩৩/১১ কিভি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ (টার্ণ-কী চুক্তি)	টি	৬৫৮.৮৩ লক্ষ টাকা/ টি	৩১	২০৪২৩.৯	৫৩৮৬.৭৬	২৬.৩৭	১৪২০৭৪.৯৯	৯৮৪২.৫৩	০.০০	০.০০০	৪৩২৭.৫১	২১.১৯	২.৮৫১১
		(৩) বিদ্যামান উপকেন্দ্রের ক্ষমতাধারণ	টি	১৯.২৭ লক্ষ টাকা/ টি	১৪	২৬৯.৭৯	১১৪.২	৪২.৩৩	৪৮৩৩.৯৯	৩৯.২৭	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৭৯৮০-৭৯৯৮	৭৯৮১	বিবিধ মূলধন ব্যয়	থোক	থোক	থোক	৬.৪৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
(খ) উপ-মোট						**১৪৮০৮৭**	**৩৭৩১৯.৯৯**	**২৫.২**	**২৪.৫৮**	**১২০৭৮.৯**	**৮.১৬**	**৭.৯৫৮১**	**৫৭৭৪.১০**	**৩.৯০০**	**৩.৮০৪২**
(গ) ফিজিক্যাল কান্টনজেন্সী						**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
(ঘ) প্রাইজ কান্টনজেন্সী						**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)						**১৫১৭৮২**	**৩৭৯৯৯.৯**	**২৫.০৪**	**২৫.০৩৫৮**	**১২৯৯৯.৪**	**৮.৫৬**	**৮.৫৬৪৬**	**৫৯৭৬.৩০**	**৩.৯৪**	**৩.৯৩৭৪**

১.৬ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা

সারণি-১.৫ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনার Gantt Chart

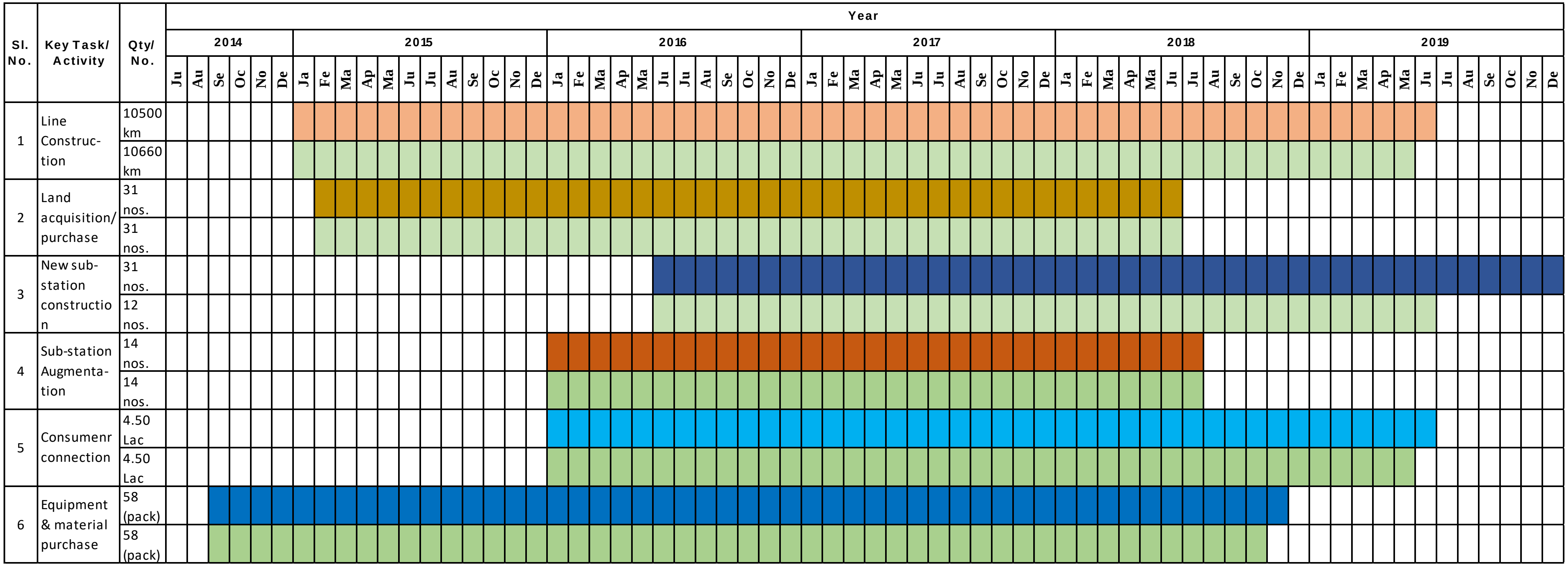

১.৭ ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম

সারণি ১.৬: প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা (প্যাকেজ অনুযায়ী)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ			
								ইওআই আহ্বান	আরএফপি ইস্যু	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১.	২.	৩	৪.	৫.	৬.	৭	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.
(ক) বৈদুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র ডিজাইন ও সুপারভিশন (কনসালটেন্সি)											
সিএসডিপি-২ ইসি-১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	১৩৮.৮৯	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-২	চট্টগ্রাম পবিস-১ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	৯৯.১৬	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-৩	চট্টগ্রাম পবিস-২ পবিস-১ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	১০৭.৫৬	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-৪	চট্টগ্রাম পবিস-৩ পবিস-১ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	৫৩.৬৪	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-৫	কুমিল্লা পবিস-১ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	৭০.৭০	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-৬	কুমিল্লা পবিস-২ ও কুমিল্লা পবিস-৪ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	১৮৮.২৮	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-৭	কুমিল্লা পবিস-৩ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	৭০.২৪	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-৮	চাঁদপুর পবিস-১ ও চাঁদপুর পবিস-২ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	১৫৪.৭৭	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-৯	কক্সবাজার পবিস এর ভৌগলিক এলাকায়	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	১১৬.৯৯	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ			
								ইওআই আহ্বান	আরএফপি ইস্যু	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১.	২.	৩	৪.	৫.	৬.	৭	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.
	বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা										
সিএসডিপি-২ ইসি-১০	ফেনী পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	১৬৯.৩৮	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-১১	লক্ষীপুর পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	১০০.৫৪	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-১২	নোয়াখালী পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	১২০.১৮	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-১৩	হবিগঞ্জ পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	১২০.১৮	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-১৪	মৌলভীবাজার পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	১৩৯.০৮	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-১৫	সুনামগঞ্জ পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	১১৯.২৫	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-১৬	সিলেট পবিস-১ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	১৩০.৩৮	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
সিএসডিপি-২ ইসি-১৭	সিলেট পবিস-২ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	থোক	থোক	কিউসিবিএস (এনসিটি)	হোপ	জিওবি	১০০.৬৮	০৯-০৩-১৫	০৮-০৪-১৫	০১-০৬-১৫	৩০-০৬-১৯
	মোট						২০০০				
পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী প্রত্যেকটি প্যাকেজ লট/সাবপ্যাকেজে বিভক্ত করা হয়েছে।											

সারণি-১.৭ প্রাক্কলিত ও চুক্তি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা (প্যাকেজের অধীনে লট ভিত্তিক)
প্রকল্পের আওতায় মালামাল, কার্য এবং সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
CSDP-II-G-1, Lot-1	৯-১৮-১৪	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.০৯	১২-২৪-১৪	৪.০৯	৪-২৯-১৫
CSDP-II-G-2, Lot-1	৯-১৮-১৪	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৭৭	১২-২২-১৪	১.৭৭	৪-১৩-১৫
CSDP-II-G-3, Lot-1	৯-১৮-১৪	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৬.৪৬	৩-৫-১৫	১৬.৪৬	৭-২৪-১৫
CSDP-II-G-3, Lot-2	৯-১৮-১৪	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৪.৯৯	৪-১৫-১৫	১৪.৯৯	৮-৫-১৫
CSDP-II-G-4, Lot-1	৯-১৮-১৪	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৬২	১২-২৪-১৪	১.৬২	৪-১৩-১৫
CSDP-II-G-5, Lot-1/1	২-২৬-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.০০	৪-৯-১৫	১.০০	৭-৩০-১৫
CSDP-II-G-6, Lot-1	৪-১-১৫	ডিপিএম	বোর্ড	০.৬৯	৫-১৭-১৫	০.৬৯	৮-৮-১৫
CSDP-II-G-6, Lot-2	৪-১-১৫	ডিপিএম	বোর্ড	০.৯৬	৬-১১-১৫	০.৯৬	৯-২-১৫
CSDP-II-G-7, Lot-1	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৮.২৬	৭-১-১৫	১৮.২৬	১০-২০-১৫
CSDP-II-G-8, Lot-1	৩-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৮.৯৩	৭-১৪-১৫	৮.৯৩	১১-৩০-১৫
CSDP-II-G-9, Lot-1	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৫১.৪২	৮-৯-১৫	৫১.৪২	১১-২৮-১৫
CSDP-II-G-10, Lot-1	৮-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১১.৪২	৯-৩০-১৫	১১.৪২	১-১৯-১৬
CSDP-II-G-11, Lot-1	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৬.২৬	৭-১-১৫	৬.২৬	১১-১৭-১৫
CSDP-II-G-12, Lot-1	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩৪.৫৯	৮-২-১৫	৩৪.৫৯	১১-২১-১৫
CSDP-II-G-12, Lot-2	১০-২১-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩৬.০৫	২-১১-১৬	৩৬.০৫	৬-১-১৬
CSDP-II-G-13, Lot-1	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৩৯	৭-১-১৫	৩.৩৯	১১-১৭-১৫
CSDP-II-G-13, Lot-2	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৫৫	৭-১-১৫	০.৫৫	১১-১৭-১৫
CSDP-II-G-13, Lot-3	১০-২১-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৮১	১-১৭-১৬	০.৮১	৫-৭-১৬
CSDP-II-G-14, Lot-1	৮-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.০১	৯-৩০-১৫	২.০১	১-১৯-১৬
CSDP-II-G-14, Lot-2	১০-৪-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৫৯	১১-৫-১৫	২.৫৯	৩-২৩-১৬
CSDP-II-G-15, Lot-1	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৫.৩৮	৭-১৪-১৫	৫.৩৮	১১-৩০-১৫
CSDP-II-G-16, Lot-1	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৩.৭৩	৯-২০-১৫	১৩.৭৩	১-১৭-১৬
CSDP-II-G-16, Lot-2	৬-১৫-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৪.২৭	১০-১৯-১৫	১৪.২৭	২-১৫-১৬
CSDP-II-G-16, Lot-3/1	১২-২৯-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৫.৫৩	৩-৩-১৬	৫.৫৩	৭-২০-১৬
CSDP-II-G-16, Lot-4	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৬৬	৭-১৬-১৫	০.৬৬	১১-১-১৬
CSDP-II-G-17, Lot-1/1	২-৭-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৮৮	৪-১৩-১৬	৩.৮৮	৮-২-১৬
CSDP-II-G-18, Lot-1	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৬২.৪৬	৭-২৮-১৫	৬২.৪৬	২-১৪-১৫
CSDP-II-G-18, Lot-2	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৬১.৭১	৭-২৯-১৫	৬১.৭১	২-১৫-১৫
CSDP-II-G-19, Lot-1	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৩.৩৮	৭-১৪-১৫	১৩.৩৮	১১-৩০-১৫
CSDP-II-G-20, Lot-1	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৭.৩৭	৭-৫-১৫	৭.৩৭	১০-২৪-১৫
CSDP-II-G-21, Lot-1	৭-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.০৭	৮-১৯-১৫	৪.০৭	১২-৮-১৫
CSDP-II-G-22, Lot-1	১০-২১-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৭৫	২-৯-১৬	২.৭৫	৫-২-১৬

CSDP-II-G-23, Lot-1	৩-২-১৫	ডিপিএম	বোর্ড	৩.২৬	৭-৫-১৫	৩.২৬	১০-২৪-১৫
CSDP-II-G-23, Lot-2	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৬০	৭-৫-১৫	০.৬০	১০-২৪-১৫
CSDP-II-G-24, Lot-1	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৫৫	৯-১৪-১৫	৩.৫৫	১-৩১-১৬
CSDP-II-G-24, Lot-2	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৮৩	৭-১-১৫	১.৮৩	১০-২০-১৫
CSDP-II-G-25, Lot-1	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৮.১৯	৭-১-১৫	৮.১৯	১০-২০-১৫
CSDP-II-G-26, Lot-1	৭-৯-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৯৪	৭-৫-১৫	৩.৯৪	৬-৭-১৬
CSDP-II-G-27, Lot-1	৩-২৩-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৬.৫৮	৭-২৬-১৬	৬.৫৮	১১-১৪-১৬
CSDP-II-G-27, Lot-2	৩-১৫-১৬	ডিপিএম	বোর্ড	৮.৯৬	৭-২৬-১৬	৮.৯৬	১১-১৪-১৬
CSDP-II-G-28, Lot-1	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৬.৯৩	৭-২৪-১৬	৬.৯৩	১১-১২-১৬
CSDP-II-G-29, Lot-1	১-২৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৫৩.৩৬	৯-১৮-১৬	৫৩.৩৬	১-৭-১৭
CSDP-II-G-30, Lot-1	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৬.৪৬	৭-২৭-১৬	১৬.৪৬	১১-১৫-১৬
CSDP-II-G-31, Lot-1	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৫.৭১	৭-২৬-১৬	৫.৭১	১২-১২-১৬
CSDP-II-G-32, Lot-1	১-১৬-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৯৩.৩৬	৯-১৮-১৬	৯৩.৩৬	১-২১-১৭
CSDP-II-G-33, Lot-1	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৮২	৭-২৮-১৬	৩.৮২	১২-১৪-১৬
CSDP-II-G-33, Lot-2	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৩৩	৮-১-১৬	১.৩৩	১২-১৮-১৬
CSDP-II-G-33, Lot-3	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৬২	৭-২৬-১৬	০.৬২	১২-১২-১৬
CSDP-II-G-34, Lot-1	২-২-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৫২	৭-২৬-১৬	২.৫২	১১-১৪-১৬
CSDP-II-G-34,Lot-2	৬-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৩৭	৭-২৫-১৬	২.৩৭	১২-১১-১৬
CSDP-II-G-35, Lot-1	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৮৬	৭-১৯-১৬	৩.৮৬	১২-৫-১৬
CSDP-II-G-36, Lot-1	১-১৬-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৬.৪৫	৯-২৬-১৬	১৬.৪৫	১১-১৪-১৬
CSDP-II-G-36,Lot-2	১-১৬-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১০.৬০	৭-২৬-১৬	১০.৬০	১২-১২-১৬
CSDP-II-G-36,Lot-3/1	১-১৬-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৫৪	৭-২৫-১৬	০.৫৪	১১-১৩-১৬
CSDP-II-G-37, Lot-1	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.০৭	১-২৪-১৭	৪.০৭	৫-১৫-১৭
CSDP-II-G-38, Lot-1	১-১৬-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১১১.৫৩	৯-১৮-১৬	১১১.৫৩	২-৪-১৭
CSDP-II-G-39, Lot-1	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৫.৬৭	৮-৯-১৬	১৫.৬৭	১১-২৮-১৬
CSDP-II-G-40, Lot-1	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.৯৪	৭-২৬-১৬	৪.৯৪	১১-১৪-১৬
CSDP-II-G-41, Lot-1	৬-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৭৮	৭-২৫-১৬	৩.৭৮	১১-১৩-১৬
CSDP-II-G-42, Lot-1	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২৩.৯৭	১-২৪-১৭	২৩.৯৭	৫-১৫-১৭
CSDP-II-G-43, Lot-1	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২৮.২৪	৩-৫-১৭	২৮.২৪	৬-২৪-১৭
CSDP-II-G-44, Lot-1	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৩৯	১-১৮-১৭	১.৩৯	৫-৯-১৭
CSDP-II-G-44, Lot-2	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৪১	১-২৪-১৭	১.৪১	৫-১৫-১৭
CSDP-II-G-45, Lot-1	৪-১৬-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৩৪	৯-৪-১৭	২.৩৪	১-৭-১৮
CSDP-II-G-45,Lot-2	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৭৯	১-১৮-১৭	১.৭৯	৫-৯-১৭
CSDP-II-G-46, Lot-1	১১-২-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৬.২৮	৫-১৬-১৭	৬.২৮	৯-৪-১৭

CSDP-II-G-47, Lot-1	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.৪৫	৪-২৪-১৭	৪.৪৫	৮-২৭-১৭
CSDP-II-G-48, Lot-1	২-১২-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৯.৮৯	৭-১৩-১৭	৯.৮৯	১১-১-১৭
CSDP-II-G-48, Lot-2	২-১৪-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩৩.১৬	১১-৫-১৭	৩৩.১৬	২-২৪-১৮
CSDP-II-G-49, Lot-1	২-১২-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২২.১০	৭-১৮-১৭	২২.১০	১১-৬-১৭
CSDP-II-G-49, Lot-2	২-১৪-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪৩.২৯	১২-১১-১৭	৪৩.২৯	৪-১-১৮
CSDP-II-G-50, Lot-1	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৪.৫৬	৭-১২-১৭	১৪.৫৬	১০-৩১-১৭
CSDP-II-G-51, Lot-1	২-১২-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৭৫.৭৩	৮-৮-১৭	৭৫.৭৩	১১-২৭-১৭
CSDP-II-G-52, Lot-1	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৪২	৭-১১-১৭	৩.৪২	১০-৩০-১৭
CSDP-II-G-52,Lot-2	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৯৯	৭-১০-১৭	০.৯৯	১০-২৯-১৭
CSDP-II-G-52,Lot-3	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৪২	৭-১০-১৭	০.৪২	১০-২৯-১৭
CSDP-II-G-53, Lot-1	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৫৭	৭-১০-১৭	২.৫৭	১০-২৯-১৭
CSDP-II-G-54, Lot-1	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১২.৮৩	৭-২০-১৭	১২.৮৩	১১-৮-১৭
CSDP-II-G-55, Lot-1	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৯.৮৯	৭-১১-১৭	৯.৮৯	১০-৩০-১৭
CSDP-II-G-55, Lot-2	২-১৪-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৯.৮১	৭-১০-১৭	৯.৮১	১০-২৯-১৭
CSDP-II-G-56, Lot-1	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.০৭	৭-৬-১৭	৪.০৭	১০-২৫-১৭
CSDP-II-G-56, Lot-2	৭-৬-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.৬৮	৯-২১-১৭	৪.৬৮	১-১০-১৮
CSDP-II-G-57, Lot-1	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.১২	৭-১০-১৭	৪.১২	১০-২৯-১৭
CSDP-II-G-58, Lot-1	৮-২৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৭.৩৯	১০-১৫-১৭	৭.৩৯	২-৩-১৮
CSDP-II-G-59, Lot-1	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৬০	৭-২৫-১৬	২.৬০	১০-২৯-১৭

খ) নতুন উপ-কেন্দ্র নির্মাণ

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	চুক্তি অনুযায়ী	কাজ সমাপ্তির তারিখ
১	২			৩	৪	৫	৬	৭
CSDP-II-SSN-01-01	১১-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	২৭.৭৬	৬-১৫-১৬	২৭.৭৬	১-৩১-১৮	১-৩১-১৮
CSDP-II-SSN-01-02	৯-২১-১৬	আরটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৯.৯৩	১০-৯-১৭	১৯.৯৩	৬-৩০-১৮	১২-৩০-১৯
CSDP-II-SSN-01-03	১২-১৯-১৬	আরটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৯.০১	৯-৫-১৭	১৯.০১	৬-৩০-১৮	১২-২৯-১৯
CSDP-II-SSN-01-04	১২-১৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	১৯.০১	৯-৫-১৭	১৯.০১	৬-৩০-১৮	১২-২৯-১৯
CSDP-II-SSN-01-05/1	৫-৪-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	১৯.৩২	১২-২১-১৭	১৯.৩২	৬-৩০-১৮	১২-৩১-১৯
CSDP-II-SSN-02-01	৩-২-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	২০.৪৮	১০-১৫-১৭	২০.৪৮	৬-৩০-১৮	১২-২৯-১৯
CSDP-II-SSN-02-02	৩-২-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	২০.৪৮	১০-১৫-১৭	২০.৪৮	৬-৩০-১৮	১২-২৯-১৯
CSDP-II-SSN-02-03	৩-২-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	২০.৪৮	১০-১৫-১৭	২০.৪৮	৬-৩০-১৮	১২-২৯-১৯
CSDP-II-SSN-02-04	৪-৫-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	১৮.৮৮	১০-৯-১৭	১৮.৮৮	৬-৩০-১৮	১২-৩০-১৯
CSDP-II-SSN-02-05	৪-৫-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	১৮.৮৮	১০-৯-১৭	১৮.৮৮	৬-৩০-১৮	১২-৩১-১৯

গ) উপ-কেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	চুক্তি অনুযায়ী	কাজ সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
CSDP-II-SSA-01-01	৮-২৩-১৫	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.২২	১০-২৮-১৫	০.২২	১০-১-১৬	৮-৩১-১৬
CSDP-II-SSA-01-02	৮-১৭-১৫	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৮	১০-৬-১৫	০.১৮	৪-৫-১৬	৪-২৫-১৬
CSDP-II-SSA-01-03	১১-৮-১৫	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৯	১-১৩-১৬	০.০৭	৫-১৩-১৬	৪-১৮-১৮
CSDP-II-SSA-01-04	১১-২৪-১৫	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৮	১-২৪-১৬	০.১৮	২-২২-১৬	১২-২৯-১৬
CSDP-II-SSA-01-05	১১-১৩-১৫	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.২২	২-২-১৬	০.২২	৮-২২-১৬	১১-১৩-১৬
CSDP-II-SSA-02-01	৩-২০-১৭	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.২৩	২-১৪-১৬	০.২৩	৯-২৬-১৬	৫-৩০-১৭
CSDP-II-SSA-02-02	৫-১২-১৬	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.২০	৩-৮-১৬	০.২০	৯-২৬-১৬	১০-২৯-১৬
CSDP-II-SSA-02-03	১০-২০-১৬	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.২০	১-১০-১৭	০.২০	৩-১৩-১৭	২-২৮-১৮
CSDP-II-SSA-02-04	৩-২০-১৭	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৫	৫-৩১-১৭	০.১৫	১-২৬-১৮	৩-২০-১৮
CSDP-II-SSA-02-05	৩-২০-১৭	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৮	৬-১১-১৭	০.১৮	১২-২৮-১৭	৮-২৯-১৮
CSDP-II-SSA-03-01	৩-২০-১৭	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৯	৬-১১-১৭	০.১৯	১২-২৮-১৭	৮-২৯-১৮
CSDP-II-SSA-03-02	৩-২০-১৭	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.২৩	৭-৬-১৭	০.২২	১০-২৪-১৭	৪-২১-১৮
CSDP-II-SSA-03-03	৫-২৪-১৫	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৮	৭-৯-১৭	০.১৮	১২-৪-১৭	২-১৪-১৮
CSDP-II-SSA-03-04	৭-১৮-১৭	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৬	১০-২৪-১৭	০.১৬	৪-২৭-১৮	৪-১০-১৮

ঘ) পরামর্শক সেবা

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)	চুক্তির তারিখ	চুক্তিমূল্য	চুক্তি অনুযায়ী	কাজ সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
CSDP-II-EC-1	৪-৮-১৫	কিউসিবিএস এনসিটি	বোর্ড	১.৩৯	৬-১-১৫	১.২৮	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯
CSDP-II-EC-2	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৯৯	৬-১-১৫	০.৯০	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯
CSDP-II-EC-3	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.০৮	৬-১-১৫	০.৯৮	৬-৩০-১৮	৮-২৭-১৯
CSDP-II-EC-4	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৫৪	৬-১-১৫	০.৫০	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯
CSDP-II-EC-5	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৭১	৬-১-১৫	০.৬৪	৬-৩০-১৮	৬-১২-১৯
CSDP-II-EC-6	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৮৮	৬-১-১৫	১.৮৯	৬-৩০-১৮	৯-৩০-১৯
CSDP-II-EC-7	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৭০	৬-১-১৫	০.৬১	৬-৩০-১৮	৬-২৭-১৯
CSDP-II-EC-8	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৫৫	৬-১-১৫	১.৫৫	৬-৩০-১৮	৫-২৭-১৯
CSDP-II-EC-9	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.১৭	৬-১-১৫	১.১৯	৬-৩০-১৮	৫-১৮-১৯
CSDP-II-EC-10	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৬৯	৬-১-১৫	১.৪২	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯
CSDP-II-EC-11	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.০১	৬-১-১৫	১.০০	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯
CSDP-II-EC-12	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.২০	৬-১-১৫	১.০৫	৬-৩০-১৮	১-৮-১৯
CSDP-II-EC-13	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.২০	৬-১-১৫	১.১৮	৬-৩০-১৮	৬-২৬-১৯
CSDP-II-EC-14	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৩৯	৬-১-১৫	১.৩৯	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯
CSDP-II-EC-15	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.১৯	৬-১-১৫	১.১২	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯
CSDP-II-EC-16	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৩০	৬-১-১৫	১.৩০	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯
CSDP-II-EC-17	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.০১	৬-১-১৫	১.০৩	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯

১.৮ লগ ফ্রেম

প্রকল্প দলিলে (ডিপিপি) ৪×৪ ম্যাট্রিক্স এর একটি লগ-ফ্রেম দেয়া আছে। এ লগ-ফ্রেম এ ইনপুট, আউটপুট, প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। সমীক্ষার মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের সময় লগ-ফ্রেম পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে লগ- ফ্রেমটি অর্জনসহ উপস্থাপন করা হলঃ

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(Narrative Summary)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(Objectively Verifiable Indicators)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(Means of Verification)**	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান **(Important Assumptions)**
লক্ষ্য (Goal) পল্লী এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জীবন যাত্রার মান এবং দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা	প্রকল্প এলাকার প্রায় ২২.৫০ লক্ষ জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখা।	জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো	
উদ্দেশ্য (Purpose) অর্থনৈতিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।	জুন ২০১৯ এর মধ্যে ৪.৫০ লক্ষ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।	প্রকল্প দপ্তর, বিআরইবি, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং আইএমইডি'র প্রতিবেদন	ক) নির্মিত অবকাঠামো সচল রাখা খ) চাহিদা মোতাবেক গ্রাহকদেরকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।
আউটপুট (Output) (ক) নতুন বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন নির্মাণ (৩৩ কেভি ও নিম্নতর ভোল্টেজ) (খ) ৩৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ/রেনোভেশন/ক্ষমতাবর্ধন (গ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ/ ক্ষমতাবর্ধন	(ক) জুন ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্প এলাকায় ১০২১০ কিঃমিঃ নতুন বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন নির্মিত। (খ) জুন ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্প এলাকায় ৪৫০ কিঃমিঃ বৈদ্যুতিক লাইনের ক্ষমতাবর্ধন কাজ সম্পাদিত। (গ) ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্প এলাকায় ৩১টি (৩১০ এমভিএ) নতুন ৩৩/১১ কেভি বিদ্যমান ১৪টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ১৪০ এমভিএ ক্ষমতা বর্ধিত।	প্রকল্প দপ্তর, বিআরইবি, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং আইএমইডি'র প্রতিবেদন	ক) যথাসময়ে লাইন নির্মাণের রাইট-অফ-ওয়ে সমস্যার সমাধান হওয়া। খ) প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটা। গ) যথাসময়ে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হওয়া।
ইনপুট (Input) **(ক) বৈদ্যুতিক কাজ:** (১) পোল (২) বিতরণ ট্রান্সফরমার (৩) কন্ডাক্টর ৪) মিটার **(খ) ভূমি অধিগ্রহণ** নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ	(১) জুন ২০১৮ এর মধ্যে ২১৫২৮০টি বিভিন্ন সাইজের এসপিসি/কাঠের পোল ৪০২৬৫.০৮ লক্ষ টাকায় সংগ্রহ। (২) জুন ২০১৮ এর মধ্যে ৩১৭৫২টি বিভিন্ন ক্ষমতার বিতরণ ট্রান্সফরমার ২৩৯৭৪.৩৯ লক্ষ টাকায় সংগ্রহ। (৩) ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে ৩৮২৬০ কিঃমিঃ কন্ডাক্টর ২১৪২৪.৩৭ লক্ষ টাকায় সংগ্রহ। (৪) জুন ২০১৮ এর মধ্যে ৪.৫০ লক্ষ মিটার এন্ড এক্সেসোরিজ ৬৪৩৩.২৪ লক্ষ টাকায় সংগ্রহ। জুন ২০১৮ এর মধ্যে ৮৪৬.৮৪ লক্ষ টাকায় ২৫টি নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের জন্য ৯.৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।	প্রকল্প দপ্তর, বিআরইবি,বিদ্যুৎ বিভাগ, আইএমইডি'র প্রতিবেদন, টেন্ডার ডকুমেন্ট এবং প্রকল্প সমাপনী দলিল (পিসিআর) প্রকল্প দপ্তর, বিআরইবি,বিদ্যুৎ বিভাগ, আইএমইডি'র ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর প্রতিবেদন।	(১) এডিপি'তে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ নিশ্চিত হওয়া। (২) মালামাল সংগ্রহে আইনগত জটিলতার সৃষ্টি না হওয়া। (৩) ঠিকাদার কর্তৃক যথাসময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়া। (১) যথাসময়ে ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় সম্পন্ন হওয়া এবং (২) আইনগত জটিলতা সৃষ্টি না হওয়া।

১.৯ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় কোন টেকসইকরণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

১.১০ পিসিআর সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পেরও বাস্তবায়ন শেষে একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক ২৭ অক্টোবর ২০২০ দাখিল করা হয়েছিল। উক্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হয়েছিল।

১) প্রকল্পের অধীনে মোট ১০,৬৬০ কিলোমিটার লাইন নির্মাণ/সংস্কার/আপগ্রেড করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০%;

২) ৪৫টি ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (নতুন ৩১ নম্বর + পরিবর্ধন ১৪ নম্বর) মোট ক্ষমতা (৩১০+১৪০=৪৫০ MVA) এর মধ্যে সবগুলোই বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০%;

৩) ভোক্তা সংযোগ ৪৫০,০০০ সংখ্যার অতিরিক্ত আরও ২০ হাজার বেশি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে যার অগ্রগতি ১০৪%।

সুতরাং, প্রকল্পের সামগ্রিক অর্জন ১০০% বলা যেতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ২ ধরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যার মধ্যে নারী-পুরুষের চাকরি বিশেষ করে নারীদের আয়বর্ধক বহুবিধ কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বেশি। প্রত্যক্ষ প্রভাবগুলো বেশিরভাগই অর্থনৈতিক, এবং বর্ধিত আয়, এবং কর্মসংস্থান এবং অপ্টিমাইজ করা ব্যয়ের ধরণ, উদ্বৃত্ত সঞ্চয় এবং সম্পদ নির্মাণে প্রতিফলিত হয়। বেশিরভাগ পরোক্ষ প্রভাব জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলোর সাথে সম্পর্কিত, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর অবস্থা, আধুনিকীকরণ ইত্যাদি। এ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধাগুলো একসাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং মানব উন্নয়নে সমন্বয় তৈরি করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methodology)

ভূমিকা: পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিধি অনুযায়ী নিম্নোক্ত কার্যক্রম/নিদের্শনা সম্পাদনা/অনুসরণপূর্বক প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে।

২.১ পরামর্শকের কর্মপরিধি (ToR)

১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;

২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ;

৩) সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৪) ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬) প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৭) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/ BoQ/ToR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৮) অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী বিতরণ পিলার স্থাপন, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বিতরণ লাইনসমূহের সংযোগ করা হয়েছিল কি না তা যাচাইকরণ;

৯) সাব-স্টেশনসমূহ যথাযথ মানসম্মতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে কিনা, ব্যবহৃত উপাদানসমূহ যথাযথ মানের কিনা-প্রভৃতি পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান;

১০) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কী পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;

১১) প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্পাদিত ফিজিবিলিটি স্টাডির সাথে প্রকৃত বাস্তবায়নের সাথে সামঞ্জস্যতা বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে পর্যালোচনার ভিত্তিতে তার সার্বিক পর্যবেক্ষণ;

১২) প্রকল্প বাস্তবায়নে গৃহীত ঋণ এবং ঋণ পরিশোধে আর্থিক দায়জনিত Impact বিবেচনাপূর্বক প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১৩) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১৪) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদির টেকসইকরণ বিষয়ক SWOT ANALYSIS;

১৫) আইএমইডি পরিবীক্ষণ টুলস (IMED-01, 02, 03, ০4, 05), আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন ছক, আইএমইডি প্রকাশিত Monitoring and Evluation (M&E) Guideline for Industry, Power & Energy এর আলোকে বাস্তবায়ন প্রকৃতি ও অগ্রগতি পর্যালোচনা;

১৬) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় (সমীক্ষা ও স্থানীয় কর্মশালা) হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন; জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন; জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৭) তথ্য সংগ্রহে যে সকল ম্যাথড (যেমন: FGD, KII, স্থানীয় কর্মশালা) সরেজমিনে ইন্টারভিউ, পরিদর্শন সম্পন্ন করা হবে তার একটি ভিডিও প্রামাণ্য চিত্র (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;

১৮) প্রকল্প চলাকালীন IMED কর্তৃক পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ এবং প্রতিবেদনে উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং প্রকল্প কার্যালয়ের গৃহীত কার্যক্রমের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন;

১৯) IMED-01, 02, 03, 04, 05 ছকে যাচিত প্রতিবেদনসমূহ সংস্থা কর্তৃক আইএমইডিতে নিয়মিত প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম মূল্যায়ন;

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম চলাকালীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়াবলি। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (ক) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, এফজিডি ও স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের ভিত্তিতে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ এবং (খ) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণসমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ সংযুক্ত করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা এবং চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করা।

২.২ সমীক্ষার কর্মসূচি

২০১৪ সালের জুলাই মাসে প্রকল্পটি শুরুর আগে কোন বেইজলাইন সমীক্ষা করা হয়নি। কাজেই বেইজলাইন চলকের সাথ অত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত চলকের কোন তুলনা করা সম্ভব হয়নি। অতএব প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য বিদ্যুতায়িত গ্রাহকের সাথে বিদ্যুতবিহীন (কন্ট্রোল) গ্রাহকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলনার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

এই অবস্থার আলোকে সমীক্ষার কর্মপদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাইমারি তথ্যগুলি সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং সেকেন্ডারি তথ্যগুলি আইএমইডি, পিবিএস, আরইবি অফিস ও অন্যান্য সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহিত তথ্যগুলি যাচাই বাছাই করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ এর মাধ্যমে ৪.৫০ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাইমারি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পরিমাণগত এবং গুণগত জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক আবাসিক খানা, ক্ষুদ্র/মাঝারী বাণিজ্যিক গ্রাহক, সেচ পাম্প গ্রাহকদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কেআইআই (কি ইনফরমেন্টস্ ইন্টারভিউ) পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি, স্থানীয় পিবিএস কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এফজিডি (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) পরিচালনার সময় আবাসিক খানা, ক্ষুদ্র/মাঝারী বাণিজ্যিক গ্রাহক, সেচ পাম্পের মালিক গ্রাহকদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২.৩ সমীক্ষার নমুনা এলাকা নির্ধারণ

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ এর মাধ্যমে ৪.৫০ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ ১৯টি পিবিএস এ দেওয়া হয়েছে যার পিবিএস ভিত্তিক বন্টন নীচের সারণিতে দেওয়া হল। এর মধ্য থেকে আনুপাতিক হারে দৈবচয়নের মাধ্যমে ১০টি পিবিএস বাছাই করা হয়েছে। প্রকল্প পিবিএস তালিকা বিভাগভিত্তিক নীচে প্রদর্শিত হলোঃ

সারণি ২.১: মোট পিবিএস ও নমুনা পিবিএস এর বিভাগ ভিত্তিক বন্টন

বিভাগ	মোট পিবিএস	নমুনা পিবিএস	নমুনা উপজেলা/সাব-স্টেশন
চট্টগ্রাম	১৩	৭	৭
সিলেট	৬	৩	৩
মোট	১৯	১০	১০

উৎস: ডিপিপি

চট্টগ্রাম বিভাগের ১৩টি পিবিএস থেকে ৭টি পিবিএস এবং সিলেট বিভাগের ৬টি পিবিএস থেকে ৩টি পিবিএস ৫০% অর্থাৎ মোট ১০টি পিবিএস নমুনা হিসেবে দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় বাছাই করা হয়েছে।

২.৪ নমুনা আকার নির্ধারণ

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিতরণ ব্যবস্থায় পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৪.৫০ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্পের শীর্ষক প্রকল্পটির আওতাধীন ১৯টি পিবিএস এর মোট ৪,৫০,০০০টি বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পিবিএস এ গ্রাহক সংখ্যা সমান না কাজেই প্রতিটি নমুনা পিবিএস থেকে সমান সংখ্যক গ্রাহক নির্বাচন করা ঠিক হবে না। যেহেতু উপকারভোগী সংখ্যা নির্ধারিত, সেজন্য Known Population এর ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত ফর্মুলাটি ব্যবহার করে নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতা নির্ধারিত জনগোষ্ঠী হওয়ায় এবং দেশে বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা শতকরা ৯৬.২ ভাগ (বিশ্ব ব্যাংক, ২০২০) হওয়ায় তাদের খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বিধায় p এর মান ৯০% ধরা হয়েছে।

$$n = \frac{z^2pqN}{Ne^2+z^2pq}$$

Z (standard normal variate at 95% confidence level) = ১.৯৬

p (proportion of an event) = ৯০%,

q=১–P = ১০%,

e (precision level) = ১.৭০%,

N (population size) =৪৫,০০,০০

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.9 \times 0.1x450000}{450000x0.017^2 + 1.96^2\, x0.9x\square.1}$$

Considering the above with 1.7% precision level, sample size n = 1193.174 rounding ১২০০

Determination of the size of the samples for respondents from "Control" group

উপরোক্ত মানগুলি ফর্মূলায় বসিয়ে দিলে n=১১৯৩.১৭৪ ≈ ১২০০ পাওয়া যায়। যেহেতু বর্তমানে ৯০ ভাগ এর বেশী খানা বিদ্যুতায়নের আওতায়, সেহেতু মোট নমুনার ২০ ভাগ অর্থাৎ ২৪০টি নমুনা গ্রাহক কন্ট্রোল এলাকা থেকে নেওয়া হয়েছে। অতএব, মোট নমুনার আকার হয়েছে ১২০০+২৪০=১৪৪০।

২.৪.১ নমুনাবন্টন

প্রতিটি পিবিএস এ বিভিন্ন ধরণের গ্রাহক যেমন, আবাসিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সেচপাম্প ও শিল্প কারখানা ইত্যাদি রয়েছে। মোট বিদ্যুৎ ব্যবহার বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় যে, মোট ব্যবহারকারীর প্রায় ৮৮% আবাসিক গ্রাহক, ১০% ক্ষুদ্র ও মাঝারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও অবশিষ্ট ২% সেচপাম্প ও অন্যান্য। পিবিএস অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের নমুনা আনুপাতিক হারে বিভিন্ন শ্রেণিতে বন্টন করা হয়েছে। নিচের সারণিতে এর বিস্তারিত বন্টন সারণি ২.২ এ প্রদর্শিত হলো।

সারণি ২.২: বিভিন্ন ধরণের নমুনা বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা পিবিএস ভিত্তিক বন্টন

ক্রমিক নং	পিবিএস এর নাম	নমুনা পিবিএস এর মোট গ্রাহক সংখ্যা	বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী (Treatment)				কন্ট্রোল খানা (সংখ্যা)
			আবাসিক গ্রাহক (৮৮%)	ক্ষুদ্র ও মাঝারি বাণিজ্যিক গ্রাহক (১০%)	সেচ পাম্প গ্রাহক (২%)	মোট উপকারভোগী (সংখ্যা)	
১	হবিগঞ্জ	৩১৫৭২	১৩৫	১৫	৩	১৫৩	৩১
২	সুনামগঞ্জ	২৬০৮৩	১১১	১৩	৩	১২৬	২৫
৩	সিলেট-১	২৮৩৭৪	১২১	১৪	৩	১৩৮	২৮
৪	চট্টগ্রাম-১	১৯৮৮২	৮৫	১০	২	৯৬	১৯
৫	চট্টগ্রাম-৩	১৩৭০৮	৫৯	৭	১	৬৬	১৩
৬	কুমিল্লা-১	২৬৮০৯	১১৪	১৩	৩	১৩০	২৬
৭	কুমিল্লা-৪	২৪২৫২	১০৪	১২	২	১১৮	২৪
৮	চাঁদপুর-১	১৮২৪০	৭৮	৯	২	৮৮	১৮
৯	কক্সবাজার	২২৫১৭	৯৬	১১	২	১০৯	২২
১০	নোয়াখালী	৩৬০০০	১৫৪	১৭	৩	১৭৫	৩৫
	মোট	**২৪৭৪৩৭**	**১০৫৬**	**১২০**	**২৪**	**১২০০**	**২৪০**

কন্ট্রোল খানা: যেহেতু বর্তমানে ১০০ ভাগ খানাই বিদ্যুতায়িত তাই আমরা কন্ট্রোল খানা হিসেবে এমন খানা কিছু খানা নির্বাচন করা হয়েছে যেসমস্ত বাড়ি নতুন তৈরি হচ্ছে কিন্তু এখনও বিদ্যুৎ পায়নি এবং যে সকল গ্রাহক এ প্রকল্পের শেষের দিকে সংযোগ নিয়েছেন এমন খানাকে কন্ট্রোল খানা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

২.৪.২ নমুনা চয়ন পদ্ধতি

প্রতিটি নমুনা পিবিএস থেকে উপকারভোগীদের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচিত পিবিএস এলাকা থেকে সাধারন দৈবচয়ন পদ্ধতি (SRS) প্রয়োগ করে দুইটি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়েছে। আবার প্রতিটি নির্বাচিত ইউনিয়ন থেকে এসআরএস পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাম বাছাই করা করে বাছাইকৃত গ্রাম থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রাহক সিস্টেমেটিক নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাহক নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রাহক ঐ গ্রামে না পাওয়ার ক্ষেত্রে পাশ্ববর্তী গ্রাম থেকে নেয়া হয়েছে।

কন্ট্রোল খানা: যেহেতু বর্তমানে ১০০ ভাগ খানাই বিদ্যুতায়িত তাই কন্ট্রোল খানা হিসেবে এমন খানা নির্বাচন করা হয়েছে যেসমস্ত বাড়ি নতুন তৈরি হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ পায়নি এবং যে সকল গ্রাহক এ প্রকল্পের শেষের দিকে সংযোগ নিয়েছেন এমন খানাকে কন্ট্রোল খানা হিসেবে নির্বাচন করা করা হয়েছে।

উত্তরদাতা নির্বাচন

সারণি ২.৩: উত্তরদাতা নির্বাচন

গ্রাহক	উত্তরদাতা
আবাসিক	খানা প্রধান
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	মালিক/ম্যানেজার
সেচ পাম্প	মালিক/পাম্প অপারেটর

২.৪.৩ গুণগত পদ্ধতির ব্যবহার

সমীক্ষায় পরিমাণগত পদ্ধতি ছাড়াও গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, দলীয় আলোচনা (এফজিডি), কেস স্টাডি এবং কেআইআই।

দলীয় আলোচনা (এফজিডি)

প্রতিটি পিবিএস এলাকায় একটি এফজিডি করা হবে। মোট এফজিডির সংখ্যা হবে ১০টি। প্রতিটি এফজিডি-তে ৮-১০ জন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, এলাকার মুক্তিযোদ্ধা, বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী পুরুষ ও মহিলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সেচপাম্প এর মালিক কিংবা কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কেআইআই

পিবিএস এর দায়িত্ব পালনকারী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, আইএমইডির প্রতিনিধি ও বিআরইবি এর প্রধান কার্যালয়ে দায়িত্ব পালনকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দকে, অন্তর্ভুক্ত করে প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে কেআইআই এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি পিবিএস থেকে ৬টি অর্থাৎ ৬X১০=৬০টি কী ইনফরমেন্টস্ ইন্টারভিউ (KII) করা হয়েছে।

২.৪.৪ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম-৩ সীতাকুন্ড পিবিএস এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করেছেন। সভায় ৪০-৫০ জন স্থানীয় বিভিন্ন পেশার বিদ্যুৎ গ্রাহক, আবাসিক, ব্যবসায়ী এবং সেচ পাম্প পরিচালনাকারী গ্রাহকগণ, আইএমইডি'র, আরইবি এবং পিবিএস এর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, স্থানীয় শিক্ষক, গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে যা প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২.৪.৫ জাতীয় কর্মশালা

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ২য় খসড়া প্রতিবেদনের ওপর পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, সিপিটিইউ, বিদ্যুৎ বিভাগ, ইআরডি, বিআইবি, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে ১টি জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ অনুযায়ী সংশোধন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রতিফলন করা হয়েছে।

২.৪.৬ সমীক্ষার পরিধি

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের ব্যপ্তি ও এলাকা বিবেচনায় নিম্নে বর্ণিত কর্মসূচির আলোকে খাতভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও মাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

ক্রমিক	সম্পাদিত কর্মসূচি	সংখ্যত
১।	সরাসরি সুবিধাভোগী: আবাসিক খানা, বাণিজ্যিক, ও সেচ পাম্প মালিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।	১০টি পিবিএস থেকে ১২০০ জন এবং বিদ্যুত সংযোগ নেই এমন, এবং এই প্রকল্পের শেষের দিকে সংযোগ পেয়েছেন এমন খানা ২৪০ জন
২।	কন্ট্রোল হিসাবে কিছু সংখ্যক খানা, যারা প্রকল্পের সুবিধা পায়নি, তাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা ও তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।	
৩।	পরিকল্পনা কমিশন (১), আরইবি (২), পিবিএস (৯) এর নির্বাহী প্রকৌশলী এবং কর্মকর্তাদের সাথে চেকলিষ্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা।	চেকলিষ্ট (১৩)
৪।	প্রকল্প পরিচালক, পিবিএস এর কর্মকর্তা, শিক্ষক, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ, গণ্যমাণ্য ব্যক্তির সাথে কে আই আই পদ্ধতির মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ।	৬১টি কেআইআই
৫।	বিভিন্ন শ্রেণির বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী নারী ও পুরুষ এর সমন্বয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন বা এফজিডি গঠন ও আলোচনা করা হয়েছে।	১০টি এফজিডি।
৬।	কেস স্টাডি করা হয়েছে (সুবিধাভোগী আবাসিক খানা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি বাণিজ্যিক গ্রাহক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সেচ পাম্প মালিকদের নিয়ে করা হয়েছে	৪টি
৭।	স্থানীয় পর্যায়ে সমীক্ষার বিষয়বস্তু উপস্থাপনাসহ কর্মশালা	১টি
৮।	জাতীয় সেমিনারে সমীক্ষার চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত গ্রহণ	১টি

২.৪.৭ প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট

নমুনা পিবিএস গুলির যন্ত্রপাতি, মালামাল সংগ্রহ, স্থাপন এবং সেবা গ্রহণের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আরইবি সদর দপ্তর এবং নমুনা পিবিএস প্রধান অফিস হতে সহায়ক সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। একটি চেকলিষ্ট এর মাধ্যমে যন্ত্রপাতি, মালামাল ও সেবা পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে। পণ্য, কার্য, ও সেবা ক্রয় প্রক্রিয়া, প্রাক্কলন, অনুমোদন, টেন্ডার প্রক্রিয়া ও তার মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদন ও কার্যসম্পাদন ইত্যাদি সময়মত, গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণির গ্রাহকদের (আবাসিক গ্রাহক, কন্ট্রোল খানা, ব্যবসায়ী, সেচ পাম্প) জন্য ১টি করে মোট ৪টি প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্নমালার ব্যাপারে আইএমইডির মতামত নেওয়া হয়েছে। আইএমইডি এর মতামত থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাক বিবেচনা করে প্রশ্নমালাগুলি চুড়ান্ত করা হয়েছে।

সেকেন্ডারী উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কয়েকটি চেকলিষ্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এফজিডি ও কে আই আই এর জন্য এফজিডি চেকলিষ্ট ও কেআইআই প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৫ সমীক্ষা পরিচালনা

এ সমীক্ষা দলে ৪ জন পরামর্শক, প্রতিষ্ঠানের ২ জন, ৪ জন সুপারভাইজার, ২০ জন তথ্যসংগ্রহকারী, ১ জন কম্পিউটার অপারেটর এবং ১ জন অফিস সহকারী কর্মরত ছিলেন।

২.৫.১ মাঠ কর্মী এবং সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাঠ কর্মী এবং সুপারভাইজার নিয়োগের পর তাঁদের ২ (দুই) দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করেছে। পরামর্শকগণ ও ডাটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিঃ এর সমন্বয়ক মাঠ কর্মী এবং সুপারভাইজারগণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিতে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

একজন তথ্যসংগ্রহকারী কর্তৃক দিনে আনুমানিক ৭-৮ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রায় ১ সপ্তাহের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি জেলা/পিবিএস এ ২ জন তথ্যসংগ্রহকারী কাজ করেছেন। মোট দুটি বিভাগে ১০টি পিবিএস এ ৪জন সুপারভাইজার নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা তথ্য সংগ্রহকারীদের পূরণকৃত প্রশ্নমালার গুণগত মান যাচাই ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এছাড়াও সুপারভাইজারগণ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে মাঠকর্মীদের সহায়তা প্রদান করেছেন। তাছাড়াও সুপারভাইজারগণ প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহে মাঠকর্মীদের সহায়তা করেছেন।

সারণি-২.৪ উপাত্ত সংগ্রহ ও মান নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমসমূহ

১. নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ পর্যায়	অভিজ্ঞ ও দক্ষ তথ্য-সংগ্রহকারী নিয়োগ প্রদান তথ্য-সংগ্রহকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান মাঠ পর্যায়ে অনুশীলন (Field Test)
২. তথ্য সংগ্রহ পর্যায়	সমীক্ষা টীমের উপস্থিতি মনিটর করা সাক্ষাৎকার গ্রহণ সরাসরি পর্যবেক্ষণ সাক্ষাৎকার চলাকালীন বা পরবর্তী যাচাইকরণ (৫% নমুনা দৈব-চয়নের মাধ্যমে পরীক্ষা করা) 'জানিনা' উত্তরসমূহ (non-responsive) দৈব-চয়নের মাধ্যমে মাঠ-পর্যায়ে পরীক্ষা করা সংগৃহীত অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ তথ্য পূনঃ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। তথ্য বাদ যাওয়া (missing) নিয়ন্ত্রণ করা
৩. উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়	অশোধিত তথ্য-উপাত্ত (raw data) পরবর্তীতে সম্পাদনা (editing) করা উপাত্ত পরিমার্জন ও সংশোধন কম্পিউটারে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে ক্রস-চেকিং করা

২.৫.২ তথ্য উপাত্ত এডিটিং ও কোডিং

পূরণকৃত প্রশ্নমালা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অফিসে এডিটিং, কোডিং ও মাইক্রোসফট একসেস প্রোগ্রামে ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

২.৫.৩ তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন তৈরি

তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় ।

চূড়ান্ত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে ডামি টেবিল (Dummy table) তৈরি করা

সংগৃহীত ডাটার যথার্থতা এবং গ্রহণযোগ্যতা যথাযথভাবে বিশ্লেষণের জন্য ডাটা এন্ট্রির উপযোগী ও কার্যকরী সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত এসপিএসএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সারণি তৈরি করা হয়।

বিভিন্ন ধরণের পরিসাংখিক প্যারামিটার যেমন (Mean, Median, Minimum, Maximum etc) ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ

প্রকল্প মূল্যায়ন কর্মপরিকল্পনায় যে সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের প্রস্তাব করা হয়েছে, সে সকল তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ সনাক্ত করে ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নলিখিত সূচক (Indicator) অনুযায়ী প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি প্রতিবেদনের চতুর্থ অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.৭ প্রতিবেদন উপস্থাপন

১৫/০২/২০২৩ খৃষ্টাব্দে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১৪/০৬/২০২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তের লক্ষ্যে একটি সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হল-

প্রারম্ভিক প্রতিবেদনঃ প্রারম্ভিক প্রতিবদন গত ৫ মার্চ টেকনিক্যাল কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি সংশোধন পূর্বক সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটিতে দাখিল করা হল। সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভার সুপারিশমালা সংযোজনের মাধ্যমে প্রারম্ভিক প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুমোদিত হওয়ার পরে মাঠ জরিপ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

১ম খসড়া প্রতিবেদনঃ প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২ সপ্তাহের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে পিবিএস-ভিত্তিক সংগৃহীত সকল তথ্য সম্বলিত ডাটা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ পূর্বক ১ম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

২য় খসড়া প্রতিবেদনঃ ২য় খসড়া প্রতিবেদন সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটিতে উপস্থাপন করা হবে। জরিপকৃত তথ্যের উপর কমিটির মতামতের ভিত্তিতে যাবতীয় তথ্য সম্বলিত একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

চূড়ান্ত প্রতিবেদনঃ আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মতামত ও নির্দেশনা অনুসারে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের হার্ড কপি (বাংলায় ৪০ কপি ও ইংরেজীতে ২০ কপি) ও সফট কপি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে দাখিল করা হয়েছে।

২.৮ কর্ম পরিকল্পনা

১৫/০২/২০২৩ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ৩০/০৫/২০২৩ তারিখের মধ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তের লক্ষ্যে একটি সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনার চার্ট নিম্নে দেওয়া হল-

সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

নং	কার্যাবলী	প্রক্ষেপিত সময়	বাস্তব সময়	মন্তব্য
১)	চুক্তি স্বাক্ষর	১৫/০২/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	
২)	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	০৫/০৩/২০২৩	০৫/০৩/২০২৩	
৩)	সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	০৬/০৩/২০২৩-২৩/০৩/২০২৩	২৩/০৩/২০২৩	
৪)	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য দাখিল	২৪/০৩/২০২৩-২৫/০৩/২০২৩	২৪/০৩/২০২৩-২৫/০৩/২০২৩	
৫)	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	২৬/০৩/২০২৩-৩০/০৩/২০২৩	২৬/০৩/২০২৩- ৩০/০৩/২০২৩	
৬)	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ	০১/০৪/২০২৩-১৬/০৪/২০২৩	০১/০৪/২০২৩-১৬/০৪/২০২৩	
৭)	ডাটা এন্ট্রি, ভেরিফিকেশন, ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা এনালাইসিস	১৭/০৪/২০২৩-২০/০৪/২০২৩	১৭/০৪/২০২৩-২০/০৪/২০২৩	
৯)	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	২১/০৪/২০২৩-২৫/০৪/২০২৩	১০/০৫/২০২৩	
১০)	সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি কর্তৃক ১ম খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	২৬/০৪/২০২৩-৩০/০৪/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	
১১)	জাতীয় কর্মশালায় ২য় খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	০১/০৫/২০২৩-০৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	
১২)	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও টেকনিক্যাল কমিটি সভায় উপস্থাপন	০৬/০৫/২০২৩-১০/০৫/২০২৩	০১/০৬/২০২৩-০৫/০৬/২০২৩	
১৩)	টেকনিক্যাল কমিটি সভারভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ	১১/০৫/২০২৩-২০/০৫/২০২৩	১০/০৬/২০২৩	
১৪)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রিন্ট ও দাখিল	২১/০৫/২০২৩-৩০/০৫/২০২৩	১৬/০৬/২০২৩	

কর্ম-পরিকল্পনার চার্ট-২.১

কাজের বিবরণ	কার্যক্রম আরম্ভের দিন হতে সপ্তাহিকভাবে																			
	ফেব্রুয়ারি -২০২৩				মার্চ-২০২৩				এপ্রিল-২০২৩				মে-২০২৩				জুন-২৩			
	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
চুক্তি স্বাক্ষর																				
আইএমইডি -র সাথে মিটিং																				
ডকুমেন্ট সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ																				
কার্য পরিকল্পনা তৈরি																				
পরামর্শক নিয়োগ																				
প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান																				
প্রশ্নমালা প্রণয়ন																				
প্রশ্নমালার প্রাক যাচাইকরণ																				
প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ																				
ইনসেপশন রিপোর্ট তৈরি ও দাখিল																				
নমুনা পরিকল্পনাসহ জরিপ পরিকল্পনা প্রণয়ন																				
টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্টে সুপারিশ প্রদান																				
সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত																				
উপাত্ত সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ																				
মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনা																				
উপাত্ত সংগ্রহ																				
উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের তদারকী																				
এফজিডি পরিচালনা করা																				
স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা																				
সংগ্রহীত উপাত্তকে পরিচ্ছন্নকরণ																				
খসড়া আউটপুট সারণি প্রস্তুতকরণ																				
খসড়া আউটপুট সারণি আইএমইডি কর্তৃক অনুমোদন																				
উপাক্ত সাজানো																				
ডাটা এন্ট্রি ও যাচাইকরণ																				
ডাটা প্রসেসিং																				
ডাটা বিশ্লেষণ																				
খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন																				
১ম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																				
টেকনিক্যাল কমিটির পর্যালোচনা সভায় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন																				
টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন																				
ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন																				
সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনের উপর মতামত																				
২য় খসড়া প্রতিবেদন তৈরী																				
জাতীয় কর্মশালায় ২য় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত গ্রহণ																				
মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন তৈরি																				
খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ																				
চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল																				

সংকেতঃ

সম্পন্নঃ

চলছেঃ

করতে হবেঃ

প্রতিবেদন দাখিল

২.৯ সীমাবদ্ধতা

প্রকল্পটি শুরু করার আগে কোন বেইজলাইন জরিপ পরিচালিত হয়নি। কাজেই বর্তমান অবস্থার সাথে প্রকল্পের পূর্বের অবস্থার পুরোপরি তুলনা করা সম্ভব হয়নি। অত্র জরিপে প্রকল্পের সুবিধাভোগিদের সাথে তুলনা করার জন্য কন্ট্রোল গ্রুপ হিসেবে ২৪০ জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প শুরুর সময় একটি বেইজলাইন জরিপ পরিচালনা করা প্রয়োজন ছিল।

প্রকল্পের শুরু থেকে প্রায় ১ বছর কাজের অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না হওয়ায় উন্নয়ন প্রকল্পগুলো যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে তথ্য-উপাত্তগুলোও সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। ছয় বছর ধরে বাস্তবায়নকালের একটি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের অনুপস্থিতিতে প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত ৪ মাস সময় যথেষ্ট নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি

৩.১.১ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ থেকে শুরু হয়ে ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে ১ বছর ৬ মাস বর্ধিত সময়ের মধ্যে শতভাগ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি সারণি ৩.১ এ বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বরং আরও ২০ হাজার অতিরিক্ত সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সহজীকরণের নিমিত্ত প্যাকেজগুলোকে ১২৭টি লটে বিভক্ত করে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে (সারণি ১.৫)। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্যাকেজগুলোকে প্রয়োজনীয় লটে বিভক্ত এবং আন্তঃখাত সমন্বয়ের জন্য ডিপিপি একবার সংশোধন করা হয়। কারণগুলো নিচে দেয়া হলঃ

১) ডিপিপি-তে সংস্থানকৃত মোট অর্থের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে খাতভিত্তিক ব্যয় পুনর্বিন্যাস;
২) পবিসভিত্তিক নতুন ও নবায়ন/পুনর্বাসন লাইনের পুনঃবিভাজন;
৩) হার্ডওয়ার, ইন্সুলেটর, গাই/গ্রাউডিংওয়ার, পোল ও এ্যাংকর লগ ডিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্রয়;
৪) প্রকল্প এলাকায় ২টি পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি পুনর্গঠনের কারণে প্রকল্পের আওতাধীন সমিতিসমূহের সংখ্যা ১৭ হতে ১৯টিতে উন্নীত করায় গ্রাহক সংখ্যা ৪.২৫ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৫০ লক্ষ হওয়ায়;
৫) মূল ডিপিপি'র ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের উপকেন্দ্র আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত ৪টি প্যাকেজ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ;
৬) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন/ভাতাদি ও লাইন/উপকেন্দ্র নির্মাণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি।

উপরোক্ত কারণগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ডিপিপি প্রণয়নের সময় স্টার্ট-আপ সময়সহ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় বিষয়গুলো আমলে নেয়া হয়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালেই ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এজন্য প্রকল্পের Time over-run & Cost over-run এর মত ঘটনা ঘটে থাকে। আন্তঃখাত সমন্বয় ও ১৬৯ কোটি ৪৮ লক্ষ কর্তন এবং বাস্তবায়নকাল ১ বছর ৬ মাস বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও ১০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকায় প্রকল্পের প্রাক্কলন এবং সময় উভয়ই সঠিক ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়।

সারণি-৩.১: প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের ভৌত অগ্রগতি

ক্রমিক	প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ	অর্জন
১	১০২১০কি.মি. নতুন বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন নির্মাণ (৩৩ কেভি ও নিম্নতর ভোল্টেজ)	১০০%
২	৪৫০ কি.মি. বৈদ্যুতিক লাইনের আপগ্রেডেশন/রেনোভেশন	১০০%
৩	৩১টি নতুন ৩৩/১১ কেভি (৩১০ এমভিএ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ	১০০%
৪	১৪টি ৩৩/১১ কেভি (১৪০ এমভিএ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন	১০০%
৫	৪.৫লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদান (বাস্তবে সংযোগ দেয়া হয়েছে ৪,৭০,৭৮৬ টি)	১০৪%

৩.১.২ প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়; এডিপি বরাদ্দ, প্রকৃত ব্যয় এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি

প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। **সারণি ৩.২** বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলন থেকে ১৬৯০২.৭০ লক্ষ টাকা কমে ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন হয় এবং মেয়াদ ১ বছর ৬ মাস বৃদ্ধি হলেও প্রকৃত ব্যয় সংশোধিত প্রাক্কলন হতে ১০৭৫.০২ লক্ষ টাকা কম হয়েছে। আবার এর বিপরীতে অনুমোদিত ৪.৫ লক্ষ গ্রাহকের অতিরিক্ত ২০ হাজার গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্যান্য প্রধান প্রধান কার্যক্রম যথা-১০৫০০ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ/নবায়ন/পুনর্বাসন/(নতুন ৯৫৪১ কি: মি: এবং ৯৫৯

কি: মি: নবায়ন/পুনর্বাসন) এবং ৪৫টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধন ইত্যাদি নির্ধারিত বর্ধিতসময়ের মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে (সারণি ৩.১)। এডিপিপি'র বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় থেকে প্রায় ৪৬.৫৮ লক্ষ উদ্বৃত্ত টাকা ৬টি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে (সারণি ৩.২)। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে, প্রায় ১৮০ কোটি টাকা অব্যয়িত থাকার পরও ২০ হাজার অতিরিক্ত সংযোগ দেয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ডিপিপি প্রণয়নের সময় মালামালের স্পেসিফিকেশন বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাক্কলন করা হয়নি। ফলে সরকারি অর্থ অন্য কোন কাজ বা প্রকল্পে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধির কারণ: ইনডোর উপকেন্দ্র নির্মাণে সীমিত সংখ্যক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সরকারের ভীষণ-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের জন্য লাইন নির্মাণ ও উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপক উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে একই সময়ে যুগপৎভাবে চলমান রয়েছে। উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজে সীমিতসংখ্যক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই উক্ত ব্যাপক কাজ বন্টিত হয়েছে। সীমিতসংখ্যক উপকেন্দ্র নির্মাণ ঠিকাদারের মাধ্যমে ব্যাপক উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী সময় প্রয়োজন হয়। ফলে প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব না হওয়ায় অনুমোদিত মেয়াদকাল জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ অপেক্ষা ০৬ মাস বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত করা হয়।

সারণি-৩.২: অর্থ বছরভিত্তিক প্রাক্কলন, এডিপি বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় বিভাজন

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি	প্রাক্কলিত (সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি)	এডিপি-র বরাদ্দ অনুযায়ী অথ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়	উদ্বৃত্ত (+/-)				সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি'র বিপরীতে অব্যয়িত অর্থ
					এডিপি'র বরাদ্দের বিপরীতে উদ্বৃত্ত	%	প্রকৃত ব্যয়ের বিপরীতে উদ্বৃত্ত	%	
২০১৪-১৫	৫১৯১.৯৮	৪৩৫২.০০	৪৩৫২.০০	৪৩০৬.৭০	০.০০	০.	৪৫.৩০	১.০৫২	৪৫.৩০
২০১৫-১৬	৫৬২২১.০৩	৪২৪৯৯.৭৯	৪২৫০০.০০	৪২৪৯৯.৭৯	-০.২১	০.	০.২১	০.	০.০০
২০১৬-১৭	৫৮৮৪৭.৫২	৪৭৯৯৯.৮৪	৪৮০০০.০০	৪৭৯৯৯.৮৩	-০.১৬	০.	০.১৭	০.	০.০১
২০১৭-১৮	৪৮৪৬৯.৪৭	৩৭৯৯৯.৮৮	৩৮০০০.০০	৩৭৯৯৯.৮৫	-০.১২	০.	০.১৫	০.	০.০৩
২০১৮-১৯	-	১২৯৯৯.৪৯	১৩০০০.০০	১২৯৯৯.৪৯	-০.৫১	-০.০০৪	০.৫১	০.০০৪	০.০০
২০১৯-২০	-	৫৯৭৬.৩	৪৯৪৬.৮৬	৪৯৪৬.৬২	১০২৯.৪৪	২০.৮১১	০.২৪	০.০০৫	১০২৯.৬৮
মোট	**১৬৮৭৩০.**	**১৫১৮২৭.৩**	**১৫০৭৯৮.৮৬**	**১৫০৭৫২.২৮**	**১০২৮.৪৪**	**০.৬৮২**	**৪৬.৫৮**	**১.০৬২**	**১০৭৫.০২**

উৎস: ডিপিপি

৩.১.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও প্রকৃত বাস্তবায়ন

প্রকল্পটি গত ১৫/০৭/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৬৮৭৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির সমুদয় কাজ ২ বার সংশোধনীর মাধ্যমে অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি মোট ১৫০৭৫২.২৯ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ডিপিপি'র ব্যয়ের তুলনায় ১০২৯.৭১ লক্ষ টাকা কম (সারণি-৩.৩)। কম ব্যয়ের খাতগুলো নিম্নরূপঃ ভ্রমন ব্যয় ২.৮২ লক্ষ টাকা, টেলিফোন ০.১১ লক্ষ টাকা, পেট্রল ও লুব্রিক্যান্ট ২.২১ লক্ষ টাকা, ষ্টেশনারী, সিল ও ষ্ট্র্যাম্প ০.৫০ লক্ষ টাকা, আপ্যায়ন ব্যয় ০.৫২ লক্ষ টাকা, পরিবহন ব্যয় ২০.১১ লক্ষ টাকা, কন্সালটেন্সী (ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন & সুপারভিশন) ৯৭.০৮ লক্ষ টাকা, সম্মানী ভাতা ০.৫১ লক্ষ টাকা, অন্যান্য ব্যয় ০.৫৫ লক্ষ টাকা, মোটর যানবাহন ৩.৮৬ লক্ষ টাকা, আসবাবপত্র ০.১০ লক্ষ টাকা, কম্পিউটার এবং অফিস সরঞ্জাম ০.৪০ লক্ষ টাকা, অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ ০.১২ এবং বৈদ্যুতিক স্থাপনা (লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ) ৯০০.৮১ লক্ষ টাকা। পর্যালোচনায় দেখা যায়, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করেছেন। এছাড়াও বাড়ি ভাড়া ও অফিস ভাড়া করার সংস্থান থাকলেও তার প্রয়োজন হয়নি। প্রকল্পটি অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে ১০২৯.৭১ লক্ষ টাকা কমে সম্পন্ন হয়েছে (সারণি ৩.৩ ও ৩.৫)। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে অব্যয়িত অর্থ ৬টি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ৪৬.৫৮ লক্ষ টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে (সারণি ৩.৪) এবং

অবশিষ্ট ৯৮৩.১৩ লক্ষ অব্যয়িত অর্থ বিভিন্ন অর্থ বছরের বিভিন্ন প্রান্তিকে (Quarter) ফেরত দেয়া হয়েছে মর্মে বিআরইবি থেকে জানানো হয় (সারণি ৩.৩)। সারণি ৩.৩ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৬টি অর্থ বছরের মধ্যে মাত্র শেষ অর্থ বছর ২০১৯-২০২০ এসে ১০২৯.৭১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত ছিল।

সারণি-৩.৩: অর্থ বছরভিত্তিক প্রাক্কলন ও প্রকৃত ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর		**প্রাক্কলিত (সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)**	**প্রকৃত (টাকা)**	**শতকরা হার**	**অব্যয়িত (টাকা)**
২০১৪-১৫	:	৪৩০৬.৭০	৪৩০৬.৭০	২.৮৪	০.০০
২০১৫-১৬	:	৪২৪৯৯.৭৯	৪২৪৯৯.৭৯	২৮.০০	০.০০
২০১৬-১৭	:	৪৭৯৯৯.৮৪	৪৭৯৯৯.৮৪	৩১.৬২	০.০০
২০১৭-১৮	:	৩৭৯৯৯.৮৮	৩৭৯৯৯.৮৮	২৫.০৪	০.০০
২০১৮-১৯	:	১২৯৯৯.৪৯	১২৯৯৯.৪৯	৮.৫৬	০.০০
২০১৯-২০	:	৫৯৭৬.৩০	৪৯৪৬.৬২	৩.২৬	১০২৯.৭১
মোটঃ	:	১৫১৭৮২.০০	১৫০৭৫২.২৯	৯৯.৩২	১০২৯.৭১

উৎস: ডিপিপি

সারণি-৩.৪: অব্যয়িত অর্থ ব্যাংক চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমাদান

ক্রমিক	**ব্যাংকের নাম**	**চালান নং**	**জমা দেয়ার তারিখ**	**জমাকৃত অর্থ (টাকা)**	**মন্তব্য**
১	জনতা ব্যাংক লিঃ বাপবিবো, ঢাকা	১৪০১	২৮ জুন ২০১৫	৪৫২৯৬২২.৭৯	
২	জনতা ব্যাংক লিঃ	৪২৩	২৫ জুলাই ২০১৬	২১২৫০.৮০	
৩	বাপবিবো, ঢাকা	৪৮৪	২৬ জুলাই ২০১৭	১৬৭২০.২৫	
৪	জনতা ব্যাংক লিঃ	১০৭	১৬ জুলাই ২০১৮	১৪৭১৪.৪৩	
৫	বাপবিবো, ঢাকা	৬১৯	১৭ জুলাই ২০১৯	৫০৮৬৩.০০	
৬	জনতা ব্যাংক লিঃ	৫৯৫	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০	২৪৪৪৮.০০	
	মোট			**৪৬৫৭৬১৯.২৭**	

উৎস: পিসিআর

সারণি-৩.৫: খাতভিত্তিক অব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	**আইটেম**	**লক্ষ টাকা**	**শতকরা (%)**
১	ভ্রমন ব্যয়	২.৮২	০.০০১৯%
২	টেলিফোন	০.১১	০.০০০১%
৩	পেট্রল ও লুব্রিক্যান্ট	২.২১	০.০০১৫%
৪	ষ্টেশনারী, সিল ও ষ্ট্র্যাম্প	০.৫০	০.০০০৩%
৫	আপ্যায়ন ব্যয়	০.৫২	০.০০০৩%
৬	পরিবহন ব্যয়	২০.১১	০.০১৩২%
৭	কন্সালটেন্সী (ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন & সুপারভিশন)	৯৭.০৮	০.০৬৪০%
৮	সম্মানী ভাতা	০.৫১	০.০০০৩%
৯	অন্যান্য ব্যয়	০.৫৫	০.০০০৪%
১০	মোটর যানবাহন	৩.৮৬	০.০০২৫%
১১	আসবাবপত্র	০.১০	০.০০০১%
১২	কম্পিউটার এবং অফিস সরঞ্জাম	০.৪০	০.০০০৩%
১৩	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	০.১২	০.০০০১%
১৪	বৈদ্যুতিক স্থাপনা (লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ)	৯০০.৮১	০.৫৯৩৫%
	মোট	১০২৯.৭১	০.৬৭৮৪%

৩.১.৪ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

"পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি (২য় সংশোধিত) অনুযায়ী মোট আর্থিক বরাদ্দ ছিল ১৫১৭৮২.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর এ সন্নিবেশিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় মোট ব্যয় হয়েছে ১৫০৭৫২.২৯ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৯.৩২% এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। অর্থাৎ প্রকল্পের কোন অঙ্গের কাজ অসম্পন্ন ছিল না। বিস্তারিত নিম্নের সারণি ৩.৬ এ দেয়া হলো।

সারণি-৩.৬ প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(ক) আবর্তক ব্যয়					
	সরবরাহ ও সেবা					
১	মূল বেতন (অফিসার)	জন	২৭	৮২.১৪	২৭ (১০০%)	৮২.১৪ (১০০%)
২	মূল বেতন (কর্মচারী)	জন	৪৩	১১৮.৩০	৪৩ (১০০%)	১১৮.৩০ (১০০%)
৩	মহার্ঘ ভাতা	জন	৭০	১.০৪	৫৮ (৮২.৮৬%)	১.০৪ (১০০%)
৪	বাড়ী ভাড়া ভাতা	জন	৭০	১০২.১১	৫৮ (৮২.৮৬%)	১০২.১১ (১০০%)
৫	উৎসব ভাতা	জন	৭০	৩৩.৭৩	৫৮ (৮২.৮৬%)	৩৩.৭৩ (১০০%)
৬	চিকিৎসা ভাতা	জন	৭০	২৪.৭২	৫৮ (৮২.৮৬%)	২৪.৭২ (১০০%)
৭	টিফিন ভাতা	জন	৪৩	২.৩৭	৩১ (৭২.০৯%)	২.৩৭ (১০০%)
৯	পরিবহন ভাতা	জন	৪৩	০.৬২	৩১ (৭২.০৯%)	০.৬২ (১০০%)
১০	অন্যান্য ভাতা	জন	৭০	৬০.৯১	৬০.৯১ (১০০%)	৫৮ (৮২.৮৬%)
১১	যাতায়াত ভাতা	থোক	থোক	৬৯.৯৬	থোক (১০০%)	৬৭.১৪ (৯৫.৯৭%)
১২	অফিস ভবন ভাড়া	থোক	থোক	৬.৪৩	থোক (১০০%)	৬.৪৩ (১০০%)
১৩	টেলিফোন	থোক	থোক	২.৮১	থোক (১০০%)	২.৭০ (৯৬.০৯%)
১৪	বিদ্যুৎ বিল	থোক	থোক	০.৩২	থোক (১০০%)	০.৩২ (১০০%)
১৫	পেট্রল, ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	থোক	৩৮.৩১	থোক (১০০%)	৩৬.১০(৯৪.২৩%)
১৬	পিন্টিং ও পাবলিকেশন	থোক	থোক	৪০.৭১	থোক (১০০%)	৪০.৭১ (১০০%)
১৭	ষ্টেশনারী, সিল ও ষ্ট্র্যাম্প	থোক	থোক	১১.০৩	থোক (১০০%)	১০.৫৩(৯৫.৪৭%)
১৮	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	থোক	২.৩৬	থোক (১০০%)	১.৮৪ (৭৭.৯৭%)
১৯	পরিবহন ব্যয়	থোক	থোক	৯৯৭.৫৫	থোক (১০০%)	৯৯৭.৪৪ (৯৭.৯৮%)
২০	কন্সালটেন্সী (ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন & সুপারভিশন)	থোক	থোক	২০০০.০০	থোক (১০০%)	১৮১১.৮১ (৯০.৫৯%)
২১	সম্মানী ভাতা	থোক	থোক	২৩.৭৩	থোক (১০০%)	২৩.২২ (৯৭.৮৫%)
২৩	টেস্টিং ফি	থোক	থোক	২.১৪	থোক (১০০%)	২.১৪ (১০০%)
২৪	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	থোক	৪৬.১৯	থোক (১০০%)	৪৫.৬৪ (৯৮.৮১%)
২৫	যানবাহন	থোক	থোক	২৬.৫০	থোক (১০০%)	২২.৬৪ (৮৫.৪৩%)
২৬	আসবাবপত্র	থোক	থোক	০.১১	থোক (১০০%)	০.০১ (৯.০৯%)
২৭	কম্পিউটার ও অফিস সরাঞ্জাম	থোক	থোক	০.৯৪	থোক (১০০%)	০.৫৪ (৫৭.৪৫%)
২৮	অন্যান্য	থোক	থোক	০.২৮	থোক (১০০%)	০.১৬(৫৭.১৪%)
	মোট (আবর্তক ব্যয়)			**৩৬৯৫.৩১**	**১০০%**	**৩৫৬৬.৪১ (৯৬.৫১%)**
	(খ) মূলধন ব্যয়:					
২৯	পরিবহন যানবাহন	সংখ্যা	জিপ-১, পিক আপ-২	১৬৪.৯৫	জিপ-১, পিক আপ-২ (১০০%)	১৬৪.৯৫ (৫৭.৪৫%)
৩০	কম্পিউটার সরাঞ্জামাদি	সেট	১৪	৪.৯০	১৪ (১০০%)	৪.৯০ (১০০%)
৩১	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৩.৭৯	থোক (১০০%)	৩.৭৯ (১০০%)

ক্র: নং	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (যন্ত্রপাতি ও মালামাল)	লট	লট	১১৩৭৫৭.৮২	লট (১০০%)	১১৩৭৫৭.৮২ (১০০%)
৩৩	অন্যান্য (এয়ারকুলার)	থোক	থোক	৩.১৬	থোক (১০০%)	৩.১৬ (১০০%)
৩৪	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৯.৮৫	৮৪৬.৮৪	৯.৮৫ (১০০%)	৮৪৬.৮৪ (১০০%)
৩৫	বৈদ্যুতিক স্থাপনা (লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ)	কিঃমিঃ/ সংখ্যা	লাইন-১০৬৬০কিঃমিঃ নতুন উপ-কেন্দ্র-৩১, ক্ষমতা বর্ধন-১৪	৩৩২৯৮.৭৮	লাইন-১০৬৬০কিঃমিঃ নতুন উপ-কেন্দ্র-৩১, ক্ষমতা বর্ধন-১৪ (১০০%)	৩২৩৯৭.৯৭ (৯৭.২৯%)
৩৬	বিবিধ মূলধন ব্যয়	থোক	থোক	৬.৪৫	থোক (১০০%)	৪.৪৫ (১০০%)
	মোট (মূলধন ব্যয়)			**১৪৮০৮৬.৬৯**		**১৪৭১৮৫.৮৮ (৯৯.৩৯%)**
	সর্বমোট ব্যায়			**১৫১৭৮২.০০**	**১০০%**	**১৫০৭৫২.২৯ (৯৯.৩২%)**

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর ।

৩.১.৫ পিসিআর বিশ্লেষণ

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয় যার মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয় ৪ (চার) বছর। কিন্তু প্রকল্পের সমাপ্তির জন্য আরও ১ বছর ৬ মাস বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। তবে এ অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে প্রতি বছর আনুমানিক ১০% হারে চাহিদা পুরণের নিমিত্ত বর্ধিত সংযোগ প্রদানের ফলে গ্রাহক সংখ্যা ৪.৫০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৪.৭০ লক্ষ হয়েছে (বৃদ্ধি ০.০৪%)। প্রকল্পের অন্যান্য প্রধান প্রধান কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে (সারণি ৩.২)।

প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run): জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ এর স্থলে জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ১ বছর ৬ মাস অর্থাৎ মূল বাস্তবায়ন কালের ৩৭.৫০% বৃদ্ধি। প্রকল্পটির শতভাগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল ডিপিপি'র ব্যয় থেকে ১০.৬৫% এবং ২য় সংশোধিত ডিপিপি থেকে ০.৬৮% কম ব্যয় হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, সঠিকভাবে ডিপিপি প্রণয়নে স্টার্ট-আপ সময় এবং Time over-run & cost over-run বিবেচনাপূর্বক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি এবং বিদেশি মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাইপূর্বক পণ্যের স্পেসিফিকেশনসহ প্রাক্কলন করা প্রয়োজন ছিল মর্মে প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের মতামত থেকে জানা যায়।

৩.২ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম

৩.২.১ ক্রয় পরিকল্পনার বিশ্লেষণ

প্রকল্প অফিসের তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের ৫৯টি, কার্য ক্রয়ের ৯টি (বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন-৪টি, নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ-২টি, উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন-৩টি) এবং সেবা ক্রয়ের ১৭টি প্যাকেজ রয়েছে। পিসিআর এর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের ৫৯টি প্যাকেজ ভেঙ্গে লটে বিভক্ত করে ৮৫টি লটে পণ্য ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে, যা প্রকল্পের মূল ডিপিপি-তে পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বিভক্ত করার বিষয়ে লিপিবদ্ধ আছে।

কার্য ক্রয়ের বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন ৪টি প্যাকেজকে পিবিএস এলাকাভিত্তিক সাব-লট করে ৮৫টি দরপত্র আহবান এবং চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে, নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ-২টি প্যাকেজ ভেঙ্গে ১০টি সাব-লট এবং উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন-৩টি প্যাকেজ ভেঙ্গে ১৪টি সাব-লটে দরপত্র আহবান এবং চুক্তির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরডিপিপি

অনুযায়ী ১৭টি প্যাকেজেই ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সমীক্ষাকালীন, দরপত্র আহবান, চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ, চুক্তি মূল্য, চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্নের তারিখ, প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BoQ/ToR, ক্রয় কার্যক্রম প্রকৃত পক্ষে কখন করা হয়েছে, বিলম্বে সংগৃহীত হয়ে থাকলে তার কারণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমে ক্রয় আইন ও বিধিমালা পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও ক্রয় কার্যক্রমের কেস স্ট্যাডির মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মোট ৮৫টি লটের মধ্যে ৩৯টি লটের ক্রয় কার্যক্রম চুক্তিকৃত সময়ের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে। ১৫টি লটের ক্রয় কার্যক্রম শেষ হয়েছে ১ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে। অবশিষ্ট ৩১টি লটের কার্যক্রম শেষ হয়েছে ১ থেকে ৫ মাস সময়ের মধ্যে। পাঁচ মাসের উর্দ্ধে সময় ব্যয় হয়েছে মাত্র ৯টি লট প্রক্রিয়াকরনে। নতুন উপ-কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত ক্রয়ে ১টি লট ছাড়া বাকী ৯টি লটই ক্রয়ে ১৮ মাসেরও বেশী সময় লেগেছে। উপ-কেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণের জন্য ১৪টি লটের মধ্যে ২টি লটের ক্রয়ে সময় লেগেছে চুক্তিকৃত সময়ের মধ্যেই। পাঁচ মাসের মধ্যে ক্রয় কার্যক্রম শেষ হয়েছে ৫টি লটের। ৩টি লটের ক্রয় কার্যক্রমে সময় লেগেছে ১০ মাসের বেশী। পরামর্শক সেবা ক্রয়ে ১টি প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রমে চুক্তিকৃত সময়ের চেয়ে ১০ মাসের কম সময় লেগেছে। অবশিষ্ট ১৭টি প্যাকেজ ক্রয়ে ১০ মাসেরও বেশী সময় লেগেছে **(সারণি ৩.৭ ও সারণি ৩.৭(১))**।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, নতুন উপ-কেন্দ্র নির্মাণ এবং পরামর্শক সেবা ক্রয়ে চুক্তিকৃত সময় ১০ থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত বেশী সময় লেগেছে যে কারণে ৩ বার পর্যন্ত প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। পিএসসি

সারণি ৩.৭ প্রকল্পের আওতায় মালামাল, কার্য এবং সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য

ক্রয়ের ধরণ	সময়কাল (মাস)	ক্রয় (সংখ্যা)
ক) মালামাল ক্রয়	-১২- (-১.০৭)	১৮
	-০.৯৩- (-০.০৩)	২১
	০.০০-০.৮৭	১৫
	১-৫	২২
	>৫	৯
খ) নতুন উপ-কেন্দ্র নির্মাণ	০.০০-১.০০	১
	১৮.০০-১৮.০৭	৯
গ) উপ-কেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ	<০	২
	০-৫.০০	৫
	৫.০০-১০.০০	৪
	>১০.০০	৩
ঘ) পরামর্শক সেবা	<১০.০০	১
	১০-১২	৬
	১২-১৫.০৩	১১
মোট		**১২৭**

সারণি-৩.৭(১) প্রাক্কলিত ও চুক্তি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা
প্রকল্পের আওতায় মালামাল, কার্য এবং সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		সময় ব্যবধান (মাস)
							চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২	৩	৫	৩	৬	৭	৮	৯	১০
CSDP-II-G-1, Lot-1 লাইন হার্ডওয়ার	৯-১৮-১৪	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.০৯	১২-২৪-১৪	৪.০৯	৪-২৯-১৫	৫-৭-১৫	০.২৭
CSDP-II-G-2, Lot-1 ইনসুলেটর	৯-১৮-১৪	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৭৭	১২-২২-১৪	১.৭৭	৪-১৩-১৫	৬-৩০-১৫	২.৫
CSDP-II-G-3, Lot-1 এসপিসি পোল	৯-১৮-১৪	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৬.৪৬	৩-৫-১৫	১৬.৪৬	৭-২৪-১৫	৪-৪-১৫	-৩.৬৭
CSDP-II-G-3, Lot-2 এসপিসি পোল	৯-১৮-১৪	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৪.৯৯	৪-১৫-১৫	১৪.৯৯	৮-৫-১৫	৬-২৭-১৫	-১.২৭
CSDP-II-G-4, Lot-1 ক্রস-আর্ম, স্টীল	৯-১৮-১৪	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৬২	১২-২৪-১৪	১.৬২	৪-১৩-১৫	৩-১-১৫	-৩.৩৩
CSDP-II-G-5, Lot-1/1 এ্যাংকর লগ	২-২৬-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.০০	৪-৯-১৫	১.০০	৭-৩০-১৫	১১-১৭-১৫	৩.১৭
CSDP-II-G-6, Lot-1 জিপ	৪-১-১৫	ডিপিএম	বোর্ড	০.৬৯	৫-১৭-১৫	০.৬৯	৮-৮-১৫	৬-২৫-১৫	-১.৪৩
CSDP-II-G-6, Lot-2 পিক আপ (ডবল ক্যাব ক্যানোপিসহ)	৪-১-১৫	ডিপিএম	বোর্ড	০.৯৬	৬-১১-১৫	০.৯৬	৯-২-১৫	২-৯-১৬	৫.২৩
CSDP-II-G-7, Lot-1 লাইন হার্ডওয়ার	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৮.২৬	৭-১-১৫	১৮.২৬	১০-২০-১৫	৩-৩-১৬	৪.৪৩
CSDP-II-G-8, Lot-1 ইনসুলেটর	৩-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৮.৯৩	৭-১৪-১৫	৮.৯৩	১১-৩০-১৫	১২-৩০-১৫	১.০০
CSDP-II-G-9, Lot-1 কনডাক্টর, এসিএসআর, বেয়ার	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৫১.৪২	৮-৯-১৫	৫১.৪২	১১-২৮-১৫	১২-২৯-১৫	১.০০
CSDP-II-G-10, Lot-1 কনডাক্টর, ইনসুলেটেড	৮-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১১.৪২	৯-৩০-১৫	১১.৪২	১-১৯-১৬	১-১৮-১৬	০.০৭
CSDP-II-G-11, Lot-1 কন্ডাক্টর এক্সোসরিজ এন্ড গাই এক্সোসরিজ	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৬.২৬	৭-১-১৫	৬.২৬	১১-১৭-১৫	৯-২৪-১৬	১০.২৩
CSDP-II-G-12, Lot-1 বিতরণ ট্রান্সফরমার	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩৪.৫৯	৮-২-১৫	৩৪.৫৯	১১-২১-১৫	৮-২৯-১৫	-২.৭৩
CSDP-II-G-12, Lot-2 বিতরণ ট্রান্সফরমার	১০-২১-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩৬.০৫	২-১১-১৬	৩৬.০৫	৬-১-১৬	৩-১৪-১৬	২.২৭
CSDP-II-G-13, Lot-1 সেকশনালাইজিং ডিভাইসেস (ফিউজ কার্টআউট এন্ড সার্জ এরেস্টার)	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৩৯	৭-১-১৫	৩.৩৯	১১-১৭-১৫	১-১২-১৬	২.৮৩
CSDP-II-G-13, Lot-2 সেকশনালাইজিং ডিভাইসেস (ফিউজ লিংক)	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৫৫	৭-১-১৫	০.৫৫	১১-১৭-১৫	১২-৮-১৫	-১১.৩০
CSDP-II-G-13, Lot-3 সেকশনালাইজিং ডিভাইসেস (ক্যাপাসিটর)	১০-২১-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৮১	১-১৭-১৬	০.৮১	৫-৭-১৬	৪-৫-১৬	-১.০৭
CSDP-II-G-14, Lot-1 কানেক্টর (এইচ টাইপ)	৮-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.০১	৯-৩০-১৫	২.০১	১-১৯-১৬	১১-২৪-১৫	-১.৮৩
CSDP-II-G-14, Lot-2 কানেক্টর (অটো স্প্রাইস)	১০-৪-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৫৯	১১-৫-১৫	২.৫৯	৩-২৩-১৬	৪-৪-১৬	০.৩৭
CSDP-II-G-15, Lot-1 গাই এন্ড গ্রাউন্ডিং ওয়্যার.	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৫.৩৮	৭-১৪-১৫	৫.৩৮	১১-৩০-১৫	১০-২৪-১৫	-১.২০
CSDP-II-G-16, Lot-1 সিঙ্গেল পেজ ইলেকট্রনিক মিটার	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৩.৭৩	৯-২০-১৫	১৩.৭৩	১-১৭-১৬	৪-৩০-১৬	৩.৪৩
CSDP-II-G-16, Lot-2 সিঙ্গেল পেজ ইলেকট্রনিক মিটার	৬-১৫-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৪.২৭	১০-১৯-১৫	১৪.২৭	২-১৫-১৬	১-২৪-১৬	-০.৭

CSDP-II-G-16, Lot-3/1 থ্রি পেজ ইলেকট্রনিক মিটার এন্ড মিটার সকেট	১২-২৯-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৫.৫৩	৩-৩-১৬	৫.৫৩	৭-২০-১৬	৫-১৯-১৬	-২.০৩
CSDP-II-G-16, Lot-4 টুইস্ট টাইপ মিটার সীল	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৬৬	৭-১৬-১৫	০.৬৬	১১-১-১৬	১১-১-১৫	-১২.০০
CSDP-II-G-17, Lot-1/1 ১১ কেভি সিটি এন্ড পিটি	২-৭-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৮৮	৪-১৩-১৬	৩.৮৮	৮-২-১৬	৬-১৭-১৬	৪.৩০
CSDP-II-G-18, Lot-1 এসপিসি পোল	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৬২.৪৬	৭-২৮-১৫	৬২.৪৬	২-১৪-১৫	১২-১১-১৫	৯.৯০
CSDP-II-G-18, Lot-2 এসপিসি পোল	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৬১.৭১	৭-২৯-১৫	৬১.৭১	২-১৫-১৫	২-১১-১৬	৯.৮৭
CSDP-II-G-19, Lot-1 কাঠের পোল	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৩.৩৮	৭-১৪-১৫	১৩.৩৮	১১-৩০-১৫	৭-২৩-১৭	৮.৭৭
CSDP-II-G-20, Lot-1 ক্রস আর্ম স্টিল	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৭.৩৭	৭-৫-১৫	৭.৩৭	১০-২৪-১৫	১১-৫-১৫	০.৩৭
CSDP-II-G-21, Lot-1 এ্যাংকর লগ	৭-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.০৭	৮-১৯-১৫	৪.০৭	১২-৮-১৫	২-২৮-১৬	২.৩৭
CSDP-II-G-22, Lot-1 লাইন টুলস	১০-২১-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৭৫	২-৯-১৬	২.৭৫	৫-২-১৬	৩-১০-১৬	-১.৭৩
CSDP-II-G-23, Lot-1 সাব স্টেশন হার্ডওয়্যার এন্ড কানেক্টর	৩-২-১৫	ডিপিএম	বোর্ড	৩.২৬	৭-৫-১৫	৩.২৬	১০-২৪-১৫	১০-২১-১৫	-০.১
CSDP-II-G-23, Lot-2 সাব স্টেশন স্টিল ক্রস আর্ম	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৬০	৭-৫-১৫	০.৬০	১০-২৪-১৫	১১-২৬-১৫	১.০৬
CSDP-II-G-24, Lot-1 ১১ কেভি এসিআর	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৫৫	৯-১৪-১৫	৩.৫৫	১-৩১-১৬	১২-১৪-১৫	-১.৫৬
CSDP-II-G-24, Lot-2 সাব স্টেশন সুইসেচ	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৮৩	৭-১-১৫	১.৮৩	১০-২০-১৫	১০-২১-১৫	০.০৩
CSDP-II-G-25, Lot-1 পাওয়ার ট্রান্সফরমার , ৩ ফেজ ১০ এমভিএ	২-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৮.১৯	৭-১-১৫	৮.১৯	১০-২০-১৫	১১-২৭-১৫	১.২৩
CSDP-II-G-26, Lot-1 অটোমেটিক ভোল্টেজ রিগুলেটর, ৬.৩৫ কেভি, ৩৫৬ এ্যাম্পস	৭-৯-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৯৪	৭-৫-১৫	৩.৯৪	৬-৭-১৬	৬-২৫-১৬	০.৬০
CSDP-II-G-27, Lot-1 লাইন হার্ডওয়ার	৩-২৩-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৬.৫৮	৭-২৬-১৬	৬.৫৮	১১-১৪-১৬	১১-২১-১৬	০.২৩
CSDP-II-G-27, Lot-2 লাইন হার্ডওয়ার	৩-১৫-১৬	ডিপিএম	বোর্ড	৮.৯৬	৭-২৬-১৬	৮.৯৬	১১-১৪-১৬	১২-৪-১৬	০.৬৬
CSDP-II-G-28, Lot-1 ইনসুলেটর	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৬.৯৩	৭-২৪-১৬	৬.৯৩	১১-১২-১৬	১-১২-১৭	২.০০
CSDP-II-G-29, Lot-1 কনডাক্টর, এসিএসআর, বেয়ার	১-২৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৫৩.৩৬	৯-১৮-১৬	৫৩.৩৬	১-৭-১৭	১২-১২-১৬	০.৮৭
CSDP-II-G-30, Lot-1 কনডাক্টর, ইনসুলেটেড	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৬.৪৬	৭-২৭-১৬	১৬.৪৬	১১-১৫-১৬	১১-১৩-১৬	-০.০৭
CSDP-II-G-31, Lot-1 কন্ডাক্টর এক্সোসরিজ এন্ড গাই এক্সোসরিজ	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৫.৭১	৭-২৬-১৬	৫.৭১	১২-১২-১৬	১-২৯-১৭	১.৫৬
CSDP-II-G-32, Lot-1 বিতরণ ট্রান্সফরমার	১-১৬-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৯৩.৩৬	৯-১৮-১৬	৯৩.৩৬	১-২১-১৭	১১-৩০-১৬	-১.৭৩
CSDP-II-G-33, Lot-1 সেকশনালাইজিং ডিভাইসেস (ফিউজ কার্টআউট এন্ড সার্জ এরেস্টার)	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৮২	৭-২৮-১৬	৩.৮২	১২-১৪-১৬	১-২-১৭	০.৬৩
CSDP-II-G-33, Lot-2 সেকশনালাইজিং ডিভাইসেস (৩৩ কেভি এসিআর)	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৩৩	৮-১-১৬	১.৩৩	১২-১৮-১৬	২-২৮-১৭	২.৩৩
CSDP-II-G-33, Lot-3 সেকশনালাইজিং ডিভাইসেস (ফিউজ লিংক)	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৬২	৭-২৬-১৬	০.৬২	১২-১২-১৬	১১-১৯-১৬	-০.৭৭
CSDP-II-G-34, Lot-1 কানেক্টর (এইচ টাইপ)	২-২-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৫২	৭-২৬-১৬	২.৫২	১১-১৪-১৬	১০-৬-১৬	-১.২৭
CSDP-II-G-34,Lot-2 কানেক্টর (অটো স্প্লাইস)	৬-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৩৭	৭-২৫-১৬	২.৩৭	১২-১১-১৬	১২-১৩-১৬	০.০৭
CSDP-II-G-35, Lot-1 গাই এন্ড গ্রাউন্ডিং ওয়্যার	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৮৬	৭-১৯-১৬	৩.৮৬	১২-৫-১৬	৩-১৫-১৭	৩.৩৩

CSDP-II-G-36, Lot-1 সিঙ্গেল পেজ ইলেকট্রনিক মিটার	১-১৬-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৬.৪৫	৯-২৬-১৬	১৬.৪৫	১১-১৪-১৬	১০-২৭-১৬	-০.৬০
CSDP-II-G-36,Lot-2 থ্রি পেজ ইলেকট্রনিক মিটার এন্ড মিটার সকেট	১-১৬-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১০.৬০	৭-২৬-১৬	১০.৬০	১২-১২-১৬	১১-১৯-১৬	-০.৭৩
CSDP-II-G-36,Lot-3/1 টুইস্ট টাইট মিটার সীল	১-১৬-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৫৪	৭-২৫-১৬	০.৫৪	১১-১৩-১৬	১০-১০-১৬	-১.১০
CSDP-II-G-37, Lot-1 ১১ কেভি সিটি এন্ড পিটি	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.০৭	১-২৪-১৭	৪.০৭	৫-১৫-১৭	৯-১৩-১৭	৩.৯৭
CSDP-II-G-38, Lot-1 এসপিসি পোল	১-১৬-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১১১.৫৩	৯-১৮-১৬	১১১.৫৩	২-৪-১৭	৭-৩০-১৭	৫.৮৭
CSDP-II-G-39, Lot-1 কাঠের পোল	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৫.৬৭	৮-৯-১৬	১৫.৬৭	১১-২৮-১৬	১১-২০-১৬	-০.২৭
CSDP-II-G-40, Lot-1 ক্রস-আর্ম, স্টীল	৩-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.৯৪	৭-২৬-১৬	৪.৯৪	১১-১৪-১৬	১১-৮-১৬	-০.২০
CSDP-II-G-41, Lot-1 এ্যাংকর লগ	৬-১৫-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৭৮	৭-২৫-১৬	৩.৭৮	১১-১৩-১৬	১১-১২-১৬	-০.০৩
CSDP-II-G-42, Lot-1 কনডাক্টর, এসিএসআর, বেয়ার	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২৩.৯৭	১-২৪-১৭	২৩.৯৭	৫-১৫-১৭	৫-৭-১৭	-০.২৭
CSDP-II-G-43, Lot-1 এসপিসি পোল	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২৮.২৪	৩-৫-১৭	২৮.২৪	৬-২৪-১৭	৬-৩০-১৭	০.২০
CSDP-II-G-44, Lot-1 লাইন হার্ডওয়ার	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৩৯	১-১৮-১৭	১.৩৯	৫-৯-১৭	৬-২১-১৭	১.০৯
CSDP-II-G-44, Lot-2 সাব স্টেশন স্টিল ক্রস আর্ম	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৪১	১-২৪-১৭	১.৪১	৫-১৫-১৭	৬-৫-১৭	০.৭০
CSDP-II-G-45, Lot-1 ১১ কেভি এসিআর	৪-১৬-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৩৪	৯-৪-১৭	২.৩৪	১-৭-১৮	১২-১৩-১৭	-০.৮৩
CSDP-II-G-45, Lot-2 সাব স্টেশন সুইসেচ	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৭৯	১-১৮-১৭	১.৭৯	৫-৯-১৭	৮-২-১৭	২.৮০
CSDP-II-G-46, Lot-1 পাওয়ার ট্রান্সফরমার, ৩ ফেজ ১০ এমভিএ	১১-২-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৬.২৮	৫-১৬-১৭	৬.২৮	৯-৪-১৭	২-১৪-১৮	৫.৩৩
CSDP-II-G-47, Lot-1 সেকশনালাইজিং ডিভাইসেস (ফিউজ কার্টআউট এন্ড সার্জ এরেস্টার)	১১-৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.৪৫	৪-২৪-১৭	৪.৪৫	৮-২৭-১৭	৮-৪-১৭	-০.৭৭
CSDP-II-G-48, Lot-1 কনডাক্টর, এসিএসআর, বেয়ার	২-১২-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৯.৮৯	৭-১৩-১৭	৯.৮৯	১১-১-১৭	১১-১-১৮	১২.০০
CSDP-II-G-48, Lot-2 কনডাক্টর, এসিএসআর, বেয়ার	২-১৪-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩৩.১৬	১১-৫-১৭	৩৩.১৬	২-২৪-১৮	২-২৪-১৮	০.০০
CSDP-II-G-49, Lot-1 এসপিসি পোল	২-১২-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২২.১০	৭-১৮-১৭	২২.১০	১১-৬-১৭	১১-৬-১৭	০.০০
CSDP-II-G-49, Lot-2 এসপিসি পোল	২-১৪-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪৩.২৯	১২-১১-১৭	৪৩.২৯	৪-১-১৮	৩-৪-১৮	-০.৯৩
CSDP-II-G-50, Lot-1 কনডাক্টর, ইনসুলেটেড	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৪.৫৬	৭-১২-১৭	১৪.৫৬	১০-৩১-১৭	১০-২৯-১৭	-০.০৬
CSDP-II-G-51, Lot-1 বিতরণ ট্রান্সফরমার	২-১২-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৭৫.৭৩	৮-৮-১৭	৭৫.৭৩	১১-২৭-১৭	৫-২৭-১৮	৬.০০
CSDP-II-G-52, Lot-1 CSDP-II-G-13, Lot-1 সেকশনালাইজিং ডিভাইসেস (ফিউজ কার্টআউট এন্ড সার্জ এরেস্টার)	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৩.৪২	৭-১১-১৭	৩.৪২	১০-৩০-১৭	১০-২৬-১৭	-০.১৩
CSDP-II-G-52, Lot-2 সেকশনালাইজিং ডিভাইসেস (ক্যাপাসিটর)	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৯৯	৭-১০-১৭	০.৯৯	১০-২৯-১৭	১০-২৫-১৭	-০.১৩
CSDP-II-G-52,Lot-3 সেকশনালাইজিং ডিভাইসেস (ফিউস লিংক)	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৪২	৭-১০-১৭	০.৪২	১০-২৯-১৭	৯-২৪-১৭	-০.১৬
CSDP-II-G-53, Lot-1 সিঙ্গেল পেজ ইলেকট্রনিক মিটার	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৫৭	৭-১০-১৭	২.৫৭	১০-২৯-১৭	১০-১৫-১৭	-০.৪৬
CSDP-II-G-54, Lot-1 □ □ □ □ □ □ □ □	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১২.৮৩	৭-২০-১৭	১২.৮৩	১১-৮-১৭	১২-১৩-১৭	১.১৬
CSDP-II-G-55, Lot-1 লাইন হার্ডওয়ার	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৯.৮৯	৭-১১-১৭	৯.৮৯	১০-৩০-১৭	১০-২৮-১৭	-০.০৬

CSDP-II-G-55, Lot-2 লাইন হার্ডওয়ার	২-১৪-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৯.৮১	৭-১০-১৭	৯.৮১	১০-২৯-১৭	১০-২৮-১৭	-০.০৩
CSDP-II-G-56, Lot-1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.০৭	৭-৬-১৭	৪.০৭	১০-২৫-১৭	১২-১৫-১৭	১.৬০
CSDP-II-G-56, Lot-2 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	৭-৬-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.৬৮	৯-২১-১৭	৪.৬৮	১-১০-১৮	৩-৯-১৮	১.৯০
CSDP-II-G-57, Lot-1 গাই এন্ড গ্রাউন্ডিং ওয়্যার	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৪.১২	৭-১০-১৭	৪.১২	১০-২৯-১৭	৯-২০-১৭	-১.৩০
CSDP-II-G-58, Lot-1 ক্রস-আর্ম, স্টীল	৮-২৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	৭.৩৯	১০-১৫-১৭	৭.৩৯	২-৩-১৮	১১-২২-১৭	-২.৯০
CSDP-II-G-59, Lot-1 এ্যাংকর লগ	৩-৮-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	২.৬০	৭-২৫-১৬	২.৬০	১০-২৯-১৭	১০-২৫-১৭	-০.১৩

খ) নতুন উপ-কেন্দ্র নির্মাণ

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		সময় ব্যবধান
							চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২			৩	৪	৫	৬	৭	৮
CSDP-II-SSN-01-01 সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিংএবং কমিশনিং অব ৩৩/১১ কেভি সাব ষ্টেশন (বে-ব্রেকার ও ভূমি উন্নয়নসহ)	১১-১২-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	২৭.৭৬	৬-১৫-১৬	২৭.৭৬	১-৩১-১৮	১-৩১-১৮	০.০০
CSDP-II-SSN-01-02 সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিংএবং কমিশনিং অব ৩৩/১১ কেভি সাব ষ্টেশন (বে-ব্রেকার ও ভূমি উন্নয়নসহ)	৯-২১-১৬	আরটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৯.৯৩	১০-৯-১৭	১৯.৯৩	৬-৩০-১৮	১২-৩০-১৯	১৮.০০
CSDP-II-SSN-01-03 সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিংএবং কমিশনিং অব ৩৩/১১ কেভি সাব ষ্টেশন (বে-ব্রেকার ও ভূমি উন্নয়নসহ)	১২-১৯-১৬	আরটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১৯.০১	৯-৫-১৭	১৯.০১	৬-৩০-১৮	১২-২৯-১৯	১৮.০০
CSDP-II-SSN-01-04 সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিংএবং কমিশনিং অব ৩৩/১১ কেভি সাব ষ্টেশন (বে-ব্রেকার ও ভূমি উন্নয়নসহ)	১২-১৯-১৬	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	১৯.০১	৯-৫-১৭	১৯.০১	৬-৩০-১৮	১২-২৯-১৯	১৮.০০
CSDP-II-SSN-01-05/1 সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিংএবং কমিশনিং অব ৩৩/১১ কেভি সাব ষ্টেশন (বে-ব্রেকার ও ভূমি উন্নয়নসহ)	৫-৪-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	১৯.৩২	১২-২১-১৭	১৯.৩২	৬-৩০-১৮	১২-৩১-১৯	১৮.০৭
CSDP-II-SSN-02-01 সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিংএবং কমিশনিং অব ৩৩/১১ কেভি সাব ষ্টেশন (বে-ব্রেকার ও ভূমি উন্নয়নসহ)	৩-২-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	২০.৪৮	১০-১৫-১৭	২০.৪৮	৬-৩০-১৮	১২-২৯-১৯	১৮.০০
CSDP-II-SSN-02-02 সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিংএবং কমিশনিং অব ৩৩/১১ কেভি সাব ষ্টেশন (বে-ব্রেকার ও ভূমি উন্নয়নসহ)	৩-২-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	২০.৪৮	১০-১৫-১৭	২০.৪৮	৬-৩০-১৮	১২-২৯-১৯	১৮.০০
CSDP-II-SSN-02-03 সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিংএবং কমিশনিং অব ৩৩/১১ কেভি সাব ষ্টেশন (বে-ব্রেকার ও ভূমি উন্নয়নসহ)	৩-২-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	২০.৪৮	১০-১৫-১৭	২০.৪৮	৬-৩০-১৮	১২-২৯-১৯	১৮.০০
CSDP-II-SSN-02-04 সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিংএবং কমিশনিং অব ৩৩/১১ কেভি সাব ষ্টেশন (বে-ব্রেকার ও ভূমি উন্নয়নসহ)	৪-৫-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	১৮.৮৮	১০-৯-১৭	১৮.৮৮	৬-৩০-১৮	১২-৩০-১৯	১৮.০৩
CSDP-II-SSN-02-05 সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিংএবং কমিশনিং অব ৩৩/১১ কেভি সাব ষ্টেশন (বে-ব্রেকার ও ভূমি উন্নয়নসহ)	৪-৫-১৭	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	১৮.৮৮	১০-৯-১৭	১৮.৮৮	৬-৩০-১৮	১২-৩১-১৯	১৮.০৭

গ) উপ-কেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		সময় ব্যবধান
							চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮		
CSDP-II-SSA-০১-০১ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	৮-২৩-১৫	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.২২	১০-২৮-১৫	০.২২	১০-১-১৬	৮-৩১-১৬	-১.০৭
CSDP-II-SSA-০১-০২ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	৮-১৭-১৫	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৮	১০-৬-১৫	০.১৮	৪-৫-১৬	৪-২৫-১৬	০.৬৭
CSDP-II-SSA-০১-০৩ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	১১-৮-১৫	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৯	১-১৩-১৬	০.০৭	৫-১৩-১৬	৪-১৮-১৮	২৩.২০
CSDP-II-SSA-০১-০৪ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	১১-২৪-১৫	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৮	১-২৪-১৬	০.১৮	২-২২-১৬	১২-২৯-১৬	১০.২৭
CSDP-II-SSA-০১-০৫ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	১১-১৩-১৫	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.২২	২-২-১৬	০.২২	৮-২২-১৬	১১-১৩-১৬	২.৭৬
CSDP-II-SSA-০২-০১ পবিস ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	৩-২০-১৭	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.২৩	২-১৪-১৬	০.২৩	৯-২৬-১৬	৫-৩০-১৭	৮.১৬
CSDP-II-SSA-০২-০২ পবিস ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	৫-১২-১৬	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.২০	৩-৮-১৬	০.২০	৯-২৬-১৬	১০-২৯-১৬	১.১৩
CSDP-II-SSA-০২-০৩ পবিস ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	১০-২০-১৬	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.২০	১-১০-১৭	০.২০	৩-১৩-১৭	২-২৮-১৮	১১.৫৩
CSDP-II-SSA-০২-০৪ পবিস ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	৩-২০-১৭	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৫	৫-৩১-১৭	০.১৫	১-২৬-১৮	৩-২০-১৮	১.৭৬
CSDP-II-SSA-০২-০৫ পবিস ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	৩-২০-১৭	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৮	৬-১১-১৭	০.১৮	১২-২৮-১৭	৮-২৯-১৮	৮.০৬
CSDP-II-SSA-০৩-০১ পবিস ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	৩-২০-১৭	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৯	৬-১১-১৭	০.১৯	১২-২৮-১৭	৮-২৯-১৮	৮.০৬
CSDP-II-SSA-০৩-০২ পবিস ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	৩-২০-১৭	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.২৩	৭-৬-১৭	০.২২	১০-২৪-১৭	৪-২১-১৮	৫.৯৬
CSDP-II-SSA-০৩-০৩ পবিস ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	৫-২৪-১৫	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৮	৭-৯-১৭	০.১৮	১২-৪-১৭	২-১৪-১৮	২.৩৬
CSDP-II-SSA-০৩-০৪ পবিস ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	৭-১৮-১৭	আরটিএম/ ওটিএম (এনসিটি)	হোপ	০.১৬	১০-২৪-১৭	০.১৬	৪-২৭-১৮	৪-১০-১৮	-০.৫৬

ঘ) পরামর্শক সেবা

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)	চুক্তির তারিখ	চুক্তিমূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		সময় ব্যবধান
							চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮		
CSDP-II-EC-1 ব্রাহ্মনবাড়িয়া পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	কিউসিবিএস এনসিটি	বোর্ড	১.৩৯	৬-১-১৫	১.২৮	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯	১২.০০
CSDP-II-EC-2 চট্রগ্রাম পবিস-১ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৯৯	৬-১-১৫	০.৯০	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯	১২.০৩
CSDP-II-EC-3 চট্রগ্রাম পবিস-২ পবিস-১ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.০৮	৬-১-১৫	০.৯৮	৬-৩০-১৮	৮-২৭-১৯	১৩.৯৩
CSDP-II-EC-4 চট্রগ্রাম পবিস-৩ পবিস-১ পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৫৪	৬-১-১৫	০.৫০	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯	১২.০৩
CSDP-II-EC-5 কুমিল্লা পবিস-১ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৭১	৬-১-১৫	০.৬৪	৬-৩০-১৮	৬-১২-১৯	১১.৪৩
CSDP-II-EC-6 কুমিল্লা পবিস-২ ও কুমিল্লা পবিস-৪ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৮৮	৬-১-১৫	১.৮৯	৬-৩০-১৮	৯-৩০-১৯	১৫.০৩
CSDP-II-EC-7 কুমিল্লা পবিস-৩ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	০.৭০	৬-১-১৫	০.৬১	৬-৩০-১৮	৬-২৭-১৯	১১.৯৬
CSDP-II-EC-8 চাঁদপুর পবিস-১ চাঁদপুর পবিস-২ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৫৫	৬-১-১৫	১.৫৫	৬-৩০-১৮	৫-২৭-১৯	১০.৯৩
CSDP-II-EC-9 কক্সবাজার পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.১৭	৬-১-১৫	১.১৯	৬-৩০-১৮	৫-১৮-১৯	১০.৬৩
CSDP-II-EC-10 ফেনী পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৬৯	৬-১-১৫	১.৪২	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯	১২.০৩

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)	চুক্তির তারিখ	চুক্তিমূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		সময় ব্যবধান
							চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮		
উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা									
CSDP-II-EC-11 লক্ষীপুর পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.০১	৬-১-১৫	১.০০	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯	১২.০৩
CSDP-II-EC-12 নোয়াখালী পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.২০	৬-১-১৫	১.০৫	৬-৩০-১৮	১-৮-১৯	৬.৩৩
CSDP-II-EC-13 হবিগঞ্জ পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.২০	৬-১-১৫	১.১৮	৬-৩০-১৮	৬-২৬-১৯	১১.৯৩
CSDP-II-EC-14 মৌলভীবাজার পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৩৯	৬-১-১৫	১.৩৯	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯	১২.০৩
CSDP-II-EC-15 সুনামগঞ্জ পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.১৯	৬-১-১৫	১.১২	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯	১২.০৩
CSDP-II-EC-16 সিলেট পবিস-১ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.৩০	৬-১-১৫	১.৩০	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯	১২.০৩
CSDP-II-EC-17 সিলেট পবিস-২ এর ভৌগলিক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন কাজের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন সেবা	৪-৮-১৫	ওটিএম (এনসিটি)	বোর্ড	১.০১	৬-১-১৫	১.০৩	৬-৩০-১৮	৬-৩০-১৯	১২.০৩

৩.২.২ ক্রয় কার্যক্রমের বিশ্লেষণ

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের যন্ত্রপাতি/মালামাল ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক বিডিং পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনা, প্রি-শিপমেন্ট, শিপমেন্ট, পোষ্ট-শিপমেন্ট পরীক্ষা ইত্যাদি পর্যায়ে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা নিচে বর্ণনা করা হল এবং সিপিটিইউ প্রদত্ত ফরমেট অনুসরণপূর্বক কেস স্ট্যাডি পূরণ করা হয়েছে (সংযুক্তি-১০)।

পণ্য ক্রয়ের আওতায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী প্রথমে পাঁচ (৫) সদস্যবিশিষ্ট একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। প্রকল্পে পণ্য ক্রয় কার্যক্রমকে মোট ৬০টি প্যাকেজে বিভক্ত করে ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়। এর মধ্যে জি-৪৯ প্যাকেজটি মূল ডিপিপি থেকেই বাদ দেয়া হয়েছে। প্যাকেজগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন লটে (১২৭টি) বিভক্ত করা হয়েছে। পিপিআর ২০০৮ অনুসরণপূর্বক পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয়ের প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে। কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে

প্যাকেজগুলোকে ১) বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন, ২) নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ; ৩) উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধণ, ইত্যাদি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। সকল ক্রয়সহ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য CPTU এর Format অনুযায়ী ক্রমিক ১-৩১ পর্যন্ত কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পের (১) CSDP-II-G-29, Lot- 1 (Conductor, ACSR, Bare); (২) CSDP-II-G-38, Lot- 1 (Pole, SPC) এবং (৩) CSDP-II-G-32, Lot- 1 (Distribution Transformer)। ৩টি প্যাকেজকে কেস স্ট্যাডি হিসেবে উপস্থাপন করা হল।

৩.২.২.১ প্রকিউরমেন্ট এর কেস স্ট্যাডি (CSDP-II-G-29, Lot- 1 (Conductor, ACSR, Bare)

জি-২৯, লট-১ প্যাকেজের আওতায় (Conductor, ACSR, Bare) প্যাকেজটি আরইবি'র বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে দরপত্র, স্পেসিফিকেশন ও ব্যয় প্রাক্কলন (Cost estimate) প্রস্তুত এবং অনুমোদনের জন্য প্রথমে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। এরপর দরপত্র ও স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতপূর্বক অনাপত্তি গ্রহণ করা হয় এবং বিজ্ঞপ্তির মাধমে দৈনিক ইত্তেফাক ও দি ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস (The Financial Express) পত্রিকায় ৩১/০১/২০১৬ তারিখে দরপত্র প্রকাশ এবং বহুল প্রচারের জন্য সিপিটিইউসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয় একধাপে দুই খাম উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৮/০২/২০১৬ বিকাল ০৫.০০টা এবং দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ছিল ২৯/০২/২০১৬ দুপুর ১২.০০টা।

দরপত্র দলিল ৬টি আগ্রহী প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে দলিলাদি প্রস্তুতপূর্বক সকল প্রতিষ্ঠানই নির্ধারিত ২৯/০২/২০১৬ তারিখের মধ্যে জমা দেয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ১০/০৩/২০১৬ তারিখে। কমিটির যাচাই-বাছাই (সিএস তৈরি করা হয় ১০/০৩/২০১৬ তারিখে) শেষে ৬টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র রেস্পন্সিভ হয় ২২/০৮/২০১৬ তারিখে ঘোষণা দেয়া হয়। অতঃপর ডকুমেন্টের সাথে চাহিত বিভিন্ন সংযুক্তিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রথম স্থান অধিকারী সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করার জন্য ২২/০৮/২০১৬ তারিখে সুপারিশ করে। এরপর এওয়ার্ডপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে ৫৩,৩৫,৫৫,৭৬০.০০ টাকা মূল্যে ১৮/০৯/২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরসহ কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ ০৭/০১/২০১৭ ধার্য্য করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ০৩/০১/২০১৭ তারিখে বিল জমা দেয়ার পর পরীক্ষান্তে ০৪-০১-২০১৭ খ্রি:, ৫,৩৩,৫৫,৫৭৫.৯৯ টাকার বিল প্রদান করা হয়।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রায় ৫.৩৪ কোটি টাকা উর্ধ্বের বিলটি জমা দেয়ার পরের দিনই চেক প্রদান করা হয়েছে। এখানে যাচাই-বাছাই করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেয়া হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আর বিলের সমূদয় অর্থ ছাড় করাই বিলটি যে যাচাই-বাছাই ছাড়াই পরিশোধ করা হয়েছে তা স্পষ্ট হয়েছে। পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে পণ্যগুলোর কোন ত্রুটি ধরা পড়েনি। উল্লেখ্য, ওয়ারেন্টি সময় ইন্সটলেশন থেকে এক বছর ধরা হয়েছিল। আরো একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে, CS তৈরির প্রায় ৫ মাস পর Responsive প্রতিষ্ঠানের তালিকা ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

প্যাকেজের নাম ও নং: CSDP-II-G-29, Lot- 1

নং	বিষয়	বাস্তবায়ন বিবরণ	মন্তব্য
১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	
৩	প্রকল্পের নাম	''পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প''	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম	Conductor, ACSR, Bare	
৫	দরপত্র বিজ্ঞতি প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	দৈনিক ইত্তেফাক ও দি ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস	
৬	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ	৩১-০১-২০১৬ খ্রি:	
৭	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	২৮-০২-২০১৬ খ্রি:, বিকাল ০৫.০০ ঘটিকা	
৮	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	২৯-০২-২০১৬ খ্রি:, দুপুর ১২.০০ ঘটিকা	
৯	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা	০৬ (ছয়) টি ।	
১০	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	২৯-০২-২০১৬ খ্রি:, দুপুর ০২.৩০ ঘটিকা	

১১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	০৬ (ছয়) টি ।	
১২	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	নাই ।	
১৩	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	১০-০৩-২০১৬ খ্রি: ।	
১৪	টিইসি প্রতিবেদন তৈরির তারিখ	১০-০৩-২০১৬ খ্রি: ।	
১৫	টিইসি প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	২২-০৮-২০১৬ খ্রি: ।	
১৬	Notification of Award প্রদানের তারিখ	২২-০৮-২০১৬ খ্রি: ।	
১৭	মোট চুক্তি মূল্য	৫৩,৩৫,৫৫,৭৬০.০০ টাকা ।	
১৮	চুক্তিস্বাক্ষরের তারিখ	১৮-০৯-২০১৬ খ্রি: ।	
১৯	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	১৮-০৯-২০১৬ খ্রি: ।	
২০	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	০৭-০১-২০১৭ খ্রি: ।	
২১	সময় বৃদ্ধি করে থাকলে, কতদিনের এবং কি কারণে	-	
২২	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও বিলের পরিমাণ	০৩-০১-২০১৭ খ্রি:, ৫,৩৩,৫৫,৫৭৫.৯৯ টাকা ।	বিল জমার তারিখ এবংপরিশোধেরে তারিখের ব্যবধান ১দিন
২৩	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ	০৪-০১-২০১৭ খ্রি:, ৫,৩৩,৫৫,৫৭৫.৯৯ টাকা ।	
২৪	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
২৫	মালামালগুলোর গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটে ছিল কি না?	না	
২৬	হয়ে থাকলে কেন?		
২৭	দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কিনা?	না	
২৮	হয়ে থাকলে কেন এবং টাকার পরিমাণ		
২৯	ক্রয়কৃত মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কি?	হ্যাঁ	
৩০	থাকলে কত দিন?	চুক্তির তারিখ হতে এক বছর পর্যন্ত ।	
৩১	ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে মালামাল গুলোর কোন ত্রুটি ধরা পড়েছিল কিনা?	না	

৩.২.২.২ প্রকিউরমেন্ট এর কেস স্টাডি CSDP-II-G-38, Lot- 1 (Pole, SPC)

জি-৩৮, লট-১ (Pole, SPC) প্যাকেজটি আরইবি'র বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে দরপত্র, স্পেসিফিকেশন ও কস্ট এস্টিমেট প্রস্তুত এবং অনুমোদনের জন্য প্রথমে একটি ক্রয় কমিটি গঠন করা হয়। এরপর দরপত্র ও স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতপূর্বক অনাপত্তি গ্রহণ করা হয় এবং বিজ্ঞপ্তির মাধমে দৈনিক ইত্তেফাক ও দি ডেইলী সান পত্রিকায় ১৭/০১/২০১৬ তারিখে দরপত্র প্রকাশ এবং বহুল প্রচারের জন্য সিপিটিইউসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয় একধাপে দুই খাম উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২২/০২/২০১৬ বিকাল ০৫.০০টা এবং দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ছিল ২৩/০২/২০১৬দুপুর ১২.০০টা।

দরপত্র দলিল ৩টি আগ্রহী প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে ডকুমেন্ট প্রস্তুতপূর্বক সকল প্রতিষ্ঠানই নির্ধারিত ২৩/০২/২০১৬ তারিখের মধ্যে জমা দেয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ২৪-০২-২০১৬ খ্রি: ও ২৮-০২-২০১৬ খ্রি:। কমিটির যাচাই-বাছাই শেষে Comparison Statement (CS) তৈরি করা হয় ২৮/০২/২০১৬ তারিখে। কমিটির প্রতিবেদনে ৩টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র রেস্পন্সিভ হয় যা ২২/০৮/২০১৬ তারিখে ঘোষণা দেয়া হয়। অতঃপর ডকুমেন্টের সাথে চাহিত বিভিন্ন সংযুক্তিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রথম স্থান অধিকারী সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করার জন্য ২২/০৮/২০১৬ তারিখে সুপারিশ করে। এরপর এওয়ার্ডপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে ১১১,৫২,৫৩,৯৯২.০০ টাকা মূল্যে ১৮/০৯/২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরসহ কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ ০৪/০২/২০১৭ ধার্য্য করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সকল কার্যক্রম সুষ্টুভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে

২১/১১/২০১৭ তারিখে বিল জমা দেয়ার পর পরীক্ষান্তে ২২/১১/২০১৭ খ্রি:, ১১১,৫২,৫৩,৯৯২.০০ টাকার বিল চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রায় ১১১.৫৩ কোটি টাকার বিলটি জমা দেয়ার পরের দিন প্রদান করা হয়েছে। এখানে যাচাই-বাছাই করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেয়া হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আর বিলের সমূদয় অর্থ ছাড় করাই বিলটি যে যাচাই-বাছাই ছাড়াই পরিশোধ করা হয়েছে তা স্পষ্ট হয়েছে। পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে পণ্যগুলোর কোন ত্রুটি ধরা পড়েনি। উল্লেখ্য, ওয়ারেন্টি সময় ইন্সটলেশন থেকে এক বছর ধরা হয়েছিল। CS তৈরির প্রায় ৫ মাস পর NoA প্রদান করা হয়েছে।

প্যাকেজের নাম ও নং: CSDP-II-G-38, Lot- 1 (Pole, SPC)

নং	বিষয়	বাস্তবায়ন বিবরণ	মন্তব্য
১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	
৩	প্রকল্পের নাম	''পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প''	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম	Pole, SPC	
৫	দরপত্র বিজ্ঞতি প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	দৈনিক ইত্তেফাক ও দি ডেইলী সান	
৬	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ	১৭-০১-২০১৬ খ্রি:	
৭	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	২২-০২-২০১৬ খ্রি:, বিকাল ০৫.০০ ঘটিকা	
৮	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	২৩-০২-২০১৬ খ্রি:, দুপুর ১২.০০ ঘটিকা	
৯	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা	০৩ (তিন) টি ।	
১০	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	২৩-০২-২০১৬ খ্রি:, দুপুর ০২.৩০ ঘটিকা	
১১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	০৩ (তিন) টি ।	
১২	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	নাই ।	
১৩	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	২৪-০২-২০১৬ খ্রি: ও ২৮-০২-২০১৬ খ্রি: ।	
১৪	টিইসি প্রতিবেদন তৈরির তারিখ	২৮-০২-২০১৬ খ্রি: ।	
১৫	টিইসি প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	২২-০৮-২০১৬ খ্রি: ।	
১৬	Notification of Award প্রদানের তারিখ	২২-০৮-২০১৬ খ্রি: ।	
১৭	মোট চুক্তি মূল্য	১১১,৫২,৫৩,৯৯২.০০ টাকা ।	
১৮	চুক্তিস্বাক্ষরের তারিখ	১৮-০৯-২০১৬ খ্রি: ।	
১৯	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	১৮-০৯-২০১৬ খ্রি: ।	
২০	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	০৪-০২-২০১৭ খ্রি: ।	
২১	সময় বৃদ্ধি করে থাকলে, কতদিনের এবং কি কারণে	-	
২২	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও বিলের পরিমাণ	২১-১১-২০১৭ খ্রি:, ১১,১৫,২৫,৩৯৯.২০ টাকা ।	কার্য সমাপ্তির তারিখ থেকে বিল জমা দেয়ার তারিখ হচ্ছে ৯ মাস ১৭ দিন
২৩	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ	২২-১১-২০১৭ খ্রি:, ৬,১০,৬২,১২০.২০ টাকা ।	
২৪	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
২৫	মালামালগুলোর গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটে ছিল কি না?	না	
২৬	হয়ে থাকলে কেন?		
২৭	দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কিনা?	না	
২৮	হয়ে থাকলে কেন এবং টাকার পরিমাণ		

২৯	ক্রয়কৃত মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কি?	হ্যাঁ	
৩০	থাকলে কত দিন?	চুক্তির তারিখ হতে এক বছর পর্যন্ত ।	
৩১	ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে মালামাল গুলোর কোন ত্রুটি ধরা পড়েছিল কিনা?	না	

৩.২.২.৩ প্রকিউরমেন্ট এর কেস স্টাডিঃ CSDP-II-G-32, Lot- 1 (Distribution Transformer)

জি-৩২, লট-১ (Distribution Transformer) প্যাকেজটি আরইবি'র বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে দরপত্র, স্পেসিফিকেশন ও কস্ট এস্টিমেট প্রস্তুত এবং অনুমোদনের জন্য প্রথমে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। এরপর দরপত্র ও স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতপূর্বক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দৈনিক ইত্তেফাক ও দি ডেইলী সান পত্রিকায় ১৭/০১/২০১৬ তারিখে দরপত্র প্রকাশ এবং বহুল প্রচারের জন্য সিপিটিইউসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয় একধাপ দুই খাম উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২২/০২/২০১৬ বিকাল ০৫.০০টা এবং দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ছিল ২৩/০২/২০১৬ দুপুর ১২.০০টা।

দরপত্র দলিল ২টি আগ্রহী প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে ডকুমেন্ট প্রস্তুতপূর্বক সকল প্রতিষ্ঠানই নির্ধারিত ২৩/০২/২০১৬ তারিখের মধ্যে দরপত্র জমা দেয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ২৪-০২-২০১৬ খ্রি: ও ২৮-০২-২০১৬ খ্রি:। কমিটির যাচাই-বাছাই (সিএস তৈরি করা হয় ২৮/০২/২০১৬ তারিখে) শেষে ২টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র রেসপন্সিভ হয় যা ২২/০৮/২০১৬ তারিখে ঘোষণা দেয়া হয়। অতঃপর ডকুমেন্টের সাথে চাহিত বিভিন্ন সংযুক্তিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রথম স্থান অধিকারী সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করার জন্য ২২/০৮/২০১৬ তারিখে সুপারিশ করে। এরপর এওয়ার্ডপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে ৯,৩৩,৬৪,৫০০.০০ টাকা মূল্যে ১৮/০৯/২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরসহ কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করার তারিখ ২১/০১/২০১৭ ধার্য্য করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সকল কার্যক্রম সুষ্টুভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে ২৮/১২/২০১৭ খ্রি: ৯,৩৩,৬৪,৫০০.০০ টাকার বিল জমা দেয়া হয়। উক্ত বিল জমা দেয়ার পর পরীক্ষান্তে ২৯/১২/২০১৭ খ্রি:, ৯,৩৩,৬৪,৫০০.০০ টাকার বিল চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৯ কোটি টাকা উর্দ্ধের বিলটি জমা দেয়ার পরের দিন চেক প্রদান করা হয়েছে। এখানে যাচাই-বাছাই করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেয়া হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আর বিলের সমূদয় অর্থ ছাড় করাই বিলটি যে যাচাই-বাছাই ছাড়াই পরিশোধ করা হয়েছে তা স্পষ্ট হয়েছে। পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে পণ্যগুলোর কোন ত্রুটি ধরা পড়েনি। উল্লেখ্য, ওয়ারেন্টি সময় ইন্সটলেশন থেকে এক বছর ধরা হয়েছিল। কাজ সমাপ্ত করার নির্ধারিত তারিখের ১১ মাসেরও বেশী সময় পরে বিল জমা দেয়া হয়েছে এবং সিএস তৈরির প্রায় ৫ মাস পর NoA দেয়া হয়েছে।

প্যাকেজের নাম ও নং: CSDP-II-G-32, Lot- 1 (Distribution Transformer)

নং	বিষয়	বাস্তবায়ন বিবরণ	মন্তব্য
১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	
৩	প্রকল্পের নাম	''পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প''	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম	Distribution Transformer	
৫	দরপত্র বিজ্ঞতি প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	দৈনিক ইত্তেফাক ও দি ডেইলী সান	
৬	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ	১৭-০১-২০১৬ খ্রি:	
৭	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	২২-০২-২০১৬ খ্রি:, বিকাল ০৫.০০ ঘটিকা	
৮	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	২৩-০২-২০১৬ খ্রি:, দুপুর ১২.০০ ঘটিকা	
৯	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা	০২ (দুই) টি ।	
১০	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	২৩-০২-২০১৬ খ্রি:, দুপুর ০২.৩০ ঘটিকা	

১১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	০২ (দুই) টি ।	
১২	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	নাই ।	
১৩	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	২৪-০২-২০১৬ খ্রি: ও ২৮-০২-২০১৬ খ্রি: ।	
১৪	টিইসি প্রতিবেদন তৈরির তারিখ	২৮-০২-২০১৬ খ্রি: ।	
১৫	টিইসি প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	২২-০৮-২০১৬ খ্রি: ।	
১৬	Notification of Award প্রদানের তারিখ	২২-০৮-২০১৬ খ্রি: ।	
১৭	মোট চুক্তি মূল্য	৯৩,৩৬,৪৫,০০০.০০ টাকা ।	
১৮	টিইসি প্রতিবেদন	১৮-০৯-২০১৬ খ্রি: ।	
১৯	টিইসি প্রতিবেদন	১৮-০৯-২০১৬ খ্রি: ।	
২০	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	২১-০১-২০১৭ খ্রি: ।	
২১	সময় বৃদ্ধি করে থাকলে, কতদিনের এবং কি কারণে	-	
২২	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও বিলের পরিমাণ	২৮-১২-২০১৭ খ্রি:, ৯,৩৩,৬৪,৫০০.০০ টাকা ।	
২৩	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ	২৯-১২-২০১৭ খ্রি:, ৯,৩৩,৬৪,৫০০.০০ টাকা ।	
২৪	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
২৫	মালামালগুলোর গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটে ছিল কি না?	না	
২৬	হয়ে থাকলে কেন?		
২৭	দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কিনা?	না	
২৮	হয়ে থাকলে কেন এবং টাকার পরিমাণ		
২৯	ক্রয়কৃত মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কি?	হ্যাঁ	
৩০	থাকলে কত দিন?	চুক্তির তারিখ হতে এক বছর পর্যন্ত ।	
৩১	ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে মালামাল গুলোর কোন ত্রুটি ধরা পড়েছিল কিনা?	না	

৩.২.৩ মালামালের ইনভেন্টরি

প্রত্যেকটি প্রকল্পের আর্থিক বাজেটের বড় অংশ বরাদ্দ থাকে মালামাল ক্রয়ের জন্য। আলোচ্য প্রকল্পেরও বড় অংশ ছিল মালামাল ক্রয়ে। ভবিষ্যতে উক্ত মালামালের সঠিক ব্যবহার করার জন্য একটি উপযুক্ত ইনভেন্টরি করার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন অডিট নিস্পত্তিকালে মালামালের ইনভেন্টরি প্রয়োজন হয়। এ প্রকল্পের একটি অনুমোদিত ইনভেন্টরি প্রস্তুত করা হয়েছিল, যা সংযুক্তি-১ এ দেখানো হয়েছে।

৩.২.৪ টার্ণ-কী ভিত্তিতে ৩৩/১১ কেভি নতুন উপকেন্দ্র

প্রকল্পের আওতায় টার্ণ-কী ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে ৩১টি ৩৩/১১ কেভি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পবিস ১টি, চট্টগ্রাম পবিস-১ ১টি, চট্টগ্রাম পবিস-২ ৩টি, চট্টগ্রাম পবিস-৩ ১টি, কুমিল্লা পবিস-১ ১টি, কুমিল্লা পবিস-২ ২টি, কুমিল্লা পবিস-৩ ৩টি, চাঁদপুর পবিস-২ ২টি, কক্সবাজার পবিস ২টি, ফেনী পবিস ২টি, লক্ষ্মীপুর পবিস ২টি, নোয়াখালী পবিস ২টি, হবিগঞ্জ পবিস ২টি,মৌলভীবাজার পবিস ২টি,সুনামগঞ্জ পবিস ১টি, সিলেট পবিস-১ ২টি এবং সিলেট পবিস-২ ১টি। সিলেট পবিস-১ ১টি, সিলেট পবিস-২ ১টি, মৌলভীবাজার পবিস- ১টি, হবিগঞ্জ পবিস ২টি। সবকটি উপকেন্দ্র চালু অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

প্রকল্প ছক অনুসারে ১০২১০কি.মি. নতুন বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন; ৪৫০ কি.মি. বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনের আপগ্রেডেশন/রেনোভেশন; ৩১টি নতুন ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ; ১৪টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন এবং ৪.৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়। পর্যালোচনায়

দেখা যায়, লক্ষ্যমতে ৪.৫০ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগ দেওয়ার সংস্থান থাকলেও বাস্তবে ৪.৭০ লক্ষ গ্রাহককে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে অর্থাৎ ৪.৪৪% আরও অতিরিক্ত সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রাহক সংযোগে প্রকল্পটির অর্জন হয়েছে ১০৪% এর বেশী।

৩.২.৫ গুণগত মান যাচাই

আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৩ ধরণের ইন্সপেকশন করা হয়। যথা- (১) Pre-shipment Inspection (PSI), (২) Post-Landing Inspection এবং (৩) Wirehouse Inspection। এ ব্যাপারে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান বিষয়ে অভিজ্ঞ একজনসহ এক/একাধিক ইন্সপেকশন কমিটি গঠন করেন। রপ্তানিকারক দেশ মালামাল শিপমেন্টের জন্য প্যাকিং করার পূর্বে ইন্সপেকশন কমিটিকে দিয়ে গুণগতমান পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। এরপর দেশে জাহাজ পৌঁছানোর পর থেকে মালামাল খালাশ করে ওয়ারহাউজে প্রবেশের পূর্বে আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর ওয়ারহাউজে প্রবেশের পূর্বে আবার পরীক্ষাকরতঃ মালামাল ওয়ারহাউজে গুদামজাত করা হয়। উপর্যুক্ত ধাপগুলোর প্রত্যেকটি ধাপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষানিরীক্ষাপূর্বক মালামাল ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান থেকে বুঝে নেয়া হয়েছে (সংযুক্তিতে দেয়া হয়েছে-)।

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর থেকে প্রকল্পের বিভিন্ন সাইট পরিদর্শন করে, প্রকল্প পরিচালক ও সাইট ইঞ্জিনিয়ারদের তথ্যের ভিত্তিতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কোন দেশের তৈরি এবং প্রচলিত নিয়মে গুণগতমান যাচাইসহ ধাপে ধাপে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এক একটি স্তর অতিক্রম করেছে।

৩.২.৫.১ প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন (Pre-shipment Inspection) এবং Post Landing Inspection (PLI)

প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ৮৫টি প্যাকেজকে ১২৭টি লটের আওতায় টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। তন্মধ্যে CSDP-II-SSN-01 এবং Sub_pkg: CSDP-II-SSN-01-01 লট ২টির মাধ্যমে ৮টি 33kV Vacuum Circuit Breaker (VCB) ইন্ডিয়া থেকে ক্রয় করা হয়েছে। এজন্য বিআরইবি'র পরিদর্শন টীম ১৪-১১-২০১৬ থেকে ১৬-১১-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ইন্ডিয়ার ABB প্রতিষ্ঠানে উক্ত মালামাল পরিদর্শনপূর্বক পিএসআই প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনটি সন্তোষজনক পাওয়ায় মালামাল জাহাজায়নের ছাড়পত্র প্রদান করে এবং পোষ্ট ল্যান্ডিং (PLI) টেস্ট ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় সাপেক্ষে ৮টি 33kV VCB উপকেন্দ্রে স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় (সংযুক্তি-২)।

CSDP-II-SSN-01 **এবং** Sub_pkg: CSDP-II-SSN-01-01 **লট ২টির আওতায়** 11 kV, 1C X 500mm2 XPLE Copper Wire Screen PVC sheath Cable and 15 kV, 3C x 185 mm2 XPLE Copper Tape Screen PVC Sheath Cable **এর** PSI **এবং** PLI **পরিদর্শন**

বাপবিবোর্ড কর্তৃক গঠিত প্রাক-জাহাজায়ন পরিদর্শন টীম গত ১৪.১২.২০১৬ থেকে ১৮.১২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত উপরোক্ত মালামাল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান Zhengzhou Yifang Cable Co. Ltd., China এর ফ্যাক্টরী পরিদর্শনপূর্বক ছাড়পত্র প্রদান করে এবং পোষ্ট-ল্যান্ডিং পরিদর্শনের ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া সাপেক্ষে মালামালগুলো উপকেন্দ্রে স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করে (সংযুক্তি-৩)।

ব্যাটারী ও ব্যাটারী চার্জার এর প্রাক-জাহাজায়ন এবং পোষ্ট-ল্যান্ডিং পরিদর্শন

বাপবিবোর্ড কর্তৃক গঠিত প্রাক-জাহাজায়ন পরিদর্শন টীম গত ০৪.০৬.২০১৮ থেকে ০৬.০৬.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ১৮ (আঠার) সেট ব্যাটারী ও ব্যাটারী চার্জারসমূহের প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান M/S Siemens Ltd., Maharastra, India এর ফ্যাক্টরী পরিদর্শনপূর্বক PSI ছাড়পত্র প্রদান করে এবং পোষ্ট-ল্যান্ডিং পরিদর্শনের ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া সাপেক্ষে মালামালগুলো উপকেন্দ্রে স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করে (সংযুক্তি-৪)।

11 kV Switchgear, 33kV OVCB & 33 kV CRP এর প্রাক-জাহাজায়ন এবং পোষ্ট-ল্যান্ডিং পরিদর্শন

বাপবিবোর্ড কর্তৃক গঠিত প্রাক-জাহাজায়ন পরিদর্শন টীম গত ২৩.০৬.২০১৮ থেকে ২৭.০৬.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৯ সেট 11 kV Switchgear, **১৮টি** 33kV OVCB & **১৮টি** 33 kV CRP এর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান HBL Systems Limited, Hydrabad, India এর ফ্যাক্টরী পরিদর্শনপূর্বক PSI ছাড়পত্র প্রদান করে এবং পোষ্ট-ল্যান্ডিং পরিদর্শনের ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া সাপেক্ষে মালামালগুলো উপকেন্দ্রে স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করে (সংযুক্তি-৫)।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, যে প্যাকেজ বা লটের মালামালের উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বাইরে এবং ওয়্যারহাউজ পর্যন্ত পৌঁছতে জাহাজায়নের প্রয়োজন হয়েছে, ঐ মালামালের ক্ষেত্রে বাপবিবোর্ড কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন টীম দ্বারা PSI এবং PLI করানোর পর উপকেন্দ্রসমূহে স্থাপনের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

৩.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

৩.৩.১ লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট অর্জন ও প্রভাব পর্যালোচনা

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটপুট কতটুকু অর্জিত হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী কি প্রভাব পড়েছে তা সমীক্ষাকালীন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে। নিচে লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের অর্জন ও প্রভাব সম্পর্কিত ফলাফল দেয়া হলো-

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(Narrative Summary)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(Objectively Verifiable Indicators)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(Means of Verification)**	ফলাফল **(Outcome)**
লক্ষ্য (Goal) পল্লী এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জীবন যাত্রার মান এবং দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা	প্রকল্প এলাকার প্রায় ২২.৫০ লক্ষ জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখা।	জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো	প্রকল্পের সফল সমাপ্তির মাধ্যমে ২২.৫০ লক্ষ জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রেখেছে।
উদ্দেশ্য (Purpose) অর্থনৈতিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।	জুন ২০১৯ এর মধ্যে ৪.৫০ লক্ষ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।	প্রকল্প দপ্তর, বিআরইবি, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং আইএমইডি'র প্রতিবেদন	৪.৫০ লক্ষ সহ আরও ২০ হজার বিদ্যুৎ সংযোগ বেশি প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় প্রতিটি পরিবারের আর্থিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত খানার বার্ষিক সঞ্চয় ২৬৭০২ টাকা, যা কন্ট্রোল এলাকায় ২০৯৮৩ টাকা অর্থাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত খানার বার্ষিক সঞ্চয় ৫৭১৯ টাকা যা শতকরা ২৭ ভাগ বেশী। এছাড়া, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, হাট-বাজারের উন্নতি হয়েছে, স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, চিকিৎসা সেবার (বিশেষ করে অনেক রাত পর্যন্ত ফার্মেসীগুলো ঔষধ বিক্রয় করতে পারছে) সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, ধান/গম/মসলা ভাঙ্গানোরকল স্থাপন করা হয়েছে, এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে।
আউটপুট (Output) (ক) নতুন বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন নির্মাণ (৩৩ কেভি ও নিম্নতর ভোল্টেজ) (খ) ৩৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ/রেনোভেশন/ ক্ষমতাবর্ধন (গ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ/ ক্ষমতাবর্ধন	(ক) জুন ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্প এলাকায় ১০২১০ কিঃমিঃ নতুন বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন নির্মিত। (খ) জুন ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্প এলাকায় ৪৫০ কিঃমিঃ বৈদ্যুতিক লাইনের ক্ষমতাবর্ধন কাজ সম্পাদিত। (গ) ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্প এলাকায় ৩১টি (৩১০ এমভিএ) নতুন ৩৩/১১ কেভি বিদ্যমান ১৪টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ১৪০ এমভিএ ক্ষমতা বর্ধিত।	প্রকল্প দপ্তর, বিআরইবি, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং আইএমইডি'র প্রতিবেদন	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম যথাক্রমে ১০৬৬০ কিমি বিতরণ লাইন এবং প্রকল্প এলাকায় ৩১টি (৩১০ এমভিএ) নতুন ৩৩/১১ কেভি, বিদ্যমান ১৪টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ১৪০ এমভিএ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শতভাগ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।

৩.৩.২ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রভাব পর্যালোচনা

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'তে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী কী কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে তার সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশক উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রভাব (Impact) বর্ণনা করা হলো-

পরিবেশের উপর প্রভাব (ভূমি, পানি, বায়ু ইত্যাদি): প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ তথা ভূমি, পানি, বায়ু ইত্যাদির উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব প্রতীয়মান হয়নি। উপরন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় কেরোসিনের ব্যবহার কমায় বায়ু দূষণ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, এ প্রকল্পের ফলে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, হালকা শিল্প, বাণিজ্য এবং পরিষেবা সরবরাহের জন্য বিকল্প শক্তির উৎস হিসাবে ডিজেলের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে এবং এনার্জি সেভিং ও পরিবেশ বান্ধব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে সম্ভাব্যভাবে শক্তি (Energy) বৃদ্ধি হয়েছে এবং কার্বন নিঃসরণ বন্ধ করতে এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং (Warming) এ অবদান হ্রাসে ভূমিকা পালনের সুযোগ তৈরি করেছে।

নারী ও শিশুদের উন্নয়নের ওপর প্রভাব: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় নারী ও শিশুদের উপর ইতিবাচক প্রভাব প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্প এলাকার যে সমস্ত নারী পূর্বে শুধু মাত্র গৃহিণির কাজ করতেন তারা বর্তমানে বিভিন্ন পেশায় (ইলেক্ট্রিক সেলাই মেশিন ব্যবহার, বিউটিফিকেশন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি) কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে তাদের আয় বৃদ্ধি হয়েছে এবং পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এছাড়া ঘরে থাকা শিশুদের টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা শিশুর মেধা বিকাশে সহায়তা করছে এবং ছেলে-মেয়েরা রাতে পূর্বের তুলনায় অধিক সময় লেখাপড়া করতে পারছে।

কৃষি ক্ষেত্রে প্রভাব: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় সেচ প্রদানকারী কৃষকদের কৃষি জমিতে বিদ্যুতায়িত পাম্প দ্বারা সেচ দেওয়া হয়। প্রতি শতক জমিতে বিদ্যুৎ চালিত পাম্পে গড় খরচ হয় ৮৩/-টাকা, সেখানে কন্ট্রোল এলাকায় প্রতি শতক জমিতে গড় সেচ খরচ হয় ১৪৩/-টাকা অর্থাৎ ৬০/-টাকা বেশী খরচ হয়। বিদ্যুতায়িত পাম্প ব্যবহার করে কৃষকের সেচ খরচ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমেছে, ফলে তাঁরা লাভবান হচ্ছেন। এছাড়াও, শাক-সবজি চাষ, গরু/ছাগলের খামার, পোল্ট্রির খামার, মৎস্য চাষ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত প্রতিটি পরিবারের আর্থিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত খানার বাৎসরিক সঞ্চয় ২৬৭০২ টাকা, যা কন্ট্রোল এলাকায় ২০৯৮৩ টাকা অর্থাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত খানার বাৎসরিক সঞ্চয় ৫৭১৯ টাকা যা শতকরা ২৭ ভাগ বেশী। এছাড়া, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে (৮৩%), হাট-বাজারের উন্নতি হয়েছে (৭৫.৬%), স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৭৫.৫%), চিকিৎসা সেবার (বিশেষ করে অনেক রাত পর্যন্ত ফার্মেসীগুলো ঔষধ বিক্রয় করতে পারছে) সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে (৭৪.৭%), কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৭০.৫%), স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (৬৬%), এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে (৫০.৮%)। অর্থাৎ, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যা এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রসারে প্রভাব: প্রকল্পটি দেশের চট্রগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে অবদান রেখেছে। প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে, ছোট-বড় ফ্যাক্টরিসহ সার ও কীটনাশকের দোকান, ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকান, হার্ডওয়ারের দোকান, ফার্নিচারের দোকান, গ্লাস হাউস, বইয়ের দোকান, টিনের/নির্মাণ সামগ্রীর দোকান ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এছাড়াও রাইস মিল, হলুদ, মরিচ ভাঙ্গানো মিল স্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় প্রভাব: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় উন্নতি হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ৯৮% এর মতে ছেলে মেয়েরা এখন বেশী সময় পড়াশুনা করতে পারে। এছাড়া, ৮৫% এর মতে চিকিৎসা সেবার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ছেলে-মেয়েরা সরাসরি ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ করতে পারছে যার ফলে বহিঃবিশ্বের সাথে তাল মিলেয়ে লেখাপড়ায় এগিয়ে যাচ্ছে। অনলাইনে গ্রাম থেকেই ভর্তি পরিক্ষার আবেদন করতে পারছে, পরীক্ষার রুটিন ও ফলাফল পাচ্ছে এবং বিদেশে লেখাপড়ার জন্য যোগাযোগ করতে পারছে।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ১৯টি পিবিএস এ ১০২১০কি.মি. নতুন বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন; ৪৫০ কি.মি. বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনের আপগ্রেডেশন/রেনোভেশন; ৩১টি নতুন ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ; ১৪টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন এবং ৪.৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়।

প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য এবং পিবিএসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার অর্জন পর্যালোচনা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	ক্রমিক নং	পিবিএস এর নাম	কার্যক্রমসমূহ			অর্জন (গ্রাহক সংখ্যা)
			বৈদ্যুতিক লাইন কিঃমিঃ	নতুন উপকেন্দ্র	নতুন উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন	
পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন এবং প্রধান কাজ ছিল: ➢ ১০২১০কি.মি. নতুন বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন; ➢ ৩১টি নতুন ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ; ➢ ১৪টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন ➢ ৪.৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদান	১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭২৫	১টি	-	৩৪৫২৭
	২	চট্টগ্রাম পবিস-১	৪৯০	১টি	-	১৯৮৮২
	৩	চট্টগ্রাম পবিস-২	৫৭০	৩টি	-	১৪৫৩৪
	৪	চট্টগ্রাম পবিস-৩	৩৩৫	১টি	-	১৩৭০৮
	৫	কুমিল্লা পবিস-১	৩৫৩	৩টি	১টি	২৬৮০৯
	৬	কুমিল্লা পবিস-২	৫২১	২টি	-	২৩৫৫৫
	৭	কুমিল্লা পবিস-৩	৩৪৬	৩টি	-	২২৮০৪
	৮	কুমিল্লা পবিস-৪	৫৫২	-	-	২৪২৫২
	৯	চাঁদপুর পবিস-১	৩০০	-	২টি	১৮২৪০
	১০	চাঁদপুর পবিস-২	৫৭৫	২টি	-	৩২১৭৭
	১১	কক্সবাজার পবিস	৬৪৭	২টি	-	২২৫১৭
	১২	ফেনী পবিস	৮৫৫	২টি,	২টি	৩২৫৫৮
	১৩	লক্ষ্মীপুর পবিস	৪৯৯	২টি	২টি	১১৫২৭
	১৪	নোয়াখালী পবিস	৫৯৬	২টি	২টি	৩৬০০০
	১৫	হবিগঞ্জ পবিস	৬৩৫	২টি	২টি	৩১৫৭২
	১৬	মৌলভীবাজার পবিস	৭৭৫	২টি	-	৩১৬৯৩
	১৭	সুনামগঞ্জ পবিস	৫৯০	১টি	১টি	২৬০৮৩
	১৮	সিলেট পবিস-১	৭৫৫	২টি	২টি	২৮৩৭৪
	১৯	সিলেট পবিস-২	৫৪১	১টি	-	১৯৯৭৪
		মোট	**১০৬৬০**	**৩১টি**	**১৪টি**	**৪৭০৭৮৬**
		অগ্রগতির শতকরা হার	**১০০%**	**১০০%**	**১০০%**	**১০৪%**

পর্যালোচনা: উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, ১০৬৬০কি.মি. নতুন বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন; ৩১টি নতুন ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ; ১৪টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন এবং ৪.৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদানে প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা

সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ক পরিপত্র, ২০১৬ মোতাবেক ৫০.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পটি শুরু হয় জুলাই ২০১৪ থেকে যার কারণে উক্ত সময়ে বাধ্যবাধকতা না থাকায় প্রকল্পের আওতায় Feasibility Study করা হয়নি। Feasibility Study না করায় প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সঞ্চালন লাইনের অবস্থা, সাব-স্টেশনের ক্যাপাসিটি, পাওয়ার লস এর অবস্থা, গ্রিড থেকে পিবিএস এর দূরত্ব, চট্রগ্রাম-সিলেট বিভাগের বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সঞ্চালন লাইনের রুট ম্যাপ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়নি। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে Feasibility Study করা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

এ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন সার্ভেও করা হয়নি। বেইজলাইন সার্ভ না থাকার কারণে প্রকল্প এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। যার কারণে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় কন্ট্রোল গ্রুপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন সার্ভে করা প্রয়োজন।

৩.৪.১ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাত্র ২(দুই) জন কর্মকর্তা পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মন্তব্য
জনাব কুমার চন্দ্র মন্ডল	✓	-	২৩-০৭-২০১৪	২০-০৩-১৭	২ বৎসর ৮ মাস
জনাব, মোঃ আবুল কাসেম সরদার	✓	-	২১-০৩-১৭	৩১-১২-১৯	২ বৎসর ১০ মাস

৩.৪.২ প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় মোট ৭০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে ২৭ জন কর্মকর্তা এবং ৪৩ জন কর্মচারীর সংস্থান রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রকল্প অফিসে ২৪ জন এবং দুই বিভাগীয় অফিসে ২৩ জন করে মোট ৪৬ জন কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু বিভাগীয় অফিসে লাইন নির্মাণ পরিদর্শকের ৬ জন করে মোট ১২ জনের সরাসরি নিয়োগের সংস্থান থাকলেও নিয়োগ দেয়া হয়নি। বিস্তারিত নিচে দেয়া হল।

প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা

ক্রমিক নং	প্রকল্প অফিস	নিয়োগের ধরন	সংখ্যা	বিভাগীয় অফিস (চট্টগ্রাম)	বিভাগীয় অফিস (সিলেট)	মন্তব্য
				নির্বাহী প্রকৌশলী-এ	নির্বাহী প্রকৌশলী-বি	
১.	প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প্রেষণে	০১	-	-	
২.	উপ-পরিচালক (কারিগরী)	প্রেষণে	০১	-	-	
৩.	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	প্রেষণে	০১	-	-	
৪.	উপ-পরিচালক (অর্থ)	প্রেষণে	০১	-	-	
৫.	সহকারী প্রকৌশলী	প্রেষণে	০২	০২	০২	
৬.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সরাসরি	-	০৬	০৬	
৭.	লাইন নির্মাণ পরিদর্শক	সরাসরি		০৬	০৬	নিয়োগ দেয়া হয়নি
৮.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	প্রেষণে	০১	-	-	
৯.	সহকারী পরিচালক (অর্থ)	প্রেষণে	০১	-	-	
১০.	হিসাব রক্ষক	প্রেষণে	০১	-	-	
১১.	সহকারী হিসাবরক্ষক	প্রেষণে	০১	-	-	
১২.	ষ্টোরকীপার	সরাসরি	০১	-	-	
১৩.	অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	সরাসরি	০৪	০৩	০৩	
১৪.	গাড়ীচালক	আউটসোসিং	০২	০১	০১	
১৫.	পিয়ন কাম ম্যাসেঞ্জার	আউটসোসিং	০৩	০১	০১	
১৬.	নিরাপত্তা প্রহরী	আউটসোসিং	০১	০২	০২	
১৭.	পরিচ্ছতা কর্মী	আউটসোসিং	০৩	০১	০১	
	মোট		২৪	২৩	২৩	

৩.৪.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC)

ডিপিপি প্রণয়নের সময় সঠিকভাবে সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২টি কমিটি গঠন করা হয়। (১) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) এবং (২) প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC)। আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ১১ সদস্যবিশিষ্ট এবং স্টিয়ারিং কমিটি ১৩ সদস্যবিশিষ্ট গঠন করা হয়। সেই সাথে উক্ত কমিটি ২টির জন্য কর্মপরিধিও নির্ধারণ করা রয়েছে। পিআইসি কমিটির সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরইবি এবং পিএসসি কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন

করেছেন সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ। এ কমিটির কর্মপরিধির প্রধান কাজ হল প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।

৩.৪.৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC)

বিআরইবি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে পরিচালিত কমিটির প্রধান কাজ হল প্রকল্প বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া যেন প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। সূত্রমতে প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর কমপক্ষে একবার করে সভা করার কথা থাকলেও এ প্রকল্পের শুরু থেকে ২৪ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত মাত্র ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৮ম সভায় প্রকল্প পরিচালক সভাকে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮৬% হয়েছে মর্মে অবহিত করেন। আলোচনায় পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিগণের ৩১টি উপকেন্দ্রের নির্মাণ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে ৮২% অগ্রগতি হয়েছে বলে জানানো হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ এ শেষ হওয়ার কথা অথচ অক্টোবর মাসের ২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উল্লিখিত অগ্রগতি জানানো হয়, যা যথাসময়ে প্রকল্প শেষ করতে কোনভাবেই সম্ভব নয়। উক্ত সভার ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপঃ

নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	কাজের মান বজায় রেখে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্পের ভৌত কাজের পরিদর্শন জোরদার করতে হবে;	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভৌত কাজের পরিদর্শন জোরদার করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় যথা সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
২	সকল উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ শেষে কার্যাদেশের চূড়ান্ত বিল নিষ্পত্তিকরণসহ সকল আনুষঙ্গিক কার্যাদি জরুরিভিত্তিতে সম্পাদন করতে হবে;	চূড়ান্ত বিল যাচাই বাছাইয়ের পরে চুক্তির সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
৩	প্রকল্পের অনুমোদিত সকল অঙ্গের ব্যয় শতভাগ সম্পন্ন করে প্রকল্পের সময়ের মধ্যে (ডিসেম্বর ২০১৯) প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্পের অনুমোদিত আর্থিক ১০২৯.৪৪ লক্ষ টাকা কম ব্যয়ে প্রকল্পটির সকল অঙ্গের শতভাগ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য ৪ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রাহক সংযোগের পরিবর্তে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার গ্রাহক সংযোগ দেয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৫ বছর ৬ মাস প্রকল্প মেয়াদে কমপক্ষে ২২টি সভা করার সুযোগ থাকলেও সভা করা সম্ভব হয়েছে মাত্র ৮টি। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত/দিকনির্দেশনার অভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সময়মত সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে এধরণের প্রকল্পের কমিটির কার্যক্রম বিশেষ করে নিয়মিত সভা যাতে করা যায় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন হবে।

৩.৪.৫ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC)

ডিপিপি প্রণয়নের সময় একটি ১৩ সদস্যের স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয় যাঁদের পদবীসহ মন্ত্রণালয়ের নাম এবং কর্মপরিধি উল্লেখ করা আছে। উক্ত কমিটির প্রধান কাজ হল প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্প পরিচালককে সে মোতাবেক বাস্তবায়নের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করা এবং পলিসি নির্ধারণে গাইডলাইন দেয়া। এ কমিটি প্রকল্পের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ৩১/০৩/২০১৯ তারিখে সর্বশেষ ৭ম সভা করেছে। উক্ত সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ৩১টি উপকেন্দ্রের অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি করা। ৭ম সভার সিদ্ধান্তসমুহ ছিল নিম্নরূপঃ

১) প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ সংশোধিত ডিপিপি'র অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২) প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত নির্মাণাধীন উপকেন্দ্রসমূহ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৩) প্রকল্পের উপকেন্দ্রসমূহ নির্মাণের জন্য একটি টাইম লাইন নির্ধারণপূর্বক সে অনুযায়ী একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৫ বছর ৬ মাস প্রকল্প মেয়াদে কমপক্ষে ২২টি সভা করার সুযোগ থাকলেও সভা করা সম্ভব হয়েছে মাত্র ৭টি। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত/দিকনির্দেশনার অভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সময়মত সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। ভবিষ্যতে এধরণের প্রকল্পের কমিটির কার্যক্রম বিশেষ করে নিয়মিত সভা করা যায় সে দিকে বিশেষভাবে শুরুতেই নজর দেয়া প্রয়োজন।

৩.৪.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থাসমূহের পরিদর্শন পর্যালোচনা

প্রকল্পের সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের রুটিন পরিদর্শনের নির্দেশনা রয়েছে। তারা পরিদর্শন শেষে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে থাকেন, যা পরবর্তীতে প্রতিপালনপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরকে জানিয়ে দেয়া হয়। প্রকল্প অফিস কর্তৃক জানানো হয়েছে যে প্রকল্প অফিস হতে প্রতি মাসে নিয়মিত ০৫ ফরম অনুযায়ী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন আইএমইডি'তে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত ০১, ০২ ও ০৩ প্রতিবেদন আইএমইডি'তে দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদনের কিছু তথ্য সংযুক্তিতে প্রদান করা হল।

৩.৪.৭ অডিট

সরকারের প্রতিটি প্রকল্প দুইভাবে অডিট করা হয়ে থাকে, যথাঃ (১) অভ্যন্তরীণ অডিট (Internal Audit) এবং (২) এক্সটার্নাল অডিট (External Audit)। আলোচ্য প্রকল্পেও উক্ত ২ ধরনের অডিট বছরভিত্তিক সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতি বছর অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পগুলো নিরীক্ষা করে সরকারকে অডিট প্রতিবেদন দিয়ে থাকে। অন্যদিকে বিআরইবি'র বিভাগীয় নিরীক্ষাও হয়ে থাকে যা অভ্যন্তরীণ অডিট নামে পরিচিত।

৩.৪.৮ অভ্যন্তরীণ অডিট

প্রকল্প মেয়াদে (২০১৪-২০১৯) বিআরইবি'র অভ্যন্তরীণ অডিট ২ বার করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ১ম অডিট করা হয় এবং ১৭টি আপত্তি উত্থাপন করা হয়, যা প্রকল্প চলাকালীন সময়ের মধ্যেই নিস্পত্তি করা হয়েছে (সূত্রঃ পিসিআর, পৃ-১৫)। দ্বিতীয়বার অডিট হয়েছে ২০১৬-২০১৭ থেকে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত, যেখানে ২২টি আপত্তি দেয়া হয়েছিল। উক্ত আপত্তিগুলো নিস্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে (সূত্রঃ পিসিআর, পৃ-১৫)। ইতোমধ্যে স্মারকঃ ২৭.১২.০০০০.০১৫.০২.৪৩৩.১৯.১০৮, তারিখ ২৬ জুলাই ২০২০ মোতাবেক দেখা যায় যে, ২২টি আপত্তির মধ্যে ২০টি আপত্তি নিষ্পত্তি করতে প্রায় ১ বছর ৭ মাস সময় লেগেছে। প্রকল্প পরিচালকের সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার ব্যর্থতার কারনে নির্ধারিত সময়ে আপত্তির প্যারাগুলো নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। এজন্য প্রকল্প অফিসের দায়িত্ব প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অবশিষ্ট ২টি আপত্তি স্মারকঃ ২৭.১২.০০০০.০১৫.০২.৪৩৩.১৯.৭৯; ২৪ মে ২০২৩ তারিখে নিস্পত্তি হয়েছে। নিচে সারণি ৩.৮ এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে (সংযুক্তি-৬)। ৪টি অনুচ্ছেদের আর্থিক ক্ষতির বর্ণনার মধ্যে ঠিকাদারের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে জরিমানা আদায় না করা সংক্রান্ত যার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৪,০৩,৫৮,৬৬৬.০০ টাকা। ২৮ অনুচ্ছেদের সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৪টি লটের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ মোট ১০১,৮১,৩২,০৯১.০০ টাকা। মূল প্যাকেজ (জি৪৮, জি৪৯, জি৫৫ ও জি৫৬) কে ৮টি লটে বিভক্ত করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি পরিহার করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে মালামাল সংগ্রহ করায় আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২৩,৫৫,০৭,৬০০.০০ টাকা। বিভিন্ন কাজে বীমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৫,০১,১৩৬.০০ টাকা (সারণি ৩.৯(১) এবং সংযুক্তি-৬)। পর্যালোচনায় দেখা যায়, ডিপিপি প্রণয়নের প্রাক্কালে টেন্ডারিং পদ্ধতিতেই বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা বা পদ্ধতি গ্রহণ করে অনুমোদন নেয়া হয়েছে যেন সুবিধাগুলো ব্যবহার করা যায়। প্রকল্প চলাকালীন মনিটরিং জোরদার করলে এবং কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হলে এ ধরণের ক্ষতি থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

সারণি ৩.৮: অভ্যন্তরীণ অডিট

নিরীক্ষার সময়কাল (অর্থ বছর)	প্রতিবেদন দাখিলের সময়	প্রধান অনুসন্ধান/ আপত্তি (সংখ্যা)	নিস্পত্তির অবস্থা
২০১৪-২০১৫ থেকে ২০১৫-২০১৬	২৪/১০/২০১৬	১৭	নিস্পত্তি হয়েছে
২০১৬-২০১৭ থেকে ২০১৯-২০২০	৩১/১২/২০১৯	২২	২৬.০৭.২০২০ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ২০টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট ২টির নিষ্পত্তি হয়েছে ২৪ মে ২০২৩ তারিখে।

(সূত্রঃ পিসিআর, পৃ-১৫)

৩.৪.৯ এক্সটার্নাল অডিট

সারণি ৩.৯ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অর্থ বছর ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত ৩টি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এক্সটার্নাল অডিট করানো হয়েছে। পাঁচ (৫) অর্থ বছরে মোট ১২টি আপত্তি দেয়া হয়েছিল এবং সবগুলো আপত্তিই প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই নিস্পত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অর্থ বছর ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৮-২০১৯ এ কোন অডিট আপত্তি ছিল না। এছাড়াও সরকারের হিসাব নিয়ন্ত্রক (এজি) অফিস ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ২ বার অডিট করেছে এবং মোট ১৬টি আপত্তি দিয়েছিল। এর মধ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ৯টির মধ্যে ৬টি আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে এবং বাকী ৩টি নিস্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। একইভাবে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৭টি আপত্তির মধ্যে ৩টি আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে এবং বাকী ৪টি নিস্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সময় উপযোগী পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৩টি এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪টি অডিট আপত্তি এখনও নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে (সারণি ৩.৯)।

সারণি ৩.৯: এক্সটার্নাল অডিট

নিরীক্ষার সময়কাল (অর্থ বছর)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিবেদন দাখিলের সময়	প্রধান অনুসন্ধান/ আপত্তি (সংখ্যা)	নিস্পত্তির অবস্থা
২০১৪-২০১৫	মেসার্স শফিক রহমান এন্ড অগাস্টিন	১৮/০২/২০১৬	৩	৩টি অডিট আপত্তিই নিস্পত্তি হয়েছে
২০১৫-২০১৬	মেসার্স শফিক রহমান এন্ড অগাস্টিন	১১/০২/২০১৭	-	কোন অডিট আপত্তি নাই
২০১৬-২০১৭	মেসার্স কেএম হাসান এন্ড কোং	২৪/১২/২০১৭	২	সকল অডিট আপত্তিই নিস্পত্তি হয়েছে
২০১৭-২০১৮	মেসার্স কেএম হাসান এন্ড কোং	১২/১১/২০১৮	৭	৭টি অডিট আপত্তিই নিস্পত্তি হয়েছে
২০১৮-২০১৯	মেসার্স আজিজ হালিম খয়ের চৌধুরী	২৩/১২/২০১৯	-	কোন অডিট আপত্তি নাই
২০১৬-২০১৭	হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	৩১/১২/২০১৭	৯	৬টি আপত্তি নিস্পত্তি হয়ছে এবং বাকী ৩টি আপত্তি নিস্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২০১৭-২০১৮	হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	১৪/০২/২০১৯	৭	৩টি আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে এবং বাকী ৪টি আপত্তি নিস্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(সূত্রঃ পিসিআর, পৃ-১৫)

সারণি ৩.৯ (১) শিরোনামসহ অডিট আপত্তির বর্ণনা এবং আর্থিক ক্ষতি

ক্রমিক	অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	আপত্তির বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	টাকা
১	২	নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করে অনিয়মিতভাবে সময় বর্ধনে প্রকল্প/পল্লী বিদ্যুৎ সমূহের আর্থিক ক্ষতি ৪০৩৫৮৬৬৬.০০ টাকা।	ঠিকাদার চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদন না করা সত্ত্বেও বিলম্ব জরিমানা আরোপ/কর্তন না করেই সময়বর্ধন করা হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরিমানা কর্তন/আদায় না করায় প্রকল্প/পল্লী বিদ্যুৎ সমূহের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	ওটিএম	৪০৩৫৮৬৬৬.০০
৫	২৮	সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে মালামাল সরবরাহ গ্রহণে ১০১,৮১,৩২,০৯১/- (একশত এক কোটি একাশি লক্ষ বত্রিশ হাজার একানব্বই) টাকার অনিয়মিত ব্যয়।	সাব প্যাকেজ জি৪৮/১, জি৪৯/১, জি৫৫/১ ও জি৫৬/১	ওটিএম	লট মূল্যঃ ৯৪৫৬০৩৭০০.০০ অনিয়মিত ব্যয়ঃ ৭২০৩২৪৭২১.০০
			সাব প্যাকেজ জি৪৮/২, জি৪৯/২, জি৫৫/২ ও জি৫৬/২	ডিপিএম	লট মূল্যঃ ৯০৯৩৬১৫৭১.০০ অনিয়মিত ব্যয়ঃ ২৯৭৮০৭৩৭০.০০
৬	৩০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি পরিহার করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে মালামাল সরবরাহ গ্রহণে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ২৩,৫৫,০৭,৬০০.০০ (তেইশ কোটি পাঁচ লক্ষ সাত হাজার ছয় শত টাকা)	জি৪৮, জি৪৯, জি৫৫ ও জি৫৬ প্যাকেজ ৪টি ২টি করে লটে বিভক্ত করে মোট ৮টি লটে বিভক্ত করে ৪টি লটে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ৯৪৫৬০৩৭০০.০০ টাকায় এবং বাকী ৪টি লটকে সরাসরি দরপত্র পদ্ধতিতে ৯৪৪৭৬৪৮০০.০০ টাকার মালামাল সংগ্রহ করা হয়।	ডিপিএম ও ওটিএম	২৩,৫৫,০৭,৬০০.০০
৭	৩২	বিভিন্ন কাজে বীমা না করায় সরকার ৭২৬৪৩৯১.০০ টাকা ভ্যাট বান্দ রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত।	জিসিসি ক্লজ উপেক্ষা করে বীমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।	-	আপত্তিঃ ১৫০১১৩৬.০০

৩.৫ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

আলোচ্য সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা এবং সে অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য তিন ধরণের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহকদের নিকট থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে; যেমন (১) বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত খানা, (২) বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, ও (৩) বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত সেচ পাম্প মালিক। তাঁদের তথ্যমতে দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৫.১ প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

১০টি পিবিএস থেকে বহুধাপ বিশিষ্ট নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ১২০০ বিদ্যুৎ গ্রাহক বাছাই করা হয়। এদের মধ্যে ১০৫৬ জন আবাসিক গ্রাহক, ১২০ জন বাণিজ্যিক গ্রাহক ও বাকী ২৪ জন সেচ পাম্প গ্রাহক **(সংযুক্তি-১, সারণি-৩.১)**। সমীক্ষা পদ্ধতি ছাড়াও দলীয় আলোচনা (এফজিডি) ও কেআইআই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কন্ট্রোল হিসাবে নমুনা পিবিএস এর এলাকা থেকে যেখানে বিদ্যুৎ নেই, এমন এলাকা থেকে ২৪০টি খানা একই পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়েছে। নিম্নে মূল্যায়নের ফলাফল (Findings) ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল।

৩.৫.২ নমুনা পিবিএস এর জেনারেল ম্যানেজারদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনা

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৪.৫০ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ১৯টি পিবিএস থেকে ১০টি নমুনা পিবিএস বাছাই করা হয়েছে ও জেনারেল ম্যানেজারদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি নমুনা পিবিএস এ গড়ে ৫৬১ কিলোমিটার বিতরণ লাইন, গড়ে ট্রান্সফরমার ক্রয় করা হয়েছে ১৩৫৬টি এবং গড়ে ২৪,৭৭৮টি সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
সমীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিরূপণ করা। উত্তরদাতাদের জবাবে জানা যায় যে, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে।

সিষ্টেম লস ১০% এর বেশী সম্পর্কে ৩ জন জেনারেল ম্যানেজার উল্লেখ করেছেন যে, উপকেন্দ্র কম বিধায় বিতরণ লাইনের দৈর্ঘ্য বেশি এবং সোর্স গ্রিড লোড সেন্টারে না হওয়ায় ৩৩ কেভি লাইনে লস বেশি হওয়াতে সিষ্টেম লস বেশী হয়। পিবিএস এর জেনারেল ম্যানেজারদের মতে অধিকাংশ পিবিএস এ সিস্টেম লস ক্রমাগতভাবে কমে আসছে।

সিষ্টেম লস কমানোর জন্য পরামর্শ চাওয়া হলে নমুনা পিবিএস এর জেনারেল ম্যানেজারগণ বলেন যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ, ওভার লোডেড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করা, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা, ফিডারগুলো ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরি করতে পারলে সিষ্টেম লস কমতে পারে (সারণি-৩.১০)। জরিপে আরও জানা যায় যে, পূর্বের চেয়ে বর্তমানে সিস্টেম লস কমেছে এবং ব্যবহারকারিগণ বর্তমানে সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করছেন। অধিকন্তু বিল আদায়ের অবস্থাও পূর্বের চেয়ে ভাল। বিল পরিশোধের জন্য গড়ে ২১ দিন সময় দেওয়া হয়।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে নতুনভাবে স্থাপিত উপকেন্দ্রসমূহে তৈরিকৃত উচ্চ সক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমার স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা পরবর্তীতে বর্তমান সময়ে প্রতি বছর ১০% বিদ্যুতের চাহিদা পুরণের ক্ষেত্রে স্বল্প খরচে নতুন গ্রাহক সংযোগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সারণি-৩.১০: সিস্টেম লস কমানোর উপায়

উপায়সমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে	৫	৫৫.৬
ফিডারগুলি ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরি করা	৩	৩৩.৩
নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা	৫	৫৫.৬
ওভার লোডেড কন্টাক্টর/ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করা	৪	৪৪.৪
একাধিক উত্তর	৯	

সংযোগ স্থাপনে কোন সমস্যা ছিল কিনা তা জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতাগণ (৪৪%) বলেন যে কোন সমস্যা ছিল না। তবে কিছু উত্তরদাতা (৪৪%) বলেন যে কিছু স্থানীয় বাঁধার কারণে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল, যা সময়মত নিষ্পত্তি হয়ে যায় (সারণি-৩.১১)।

সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বেড়েছে (সারণি-৩.১২)। প্রকল্প এলাকায় সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় জানা যায় যে, বিদ্যুতের অতিরিক্ত চাপ কমাতে হলে পুরাতন ট্রান্সফরমারগুলোর আপগ্রেডিং করতে হবে এবং জনসাধারনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে পিক আওয়ারে সেচ পাম্প চালনা বন্ধ রাখা হয় (সারণি-৩.১৩)।

সারণি-৩.১১: সংযোগ স্থাপনে সমস্যা

সমস্যা সমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার শতকরা হার
অনেক সময় বাড়ির উপর দিয়ে তার যাওয়া এবং গাছ পালা কাটা ইত্যাদি নিয়ে কিছুটা সমস্যা হয়েছে।	৪	৪৪.৪
কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু প্রাথমিক বাধা ছিল যা পরে সমাধা করা হয়	৩	৩৩.৩
কোন সমস্যা দেখা দেয় নাই	৪	৪৪.৪
একাধিক উত্তর	৯	

সারণি-৩.১২: প্রকল্পের ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়

উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা
হ্যাঁ	৯
না	-
মোট	৯

সারণি-৩.১৩: Load Management এর জন্য যা কার্যকরী করা দরকার

ব্যবস্থা	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার শতকরা হার
ট্রান্সফরমার আপগ্রেডিং করা	৬	৬৬.৬
গ্রাহক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য মোটিভেশন, সম্প্রচার, জোরদার অব্যাহত রাখা	৪	৪৪.৪
পিক আওয়ারে সেচ পাম্প ও শিল্প গ্রাগকদের বিদ্যুৎ ব্যবহার হতে বিরত রাখা	৩	৩৩.৩
একাধিক উত্তর	৯	

তথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রায় সব সমিতির অফিসেই অভিযোগ বক্স আছে, যেখানে গড়ে প্রতিমাসে ৬২টির মত অভিযোগ জমা হয়। জেনারেল ম্যানেজারদের মতে অভিযোগ প্রাপ্তির সাথে সাথে নিয়োজিত টেকনিসিয়ান এবং লাইনম্যানদের মাধ্যমে এবং অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সাথে সাথে সমন্বয় মিটিং করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিরসন করা হয় (সারণি-৩.১৪)।

সারণি-৩.১৪: অভিযোগ ও তার নিরসনের উপায়

	সংখ্যা	শতকরা হার
অভিযোগ বক্স আছে এমন সমিতির সংখ্যা	৯	১০০.০
মাসিক গড় অভিযোগের সংখ্যা	৬২	
অভিযোগ নিরসনের উপায়:	সংখ্যা	%
অভিযোগের পরিপেক্ষিতে সাথে সাথে সমন্বয় মিটিং করে সমাধান করা হয়	৫	৫৫.৬
লাইনম্যানদের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ মিটানো হয়	৬	৬৬.৭
একাধিক উত্তর	**৯**	

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা টেকসই করার জন্য প্রায় ৬৬% জেনারেল ম্যানেজারগণ জানান যে বৈদ্যুৎতিক লাইন নিরবচ্ছিন্ন ও ঝুঁকিমুক্ত এবং মালামালের গুণগত মান উন্নয়ন ঠিক রাখতে হবে; সকল HT লাইনকে কভার বা আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থা টেকসই করা প্রয়োজন। আরও ৪৪% বলেন যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সহ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ দরকার। এছাড়াও অনেকের মতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সহ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, বৈদ্যুতিক লাইনের পার্শ্ববর্তী গাছপালা কর্তনের মাধ্যমে পথস্বত্ব ঠিক রাখা ও আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থা টেকসই করা যেতে পারে (সারণি-৩.১৫)।

সারণি-৩.১৫: বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে টেকসই করার ব্যবস্থাসমূহ

ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
বিআরইবি সিষ্টেমে সকল HT লাইনকে কভার বা আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থা টেকসই করা	৬	৬৬.৬
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সহ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ	৪	৪৪.৪
বৈদ্যুতিক লাইনের পার্শ্ববর্তী গাছপালা কর্তনের মাধ্যমে পথসত্ব ঠিক রাখা	৩	৩৩.৩
গুণগত মানসম্পন্ন যন্ত্রপাতি স্থাপন করা	৬	৬৬.৬
একাধিক উত্তর	৯	

বিদ্যুতের অপচয় রোধ করার উপায় সম্পর্কে ৭৯% জেনারেল ম্যানেজারগণ জানান যে প্রি-এনার্জি সেভিং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার মাধ্যমে, ৬৭% বলেছেন যে, গ্রাহক মোটিভেশন মিটিং এর মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে (সারণি-৩.১৬)।

সারণি-৩.১৬: বিদ্যুতের অপচয় রোধ করার উপায়সমূহ

রোধ করার উপায়	সংখ্যা	শতকরা হার
এনার্জি সেভিং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা ও অপচয় রোধ করা	৭	৭৭.৮
গ্রাহক মোটিভেশন মিটিং এর মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা	৬	৬৬.৭
একাধিক উত্তর	৯	

৩.৫.৩ আবাসিক গ্রাহকদের উপর প্রভাব

আবাসিক গ্রাহকদের ওপর বিদ্যুতায়নের প্রভাব নিরুপনের জন্য সিস্টেমেটিক দৈবচয়নের মাধ্যমে ১২০০ জন গ্রাহকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধান প্রধান ফলাফল নিম্নে সন্নিবেশিত হল।

৩.৫.৩.১ খানার বৈশিষ্ট্য

আলোচিত সমীক্ষায় বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আবাসিক উত্তরদাতাদের ৮৯.৬% পুরুষ ও ১০.৪% মহিলা। কন্ট্রোল এলাকায় পুরুষ উত্তরদাতার সংখ্যা শতকরা ৭৬.৭ ভাগ এবং মহিলা শতকরা ২৩.৩ ভাগ (লেখচিত্র ৩.১)।

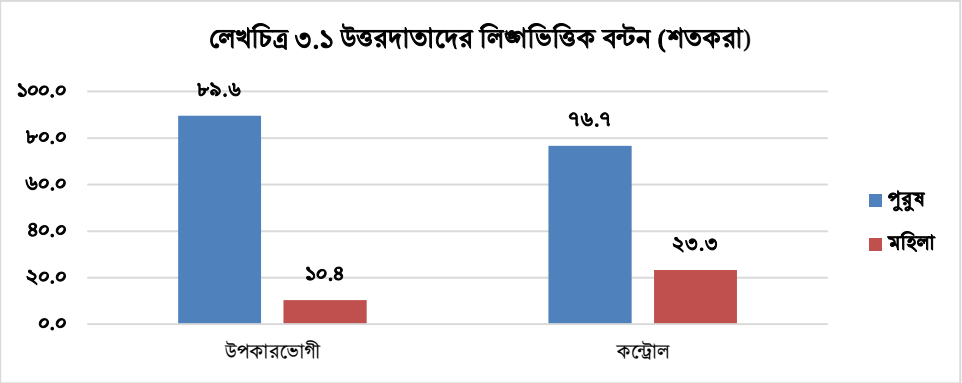

উত্তরদাতাদের গড় বয়স ৪৪.০৫ বছর। কন্ট্রোল এলাকায় গড় বয়সও প্রায় একই রকম (৪৩.৩১ বছর)। উত্তরদাতাদের বয়সের বন্টন থেকে দেখা যায় যে ৬৪.২% এর বয়স ৩১-৫০ বছর। প্রায় ২৩.২% উত্তরদাতাদের বয়স ৫১-৮০ বছর এবং বাকী ০.২% এর বয়স ৮০ বছরের বেশী। কন্ট্রোল এলাকার উত্তরদাতাদের বয়সের বন্টনেও দেখা যায় যে ৭১.৩% এর বয়স ৩১-৫০ বছর। প্রায় ২০.৪% উত্তরদাতাদের বয়স ৫০ বছর বা তার বেশী বিস্তারিত নিচের সারণি-৩.১৭)।

সারণি -৩.১৭: উত্তরদাতাদের বয়স শতকরা বন্টন

বয়সের শ্রেণিবিন্যাস (বছর)	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
<=৩০	১৩১	১২.৪	২০	৮.৩
৩১-৪০	৩২৩	৩০.৬	৯৯	৪১.৩
৪১-৫০	৩৫৫	৩৩.৬	৭২	৩০.০
৫১-৬০	১৬৮	১৫.৯	৩৫	১৪.৬
৬১-৭০	৬৩	৬.০	১২	৫.০
৭১-৮০	১৪	১.৩	-	-
>৮০	২	০.২	২	০.৮
মোট	১০৫৬	১০০.০	২৪০	১০০.০

প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলনামূলক ভাবে কিছুটা বেশী। প্রকল্প এলাকায় উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি বা তার বেশী (২৩%)। কন্ট্রোল এলাকায় ২২%। অন্যদিকে প্রকল্প এলাকায় শুধুমাত্র স্বাক্ষর করতে পারে এমন উত্তরদাতাদের সংখ্যা ৩.৬%, যা কন্ট্রোল এলাকায় কিছুটা বেশী (৫.৮%)। বিস্তারিত সারণি ৩.১৮।

সারণি -৩.১৮: উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার শতকরা বন্টন

শিক্ষাগত যোগ্যতা	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
শুধু স্বাক্ষর করতে পারে	৩৮	৩.৬	১৪	৫.৮
১-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত	২৮১	২৬.৬	৬৮	২৮.৩
৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি	৪০৫	৩৮.৪	৪২	১৭.৫
৯ম-১০ শ্রেণি	৮৬	৮.১	৫৩	২৬.৩
এসএসসি ও তার উর্ধ্বে	২৪৬	২৩.৩	৬৩	২২.১
মোট	১০৫৬	১০০.০	২৪০	১০০.০

খানা প্রধানগণ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। কৃষি কাজ হল প্রধান পেশা, যেখানে প্রায় ২০% খানা প্রধান নিয়োজিত। কন্ট্রোল এলাকায় কৃষিকাজে আরও বেশী খানা প্রধান নিয়োজিত (২৪%)। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য পেশা হল ব্যবসা (৯%), চাকুরী সরকারি ও বেসরকারি (৬%), দিনমজুর (১৮%)। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খানা প্রধান প্রবাসী সারণি-৩.১৯।

সারণি -৩.১৯: উত্তরদাতাদের পেশার শতকরা বন্টন

পেশা	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
কৃষক	২০৮	১৯.৭	৫৭	২৩.৮
গৃহস্থলী	১০২	৯.৭	৪৮	২০.০
সরকারী চাকুরী	৬৩	৬.০	২	০.৮
বেসরকারী চাকুরী	১৯৪	১৮.৪	৮	৩.৩
ব্যবসা	৯২	৮.৭	৩০	১২.৫
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১২	১.১	২৫	১০.৪
শিক্ষক	২৩	২.২	২	০.৮
পেশাজীবি (ডাক্তার/ কৃষিবিদ /ইঞ্জিনিয়ার	২২	২.১	২	০.৮
ক্ষুদ্র পেশাজীবি (কামার/কুমার/জেলে ইত্যাদি	৪০	৩.৮	২	০.৮
দিনমজুর (কৃষি)	১০৬	১০.০	৬	২.৫
দিনমজুর (অ-কৃষি)	৫৮	৫.৫	১৪	৫.৮
রিক্সা/ভ্যান চালক	৪০	৩.৮	১৮	৭.৫
অন্যান্য (প্রবাসী)	৯৬	৯.১	২৬	১০.৮
মোট	**১০৫৬**	**১০০.০**	**২৪০**	**১০০.০**

প্রকল্প ও কন্ট্রোল উভয় এলাকায় প্রতি খানায় যথাক্রমে গড়ে ৫.৫৪ ও ৫.৫০ জন লোক বাস করে। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় খানার বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিলে তেমন কোন পার্থক্য দেখা যায় না (সারণি-৩.২০)। তবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় ও পেশায় কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সারণি -৩.২০: উত্তরদাতাদের খানার আকার শতকরা বন্টন

খানার আকার	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১-২	২৪.০	২.৩	৯	৩.৮
৩-৪	৩১৩.০	২৯.৬	৮৯	৩৭.১
৫-৬	৪৮১.০	৪৫.৫	১০২	৪২.৫
৭ বা তার বেশী	২৩৮.০	২২.৫	৪০	১৬.৭
মোট	১০৫৬.০	১০০.০	২৪০	১০০.০
মোট	**১০৫৬**	**১০০.০**	**২৪০**	**১০০.০**
মোট গড়	**৫.৫৪**		**৫.৫**	

৩.৫.৩.২ খানার আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়

খানা সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এলাকায় খানার গড় বার্ষিক আয় প্রায় ১৪২৬৪৫.৮৩ টাকা এবং সমাপ্তির পর আয় (৩৯%) বেড়ে দাঁড়িয়েছে গড়ে প্রায় ১৯৮১৪৭.৭৩ টাকা। প্রকল্প এলাকার তুলনায় কন্ট্রোল এলাকায় খানার গড় বার্ষিক আয় প্রায় ৭% কম, যা প্রায় ১৩৪৮৯ টাকা। সর্বোচ্চ আয়ের তথ্য বিশ্লেষণেও দেখা যায় যে, কন্ট্রোল এলাকার খানার আয় প্রকল্প এলাকার খানার আয়ের তুলনায় কম। খানার ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ চালিত বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ব্যবহারের ফলে প্রকল্প এলাকায় পূর্বের তুলনায় খানার ব্যয় শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বেড়েছে। কিন্তু কন্ট্রোল এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা না থাকায় খানার গড় ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে কম। অত্র সারণি থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে বিদ্যুতায়িত খানায় নিম্ন আয়ের লোক সংখ্যা ২২.৫% অন্যদিকে কন্ট্রোল খানায় ৩৪.৬%। অতএব কন্ট্রোল খানায় দারিদ্র্যের হার বেশী। HIES সার্ভে প্রতিবেদন ২০১৬ এর গড় মাসিক আয় ছিল ১৩৩৫৩ টাকা এবং ব্যয় ছিল ১৪১৫৬ টাকা। সমীক্ষায় প্রাপ্ত উপকারভোগীদের তথ্য মতে মাসিক গড় আয় ১৬৫১২ টাকা এবং গড় ব্যয় হচ্ছে ১৪২৮৭ টাকা। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের গড় আয় ও ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যদিকে প্রকল্প এলাকায় ও কন্ট্রোল এলাকায় খানার গড় বার্ষিক ব্যয় যথাক্রমে ১,৭১৪৪৬ টাকা ও ১,৬৩৬৭৫ টাকা বা মাসিক গড় খরচ যথাক্রমে ১৪২৮৭ টাকা এবং ১৩৬৩৯ টাকা। এর অর্থ হলো প্রকল্প এলাকায় মানুষের আয় যেমন বেশি, ব্যয়ও বেশি। (লেখচিত্র-৩.২)।

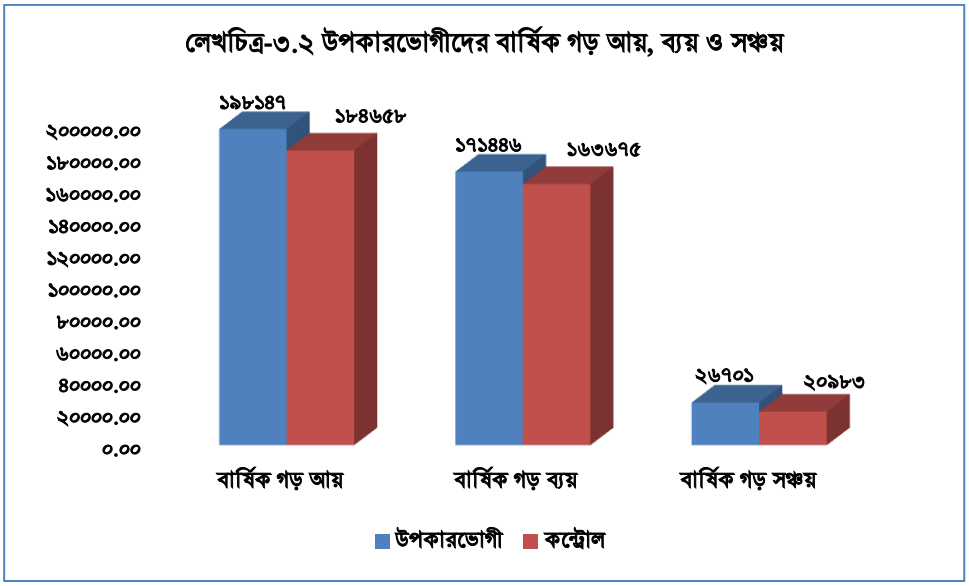

পারিবারিক আয় ও ব্যয় এর হিসাব হতে পারিবারিক সঞ্চয় হিসাব করা হয়েছে, যা সারণি-৩.২১ এ দেখানো হয়েছে। কন্ট্রোল এলাকার চেয়ে প্রকল্প এলাকায় পারিবারিক সঞ্চয় বেশী। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত খানার বাৎসরিক সঞ্চয় ২৬৭০২ টাকা, যা কন্ট্রোল এলাকায় ২০৯৮৩ টাকা অর্থাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত খানার বাৎসরিক সঞ্চয় ৫৭১৯ টাকা যা শতকরা ২৭ ভাগ বেশী।

সারণি-৩.২১: বিদ্যুতায়িত খানা ও কন্ট্রোল খানার আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়	উপকারভোগী (টাকা)	কন্ট্রোল (টাকা)	শতকরা হার
বার্ষিক গড় আয়	১৯৮১৪৭.৭৩	১৮৪৬৫৮.৩৩	৭.৩১
বার্ষিক গড় ব্যয়	১৭১৪৪৬.০২	১৬৩৬৭৫.০০	৪.৭৫
বার্ষিক গড় সঞ্চয়	২৬৭০১.৭১	২০৯৮৩.৩৩	২৭.২৫
মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয়	৩৭৫২৭.৯৮	৩৭৩৮০.২৩	০.৪০
মাথাপিছু বার্ষিক গড় ব্যয়	৩২৪৭০.৮৪	৩৩১৩২.৫৯	-২.০০
মাথাপিছু বার্ষিক গড় সঞ্চয়	৫০৫৭.১৪২	৪২৪৭.৬৩৮	১৯.০৬

খানার আকার বিবেচনায় নিয়ে মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় বের করা হয়েছে, যা প্রকল্প এলাকায় যথাক্রমে ৩৭৫২৭.৯৮, ৩২৪৭০.৮৪ ও ৫০৫৭.১৪২ টাকা। কন্ট্রোল এলাকার মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় যথাক্রমে ৩৭৩৮০.২৩, ৩৩১৩২.৫৯ ও ৪২৪৭.৬৩৮ টাকা। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রায় এক থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুতায়িত খানায় কন্ট্রোল খানার তুলনায় মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় যথাক্রমে ৭,২৮৫ টাকা, ২,৮৮১ টাকা ও ৪,৪০৪ টাকা বেশী। শতকরা হারে তা দাড়ায় ২১.৬%, ১১.০% ও ৫৭.৩% বেশী। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যুতায়িত খানা বিদ্যুতের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে তাদের আয়-ব্যয় ও সঞ্চয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছে, এর ফলে তাঁদের জীবন ধারণের মান কন্ট্রোল এলাকার চেয়ে বেড়েছে।

৩.৫.৩.৩ বিদ্যুতের ব্যবহার

গ্রাহকগণ বৈদ্যুতিক বাতি ছাড়াও বিভিন্ন কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। যেমন বৈদ্যুতিক পাখা, টিভি, ফ্রিজ চালানো, মোবাইল চার্জ দেয়া ইতাদি। প্রায় সবাই বৈদ্যুতিক পাখা চালানোর জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। ৯৮% এবং ৯২% গ্রাহক যথাক্রমে বৈদ্যুতিক পাখা ও টিভি চালানোর জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। ফ্রিজ চালানোর জন্য ৫৭% গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। কম্পিউটার, মাড়াইকল চালানোর জন্য কিছু সংখ্যক গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকেন। বিস্তারিত নিচের সারণি-৩.২২ এ দেয়া হয়েছে।

সারণি ৩.২২: বিদ্যুৎ ব্যবহারের সরঞ্জামাদি

ক্রমিক	ব্যবহারের সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	%
১	টিভি	৭৭৪	৭৩.৩%
২	ফ্রিজ	৬০১	৫৬.৯%
৩	কম্পিউটার	৮৯	৮.৪%
৪	মোবাইল	১০৩৩	৯৭.৮%
৫	পাখা	৯৭৬	৯২.৪%
৬	মাড়াইকল	১২	১.১%
৭	অন্যান্য	৯২	৮.৭%
	মোট	**১০৫৬**	**১০০.০%**

আবাসিক গ্রাহকগণ মাসে গড়ে ৪৪০ টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে থাকেন **(সারণি-৩.২৩)**। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বনিম্ন বিদ্যুৎ বিল ২৪% বিদ্যুৎ ব্যবহারকারি দিয়ে থাকেন। প্রায় অর্ধেকের বেশী (৫৪%) আবাসিক ভোক্তা ২০১-৫০০ টাকা মাসিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে থাকেন। অবশিষ্ট প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভোক্তা ৫০০ টাকারও বেশী বিদ্যুৎ বিল দিয়ে থাকেন, যাদের মধ্যে প্রায় ১৭% গ্রাহক ৫০১-১০০০ টাকা বা তার বেশি বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেন।

সারণি ৩.২৩: বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ

বিদ্যুৎ বিল (টাকা)	সংখ্যা	%
<=২০০	২৫৫	২৪.১
২০১-৫০০	৫৬৬	৫৩.৬
৫০১-১০০০	১৮৪	১৭.৪
১০০১-১৫০০	৩৭	৩.৫
১৫০১-২০০০	৫	০.৫
২০০১-৩০০০	৬	০.৬
>৩০০০	৩	০.৩
মোট	**১০৫৬**	**১০০.০**

কন্ট্রোল গ্রুপের লোকজন বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে কেরোসিন তেল ব্যবহার বাবদ গড়ে মাসিক ৩০৫/- টাকা খরচ করেন **(সারণি ৩.২৪)**। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী খানা গড়ে মাসিক ৪৪০/- টাকা বিদ্যুৎ বিল দেয়। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী খানা মাসিক ১৩৫/- টাকা বেশী ব্যয় করে থাকেন। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীগণ বৈদ্যুতিক বাতি ছাড়াও বিদ্যুৎ দিয়ে বৈদ্যুতিক পাখা, মোবাইল চার্জ, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি চালান। তাছাড়াও বিদ্যুতের আলো কেরোসিনের চেয়ে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘক্ষণ জ্বালানো হয়। কাজেই অর্থনৈতিকভাবে সমর্থ সব পরিবারই বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণে আগ্রহী।

সারণি ৩.২৪: বিদ্যুতবিহীন এলাকায় কেরোসিন তেল ব্যয়

ক্রমিক	কেরোসিন তেল বাবদ ব্যয় (টাকা)	সংখ্যা	%
১	<=১৫০	২৪	১০.০
২	১৫১-২০০	৬৮	২৮.৩
৩	২০১-৩০০	৭৬	৩১.৭
৪	৩০১-৫০০	৫২	২১.৭
৫	৫০১-১০০০	২০	৮.৩
	মোট	২৪০	১০০.০

৩.৫.৩.৪ বিদ্যুৎ বিভ্রাট

গত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাওয়ায় সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা ভাল হয়েছে ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট অনেকটা কমছে। সব জায়গায়ই কিছু কিছু বিদ্যুৎ বিভ্রাট আছে। গড়ে ১ থেকে ২ ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট এর বন্টন থেকে দেখা যায় যে প্রায় ৪৫% ব্যবহারকারী বলেছেন তাঁদের এলাকায় ১-২ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না, ৩৫% গ্রাহক ২ ঘন্টার বেশী সময় পর্যন্ত বিদ্যুৎ না থাকার কথা বলেছেন। ১৯% গ্রাহক বলেছেন যে তাঁদের এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ১ ঘন্টার কম সময় বিদ্যুৎ থাকে না **(সারণি-৩.২৫)**।

সারণি -৩.২৫: এলাকায় দৈনিক বিদ্যুৎ না থাকার পরিমাণ (ঘন্টায়) (শতকরা)

ক্রমিক	সময় (ঘণ্টা)	সংখ্যা	%
১	১ ঘণ্টার কম	২০১	১৯.০
২	১.০০-২.০০	৪৭৬	৪৫.১
৩	>২.০০	৩৭৯	৩৫.৯
মোট		**১০৫৬**	**১০০.০**

৩.৫.৩.৫ বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধাসমূহ

বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে এলাকার মানুষ লাভবান হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে সবাই স্বীকার করেছেন যে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে তাঁদের এলাকায় অনেক সুবিধা হয়েছে। বিভিন্নভাবে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা লাভবান হচ্ছেন। প্রায় ৯৭% বলেছেন যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে ছেলে-মেয়েরা বেশি সময় পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে (৮৩%), হাট-বাজারের উন্নতি হয়েছে (৭৫.৬%), স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৭৫.৫%), চিকিৎসা সেবার (বিশেষ করে অনেক রাত পর্যন্ত ফার্মেসীগুলো ঔষধ বিক্রয় করতে পারছে) সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে (৭৪.৭%), কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৭০.৫%), স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (৬৬%), এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে (৫০.৮%)। বিস্তারিত (লেখচিত্র ৩.৩ এবং সংযুক্তি -৩.১) দেখা যেতে পারে।

লেখচিত্র ৩.৩: বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধাসমূহ

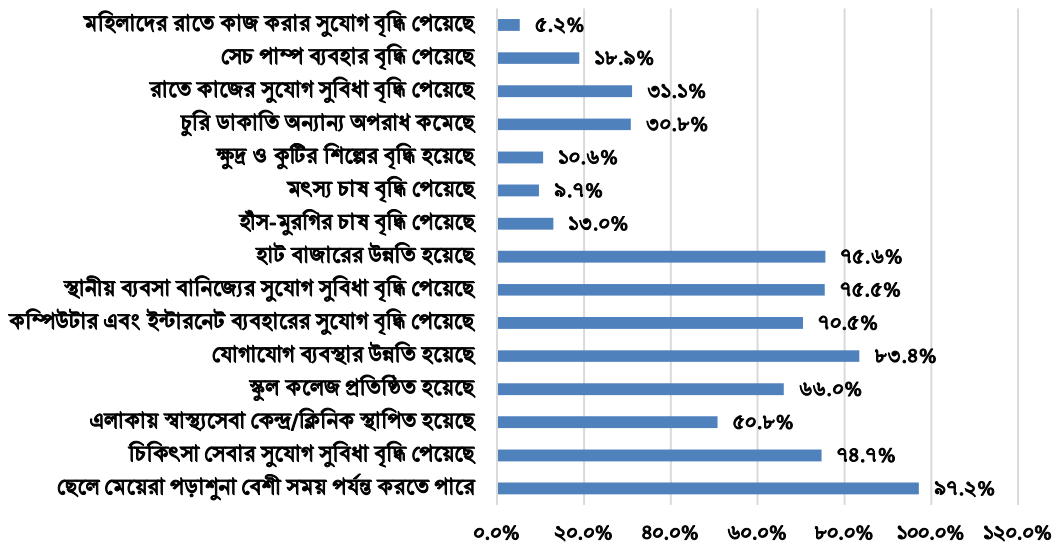

বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে গ্রাহকদের খানা উপকৃত হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে সবাই বলেছেন যে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে তাঁদের খানা নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা রাতে আগের তুলনায় অধিক সময় লেখাপড়া করতে পারে বলেছেন (৯৩%) গ্রাহক। ফ্রিজ ব্যবহারের ফলে খাবার সংরক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে (৭৩.৪%), টেলিভিশনে শিক্ষা ও

বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলেছেন (৭২.৪%)। খানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেড়েছে মত দিয়েছেন ৬৬% গ্রাহক। মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়ার সুযোগ হয়েছে বলেছেন (৫৩.৪%), ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছে (৫৩.৪%), ইত্যাদি। বিস্তারিত লেখচিত্র-৩.৪ এবং সংযুক্তি-৩.২ এ বর্ণিত হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে ছেলে-মেয়েরা পূর্বের তুলনায় ২-৩ ঘণ্টা বেশি সময় পর্যন্ত পড়াশুনা করছে; পূর্বের তুলনায় ৪-৫ ঘণ্টা বেশি সময় স্থানীয় বাজারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখতে পারায় স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে; রাতে কাজের সুবিধা কমপক্ষে ৩-৪ ঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে; চুরি ডাকাতিসহ অন্যান্য অপরাধ আগের তুলনায় অর্ধেকে নেমে এসেছে; হাট-বাজারের উন্নতি হয়েছে, বিদ্যুতচালিত সেচ পাম্পের ব্যবহার প্রায় ৭০% বৃদ্ধি পেয়েছে; কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, বিদ্যুতচালিত যানবাহন ব্যবহারে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, মহিলাদের কাজের সুযোগ প্রতিদিন ২-৩ ঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে, চিকিৎসা সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকায় নতুনভাবে হাঁস-মুরগীর খামার গড়ে উঠেছে এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে; মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে, স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫০% বিক্রয় বেড়ে যাওয়ার ফলে আয় বৃদ্ধি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় Freelancing এর মাধ্যমে গ্রামে বসেই উদ্যোক্তা হয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন সেন্টারে

লেখচিত্র ৩.৪: বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে খানার উপকৃত হওয়ার ধরন (%)

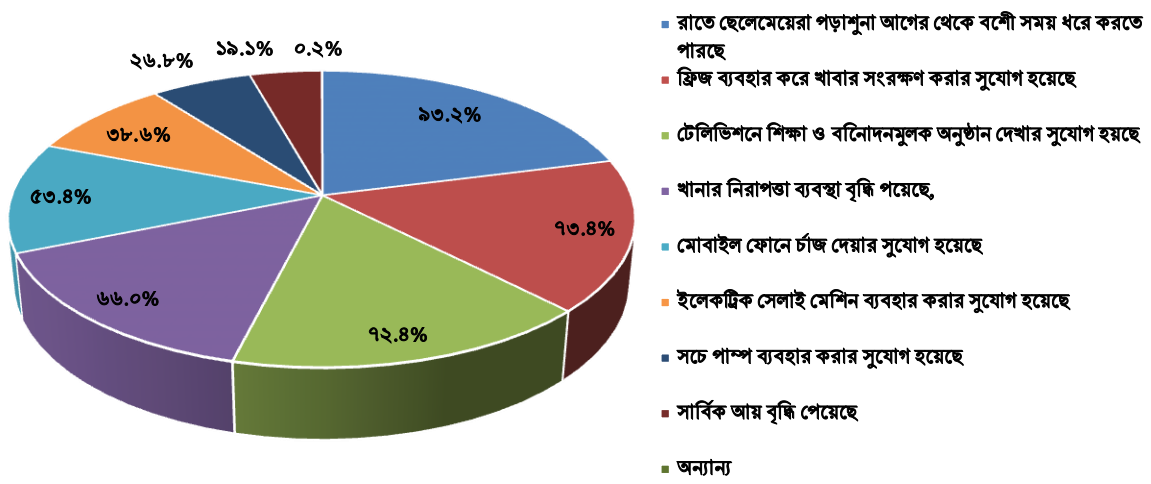

মোট কথা, বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে গ্রামীণ জনপদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। মানুষের জীবনধারণের মান উন্নত হয়েছে ও আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ।

৩.৫.৩.৬ সেচের উপর প্রভাব

মোট নমুনা গ্রাহকদের মধ্যে প্রায় ৩৮% বিদ্যুৎ গ্রাহকের সেচের আওতায় জমি আছে। বিদ্যুৎ চালিত সেচ যন্ত্রে সেচ খরচ অনেক কম। বিদ্যুতচালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহারকারীদের তথ্য অনুযায়ী প্রতি শতক জমিতে গড় সেচ খরচ প্রায় ৮৩/- টাকা সেখানে কন্ট্রোল এলাকায় প্রতি শতক জমিতে গড় সেচ খরচ হয় ১৪৩/- টাকা অর্থাৎ ৬০/- টাকা বেশী খরচ হয় (সারণি-৩.২৬)। অন্যকথায় বলা যায়, বিদ্যুতায়িত পাম্প ব্যবহার করে কৃষকের সেচ খরচ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমেছে, ফলে তাঁরা লাভবান হচ্ছেন।

সারণি -৩.২৬: সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার

সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার	উত্তর	সংখ্যা	%
সেচের আওতায় জমি পরিমাণ (শতক)	হ্যাঁ	৩৯৭	৩৭.৬
	না	৬৫৯	৬২.৪
	মোট	১০৫৬	১০০.০
সেচ যন্ত্র কি বিদ্যুতায়িত	হ্যাঁ	৩৫১	৮৮.৪
	না	৪৬	১১.৬
	মোট	৩৯৭	১০০.০
বিদ্যুতায়িত সেচ যন্ত্রে ডিজেল চালিত সেচযন্ত্রের তুলনায় খরচের পরিমাণ	খরচ কম	৪৫৫	১০০.০
	খরচ সমান	-	-
	মোট	৪৫৫	১০০.০
বিদ্যুতায়িত সেচ পাম্প দিয়ে প্রতি শতক জমিতে একটি ঋতুতে সেচ দিতে গড় খরচ হয়	গড় খরচ (টাকা)	৮৩.০	
ডিজেল চালিত পাম্প দিয়ে প্রতি শতক জমিতে একটি ঋতুতে সেচ দিতে গড় খরচ হয়	গড় খরচ (টাকা)	১৪৩.০	

৩.৫.৩.৭ ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর প্রভাব

বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে ইন্টারনেট যোগাযোগ সহজ হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে প্রায় শতভাগ (৯৯.৭%) উত্তরদাতা 'হ্যাঁ-বোধক' উত্তর দিয়েছে এবং বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে ইন্টারনেট যোগাযোগ সহজ হয়েছে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রগতি হয়েছে। শতকরা প্রায় ৮৯ ভাগ বিদ্যুৎ গ্রাহক বলেছেন যে, গ্রাম থেকেই ভর্তি পরিক্ষার আবেদন করা যায়। বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা যায় বিষয়ে জানিয়েছেন ৮৭.৫% গ্রাহক। পরীক্ষার রুটিন ও ফলাফল পাওয়া যায় বিষয়ে মত দিয়েছেন শতকরা ৭১ ভাগ বিদ্যুৎ গ্রাহক এবং বিদেশে লেখাপড়ার জন্য যোগাযোগ করা যায় বিষয়েও মতামত দিয়েছেন শতকরা ৫৬ ভাগ বিদ্যুৎ গ্রাহক (সারণি-৩.২৭)।

সারণি -৩.২৭: ইন্টারনেট ব্যবহার

ক্রমিক	ইন্টারনেট ব্যবহার	সংখ্যা	%
১	গ্রাম থেকেই ভর্তি পরিক্ষার আবেদন করা যায়	৯৩৬	৮৮.৯
২	গ্রাম থেকেই চাকুরীর আবেদন করা যায়	৮৩৭	৭৯.৫
৩	বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা যায়	৯২১	৮৭.৫
৪	পরীক্ষার রুটিন ও ফলাফল পাওয়া যায়	৭৪৯	৭১.১
৫	বিদেশে লেখাপড়ার জন্য যোগাযোগ করা যায়	৫৯২	৫৬.২
	একাধিক উত্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	১০৫৬	

৩.৫.৩.৮ বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগ পায়নি এমন খানার (কন্ট্রোল) বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে প্রাপ্য সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ

বর্তমানে যে সমস্ত খানা বিদ্যুৎ সংযোগ পায়নি, এমন ২৪০টি খানাকে কন্ট্রোল হিসেবে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তাদের প্রায় সবাই (৯৮%) মনে করেন যে বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে তাদের এলাকার উন্নয়ন হবে (সারণি-৩.২৮)। এ প্রসঙ্গে তাঁরা মতামত দেন যে, বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে এলাকার ছেলে মেয়েরা বেশি সময় পড়াশুনা করতে পারবে (৯৪%), টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদনমুলক অনুষ্ঠান দেখা যেত (৭৯%), মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়া যেত (৫৯%), ফ্রিজ ব্যবহার করে খাবার সংরক্ষণ করা যেত (৫৮%), গৃহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাইত (৫৬%), ইলেকট্রিক সেলাই মিশিন ব্যবহার করা যেত (৫০%), সেচ পাম্প ব্যবহার করা যেত (৪০%), ইত্যাদি।

সারণি-৩.২৮: বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে খানার উপকার (কন্ট্রোল)

ক্রমিক	বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে উপকারিতা	সংখ্যা	%
১	রাতে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা বেশী সময় ধরে করতে পারতো	২২৬	৯৪.২
২	টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদনমুলক অনুষ্ঠান দেখা যেত	১৮৯	৭৮.৮
৭	মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়া যেত	১৪২	৫৯.২
৪	ফ্রিজ ব্যবহার করে খাবার সংরক্ষণ করা যেত	১৪০	৫৮.৩
৫	গৃহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাইত	১৩৫	৫৬.৩
৩	ইলেকট্রিক সেলাই মিশিন ব্যবহার করা যেত	১২০	৫০.০
৬	সেচ পাম্প ব্যবহার করা যেত	৯৬	৪০.০
৮	সার্বিক আয় বৃদ্ধি পাবে	৩৪	১৪.২
	মোট	**২৪০**	**১০০.০**

একাধিক উত্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যদিও তাঁদের খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, তবুও সেচ প্রদানকারী কৃষকদের প্রায় ৩৬% এর কৃষি জমিতে বিদ্যুতায়িত পাম্প দ্বারা সেচ দেওয়া হয়। এই সমস্ত কৃষকের জমি বিদ্যুতায়িত এলাকায় অবস্থিত। বাকী ৬৪ ভাগকে এখনো বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি (লেখচিত্র-৩.৫)। তাঁদের দেওয়া উপাত্ত অনুযায়ী প্রতি শতক জমিতে বিদ্যুতচালিত পাম্পে গড় খরচ হয় ৮৩/- টাকা, অন্যদিকে ডিজেল চালিত পাম্পে গড় খরচ বেশি হয় এমন উত্তর দিয়েছে শতকরা ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ গ্রাহক।

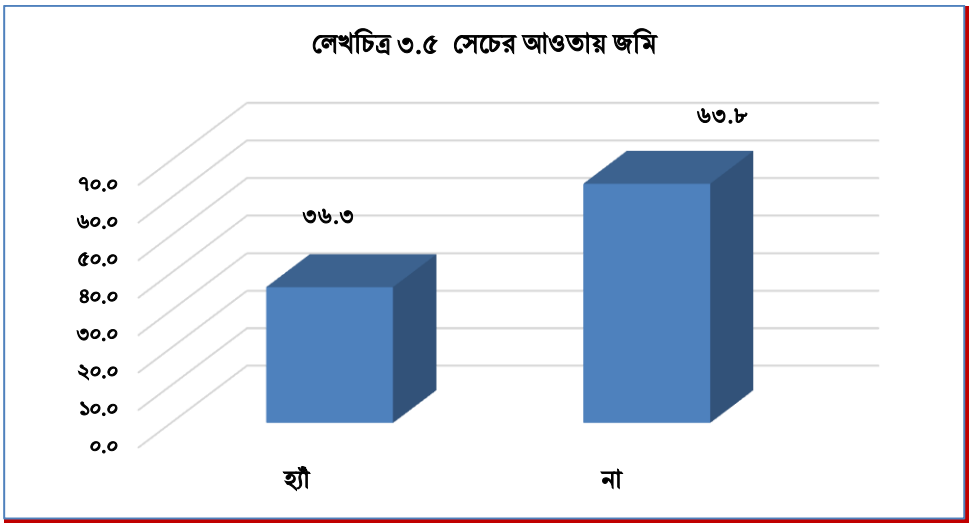

উত্তরদাতাদের শতভাগ মনে করে যে, বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে তাঁদের এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে, শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ মত দেন যে ছেলে মেয়েরা বেশী সময় ধরে পড়াশুনা করতে পারে, শতকরা ৮৫ ভাগ মনে করেন চিকিৎসা সেবার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে এমন বিষয়ে মত দিয়েছেন শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ উত্তরদাতা। স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন ৬০% উত্তরদাতা। হাট বাজারের উন্নতি হবে এমন মন্তব্য করেন শতকরা প্রায় ৫৯ ভাগ উত্তরদাতা, কম্পিউটার এবং ইন্টানেট ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাবে বিষয়ে ৫৩% উত্তরদাতা তাদের মতামত দিয়েছেন। মৎস্য চাষ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বিষয়ে প্রায় ৪৩% উত্তরদাতা মত দিয়েছেন এবং চুরি ডাকাতিসহ অন্যান্য অপরাধ কম হবে বিষয়ে মত দিয়েছেন শতকরা ৪২ ভাগ উত্তরদাতা। বিস্তারিত (সারণি-৩.২৯) দেখা যেতে পারে।

সারণি-৩.২৯: বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কারণে কন্ট্রোল এলাকার উত্তরদাতাদের মতামত (n=২৪০)

ক্রমিক	বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে উপকারিতা	সংখ্যা	%
১	ছেলে মেয়েরা বেশী সময় ধরে পড়াশুনা করতে পারে	২৩৪	৯৭.৫
২	চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়	২০৫	৮৫.৪
৩	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়	১৫১	৬২.৯
৪	স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে	১৪৫	৬০.৪
৫	হাট বাজারের উন্নতি হয়	১৪১	৫৮.৮
৬	কম্পিউটার এবং ইন্টানেট ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়	১২৮	৫৩.৩
৭	স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়	১২৩	৫১.৩
৮	এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হতে পারে	১১২	৪৬.৭
৯	মৎস্য চাষ বৃদ্ধি করা যায়	১০৩	৪২.৯
১০	চুরি ডাকাতি অন্যান্য অপরাধ কম হত	১০১	৪২.১
১১	সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেত	৯৯	৪১.৩
১২	রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যেত	৮৮	৩৬.৭
১৩	মহিলাদের কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেত	৮৭	৩৬.৩
১৪	হাঁস-মুরগির চাষ বৃদ্ধি করা যায়	৭৬	৩১.৭
১৫	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বৃদ্ধি করা যায়	৫২	২১.৭
	একাধিক উত্তর		

৩.৫.৪ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের ১৯টি পিবিএস থেকে ১০টি পিবিএস থেকে দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে ১২০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়। বিদ্যুতের ব্যবহার ও তার প্রভাব সম্পর্কিত একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ১১৭ জন মালিক, ৩ জন ম্যানেজার/কর্মচারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। নিম্নে তাঁদের তথ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

৩.৫.৪.১ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

উত্তরদাতাদের ৯৮% পুরুষ ও বাকী ২% মহিলা। তাঁদের মধ্যে ৩৫% এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি বা তার বেশী, ৩৩% ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ করেছেন। বাকী ৪১% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। বিস্তারিত তথ্য **(সারণি-৩.৩০)** এ বিধৃত হ'ল।

সারণি-৩.৩০: উত্তরদাতাদের লিঙ্গ ও শিক্ষাগত তথ্য

লিঙ্গ	সংখ্যা	শতকরা হার
পুরুষ	১১৭	৯৭.৫
মহিলা	৩	২.৫
মোট	**১২০**	**১০০.০**
উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা		
শিক্ষা	সংখ্যা	%
১-৫ম শ্রেণি	২৯	২৪.২
৬ষঠ-৮ম শ্রেণি	৪১	৩৪.৪
৯ম-১০ শ্রেণি	৮	৬.৬
এস এস সি তার উর্ধ্বে	৪২	৩৫.০
মোট	**১২০**	**১০০.০**

৩.৫.৪.২ প্রতিষ্ঠানের ধরণ

সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৩৯% মুদির দোকান, প্রায় ১০% চায়ের দোকান ও হোটেল/রেস্টুরেন্ট, প্রায় ৫% ফার্মেসী/ডাক্তারখানা। অন্যান্য দোকানের মধ্যে সারের ও কীটনাশকের দোকান, ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকান, হার্ডওয়ারের দোকান, ফার্নিচারের দোকান, গ্লাস হাউস, বইয়ের দোকান, টিনের/নির্মাণ সামগ্রীর দোকান ইত্যাদি রয়েছে। বিস্তারিত তথ্য **সারণি-৩.৩১**।

সারণি-৩.৩১: প্রতিষ্ঠানের ধরন

ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
মুদী দোকান	৪৭	৩৯.২
চায়ের দোকান	৮	৬.৭
রেস্টুরেন্ট/হোটেল	৪	৩.৩
কাপড়ের দোকান	৯	৭.৫
কাপড় সেলাই/দর্জি দোকান	৪	৩.৩
ডাক্তার খানা/ঔষধের দোকান	৬	৫.০
সারের/কীটনাশক/পশুপাখির খাবারের দোকান	৪	৩.৩
অন্যান্য (বেকারী, ফার্নিচার, গ্লাস হাউজ, বই লাইব্রেরি, ইলেট্রিক দোকান, হার্ডওয়ার দোকান ইত্যাদি	৩৮	৩১.৭
মোট	১২০	১০০.০

৩.৫.৪ .৩ প্রতিষ্ঠানের জনবল ও আয়-ব্যয়

সমীক্ষা এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সংখ্যক জনবল কাজ করেন। দেখা যায় যে, ৬০% দোকানে কাজ করেন মাত্র ১ জন লোক, ৩২% দোকানে কাজ করেন ২-৩ জন লোক, প্রায় ৭% দোকানে কাজ করেন ৪ জনের বেশী লোক। প্রতিটি দোকানে গড়ে ২ জন লোক কাজ করেন **(সারণি-৩.৩২)**। উত্তরদাতাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি দোকানের বার্ষিক আয় গড়ে **৩৭২,১২৫** টাকা। আয়ের তথ্য থেকে দেখা যায় যে পাঁচ লক্ষ টাকা বা তার বেশী আয় সম্পন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার প্রায় ১৭% ও ২০০,০০০- ৫০০,০০০ টাকা আয় করেন ৫১% ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাকী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিটিতে ২ লক্ষ টাকার নিচে আয় হয়ে থাকে। অন্য দিকে তাদের গড় ব্যয় প্রায় **২৭৬,১৯১** টাকা। ফলে বার্ষিক গড় লাভ দাঁড়ায় প্রায় ৯৫,৯৩৪ টাকা অথবা মাসিক লাভ প্রায় ৭,৯৯৪ টাকা **(সারণি-৩.৩৩)**।

সারণি -৩.৩২ দোকানের জনবল

কতজন	সংখ্যা	শতকরা হার
১ জন	৭৩	৬০.১
২-৩ জন	৩৮	৩১.৬
৪-৫ জন	৬	৫.০
৫ জনের বেশী	৩	২.৪
মোট	১২০	১০০.০
গড়	২.০	

সারণি -৩.৩৩ ব্যবসায় বাৎসরিক আয় ও ব্যয়

বাৎসরিক আয় (টাকা)	সংখ্যা	শতকরা হার
১০০০০০ টাকা পর্যন্ত	৪.০	৩.৩
১০০০০১ - ২০০০০০	৩৪	২৮.৩
২০০০০১ - ৩০০০০০	২৯	২৪.২
৩০০০০১ - ৪০০০০০	১৯.০	১৫.৮
৪০০০০১ -৫০০০০০	১৪.০	১১.৭
৫০০০০০ টাকার বেশী	২০.০	১৬.৭
মোট	১২০.০	১০০.০

গড় আয়	**৩৭২,১২৫**	
ব্যবসায় বাৎসরিক ব্যয়		
১০০০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫.০	১২.৫
১০০০০১ - ২০০০০০	৪৩	৩৫.৮
২০০০০১ - ৩০০০০০	২৭	২২.৫
৩০০০০১ - ৪০০০০০	১৬.০	১৩.৩
৪০০০০১ -৫০০০০০	৯.০	৭.৫
৫০০০০০ টাকার বেশী	১০.০	৮.৩
মোট	১২০.০	১০০.০
গড় আয়	**২৭৬,১৯১**	

৩.৫.৪ .৪ বিদ্যুৎ সংযোগ

সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্প চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন। সংযোগ পেতে গ্রাহকের কোন অসুবিধা হয়নি। তবে কম সংখ্যক গ্রাহক বলেছেন কিছু অসুবিধা হয়েছিল। অসুবিধা হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন অপেক্ষা করতে হয়েছিল, আবেদনের পর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে গড়ে ৩০ দিন বা ১ মাস সময় লেগেছিল। সংযোগ পেতে সর্বোচ্চ ৬০ দিন ও সর্বনিম্ন ১৫ দিন সময় লেগেছিল।

৩.৫.৪.৫ বিদ্যুৎ সংযোগের সুবিধা

বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার ফলে তাদের ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা হচ্ছে। দোকানে বিক্রির পরিমাণ বাড়ছে বলেছেন (৯৩%), দোকানে বিদ্যুৎ থাকার জন্য মালামাল সহজে তৈরি করা যায় (৯১%)। অনেক রাত পর্যন্ত দোকান খোলা রাখা সম্ভব হচ্ছে (৭৩%), ফলে তাদের বিক্রির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে; ক্রেতা আকর্ষণ করার জন্য অনেক দোকানে বিশেষ করে খাবার দোকানে টিভি চালানো হয় (৬৩%)। দোকানে ফ্রিজ ব্যবহার করা হচ্ছে (৫৪%), ফলে খাদ্যদ্রব্য পচন থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। ফার্মেসী ও সরকারী এবং বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সহজে প্রয়োজনীয় ঔষধ, টীকা ও ইনজেকশন সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। **(লেখচিত্র-৩.৬)**। এ সমস্ত সুবিধার ফলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গড়ে ২৫% এর বেশী আয় বেড়েছে।

লেখচিত্র ৩.৬ বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে ব্যবসার সুবিধাসমূহ

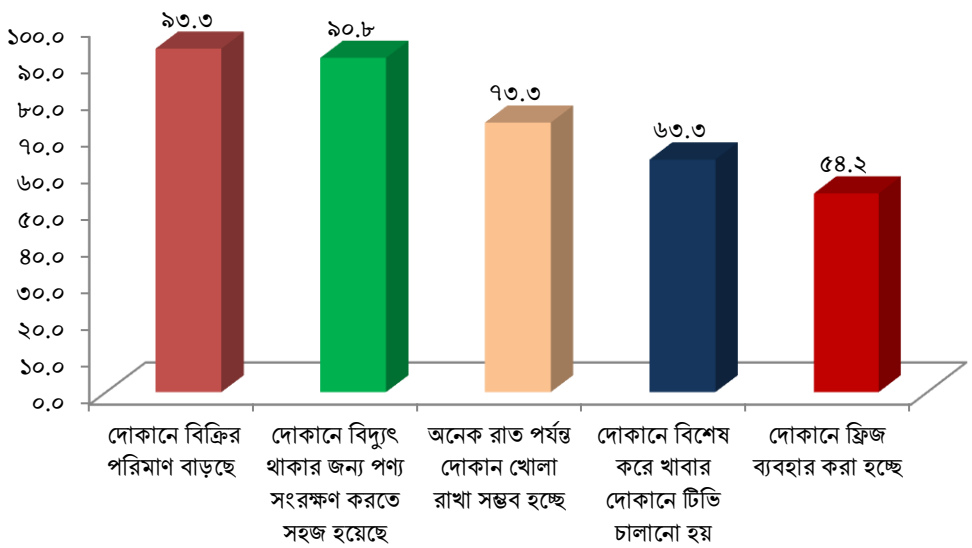

৩.৫.৪.৬ ডিজেলের তুলনায় বিদ্যুৎ ব্যবহারে খরচ

ব্যবহারকারীদের ১০০% বলেছেন যে, বিদ্যুতে ডিজেলের তুলনায় খরচ কম। তাঁরা মনে করেন ডিজেলের তুলনায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে তাদের খরচ প্রায় ৮০% সাশ্রয় হয়েছে। তাদের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, একদিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের খরচ কমেছে অন্যদিকে বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়েছে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে।

৩.৫.৪.৭ বিদ্যুতের লোডশেডিং

বাণিজ্যিক গ্রাহকদের সবাই বলেছেন যে তাঁদের এলাকায় লোড শেডিং হয়। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দৈনিক লোড শেডিং এর পরিমাণ গড়ে ২ ঘন্টা, সর্বোচ্চ ৩ ঘন্টা ও সর্বনিম্ন ১ ঘন্টা। প্রায় ৩৪% গ্রাহক বলেছেন যে, লোড শেডিং এর ফলে তাদের বিক্রয় কমে যায়। প্রায় ৪৪% মনে করেন বিদ্যুৎ না থাকলে মালামাল নষ্ট হয়ে যায়, ৩০% মনে করেন সময়মত বিক্রয় করা যায় না, ও ৪৬% মনে করেন বিকল্প হিসাবে ডিজেল ব্যবহারে তাঁদের খরচ বেড়ে যায় **(সারণি-৩.৩৪)**।

সারণি-৩.৩৪ লোডশেডিং এর কারণে ব্যবসার ক্ষতি

ক্ষতি	সংখ্যা	শতকরা হার
বিক্রয় কম হয়	৪১	৩৪.২
বিদ্যুৎ না থাকলে মালামাল নষ্ট হয়	৫৩	৪৪.২
সময় মত বিক্রয় করা যায় না	৩৬	৩০.০
ডিজেল ব্যবহার করলে খরচ বেশী হয়	৫৬	৪৬.৭
একাধিক উত্তর	১২০	

৩.৫.৫ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত সেচ পাম্প মালিকদের উপর প্রভাব

বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত সেচ পাম্প ব্যবহারে বিদ্যুতের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য মোট ২৪টি পাম্পের মালিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। নিম্নে তাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বর্ণনা করা হলো:

৩.৫.৫.১ উত্তরদাতার তথ্য

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের ১০০% মালিক **(সারণি-৩.৩৫)**। মালিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রায় ৭০% হল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত এবং এসএসসি বা তার উর্ধ্বে বাকী ৩০% পাশ করেছেন। দুই ধরণের সেচ পাম্প ব্যবহার করা হয় ৭৫% গভীর নলকূপ, ২৫% অগভীর নলকূপ। সেচ পাম্প এর সাহায্যে সেচকৃত জমির পরিমাণ গড়ে ৩১ একর, সর্বোচ্চ ৭৫ একর ও সর্বনিম্ন ৭ একর। **(সারণি-৩.৩৬)**

সারণি -৩.৩৫: উত্তরদাতাদের পদবী

পদবী	সংখ্যা	শতকরা হার
মালিক	২৪	১০০.০
ম্যানেজার	-	-
মোট	২৪	১০০.০

সারণি -৩.৩৬ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষা	সংখ্যা	শতকরা হার
স্কুলে যায় নাই	-	-
১-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত	৭	২৯.২
৬ষঠ-৮ম শ্রেণি	৫	২০.৮
৯ম-১০ শ্রেণি	৫	২০.৮
এস এস সি তার উর্ধ্বে	৭	২৯.২
মোট	২৪	১০০.০
প্রতিষ্ঠানের ধরণঃ		
অগভীর নলকূপ	৬	২৫.০
গভীর নলকূপ	১৮	৭৫.০
মোট	২৪	১০০.০
সেচকৃত জমির পরিমাণ গড়ে	২৮ একর	

৩.৫.৫.২ বিদ্যুৎ সংযোগ

বেশির ভাগ পাম্পের মালিক ২০১৮ সালে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন। গড়ে ৪৯ মাস ধরে পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ৮৩% গ্রাহকের সংযোগ পেতে কোন অসুবিধা হয়নি। তবে বাকি ১৭ ভাগ একটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেনঃ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আবেদন করার পর পাম্প গ্রাহকদের গড়ে ৫১ দিন সময় লেগেছিল, সর্বোচ্চ ৩৬০ দিন ও সর্বনিম্ন ৭ দিন। বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার আগে ৪২ ভাগ পাম্প মালিক প্রধানত: ডিজেল পাম্প ব্যবহার করতেন; অবশিষ্ট ৫৮ ভাগ মালিক বিদ্যুৎ সংযোগ আসার পর পাম্প ব্যবহার শুরু করেছেন। গড় মাসিক বিদ্যুৎ খরচ ৬,৮৪৫ টাকা, সর্বোচ্চ ২০০০০ টাকা ও সর্বনিম্ন ১১০০ টাকা। সবাই সময়মত বিদ্যুৎ বিল পেয়ে থাকেন ও দুই একজন ছাড়া সবাই সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেন (সারণি-৩.৩৭ থেকে ৩.৪০)।

সারণি-৩.৩৭ বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে অসুবিধা হয়েছে কিনা

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৪	১৬.৭
না	২০	৮৩.৩
মোট	২৪	১০০.০
অসুবিধা সমূহ		
অপেক্ষা করতে হয়েছিল	৪	১০০.০
অতিরিক্ত টাকা পয়সা লেগেছিল	-	-
n	৪	

সারণি-৩.৩৮: আবেদন করা থেকে সংযোগ পাওয়া (দিনে)

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৫১	৩৬০	৭

সারণি-৩.৩৯: সংযোগ পাওয়ার পূর্বে সেচ পাম্প ব্যবহার হয়েছে কিনা

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১০	৪১.৭
না	১৪	৫৮.৩
মোট	২৪	১০০.০

সারণি-৩.৪০: মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ (টাকায়)

গড়	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৬৮৪৫	২০০০০	১১০০

৩.৫.৫.৩ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত পাম্পের আয় ও ব্যয়

পাম্প মালিকদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সেচ পাম্পের বার্ষিক গড় আয় ২১৯,৯৮৩ টাকা। আয়ের বন্টন থেকে জানা যায় যে, ৬৬% পাম্প থেকে প্রাপ্ত গড় বাৎসরিক আয় ১০০,০০০-২০০,০০০ টাকা। ২ লক্ষ টাকার উপরে ৮%। পাম্প পরিচালনার জন্য গড়ে বাৎসরিক ১৫৬,৯৫৮ টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ প্রতিটি পাম্প থেকে মালিকের মোট মুনাফা হয় গড়ে ৬৩,০২৫ টাকা (**সারণি-৩.৪১**)।

সারণি -৩.৪১: পাম্প থেকে বাৎসরিক আয় ও ব্যয়

বাৎসরিক আয় টাকা	সংখ্যা	শতকরা হার
১০০০০০ টাকা পর্যন্ত	৬	২৫.০
১০০০০১ - ২০০০০০	১৬	৬৬.৬
২০০০০০ টাকার বেশী	২	৮.৩
মোট	২৪	১০০.০
গড় আয়	২,১৯,৯৮৩	

বাৎসরিক আয় টাকা	সংখ্যা	শতকরা হার
পাম্প থেকে বাৎসরিক ব্যয়		
১০০০০০ টাকা পর্যন্ত	১৪	
১০০০০১ - ২০০০০০	৮	
২০০০০০ টাকার বেশী	২	
মোট	২৪	১০০.০
গড় আয়	১,৫৬,৯৫৮	

৩.৫.৫.৪ বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনে সুবিধা

বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে তাঁরা বিভিন্ন ধরণের সুবিধা পাচ্ছেন। সবাই বলেছেন যে, কম মূল্যে অধিক জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে; পূর্বে ডিজেল দিয়ে পাম্প চালিয়ে কম লাভ করা হতো, বর্তমানে বেশী লাভ করা যাচ্ছে। খরচ কম হওয়ায় কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন ও কৃষি উৎপাদন বাড়ছে। ৭১% পাম্প মালিকরা মনে করেন যে, এতে সেচের গ্রাহক সংখ্যা বাড়ছে (**সারণি-৩.৩৬**)। বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে পাম্প মালিকরা জানায় যে তাদের গড় আয় ৩৮ ভাগ বেড়েছে। আয় বৃদ্ধির বন্টন থেকে দেখা যায় যে প্রায় ১৭ ভাগের বেশি পাম্প মালিকের আয় ৬০ ভাগের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, ২৯ ভাগ মালিকরা বলেছেন তাঁদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১-৬০ ভাগ এবং অবশিষ্ট প্রায় ১৩ ভাগ মালিক বলেছেন তাদেরও আয় বেড়েছে ২০ ভাগ পর্যন্ত (**সারণি-৩.৪২ থেকে ৩.৪৫**)।

সারণি-৩.৪২ বিদ্যুৎ ব্যবহারে সুবিধাসমূহ

সুবিধাসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
ডিজেল দিয়ে চালিয়ে লাভ করা যেত না	২৪	১০০.০
গ্রাহক সংখ্যা বাড়ছে	১৭	৭০.৮
কম মূল্যে অধিক জমিতে সেচ দেওয়া যায়	২৪	১০০.০
আয় বাড়ছে খরচ কমছে	১৭	৭০.৮
কৃষকরা লাভবান হয়েছে/উৎপাদন বাড়ছে	১৯	৭৯.২
একাধিক উত্তর	২৪	

সারণি-৩.৪৩ বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কারণে আয় পূর্বের তুলনায় কতভাগ বাড়ছে

%	সংখ্যা	শতকরা হার
২০	৩	১২.৫
২১-৪০	৯	৪০.৯
৪১-৬০	৭	২৯.২
৬০ এর বেশী	৪	১৬.৬
মোট	২৪	১০০.০

সারণি-৩.৪৪ বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কারণে আয় পূর্বের তুলনায় কতভাগ বাড়ছে

%	সংখ্যা	শতকরা হার
২০	৩	১২.৫
২১-৪০	৯	৪০.৯
৪১-৬০	৭	২৯.২
৬০ এর বেশী	৪	১৬.৬
মোট	২৪	১০০.০

সারণি-৩.৪৫ এলাকায় কি পরিমাণ সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার কারণে হয়েছে

কত টা	সংখ্যা	শতকরা হার
১-৫টি	১১	৪৫.৮
৬-২০ টি	৮	৩৩.৩
২০ এর বেশী	৫	২০.৯
মোট	২৪	১০০.০

৩.৫.৬ কী ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ (কেআইআই) এর থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী

কী ইনফরমেন্টস সাক্ষাতকার হিসাবে পিবিএস এর অফিসিয়াল এবং এলাকার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ যারা এলাকার উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কে খবর রাখেন, এমন লোকদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। ১০টি পিবিএস থেকে ৬১ জনের কেআইআই সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচিত কী ইনফরমেন্টদের অধিকাংশ (৯২%) পুরুষ, এবং প্রায় ৮% নারী। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা খানা প্রধানের তুলনায় অনেক বেশী। কী ইনফরমেন্টসদের বেশীরভাগ এসএসসি, এইচএসসি অথবা গ্রাজুয়েট পাশ করেছেন। নির্বাচিত কী ইনফরমেন্টগণকে বিভিন্ন পেশা থেকে বাছাই করা হয়েছে। বেশীর ভাগই হলেন ব্যবসা, সরকারি এবং বেসরকারি চাকুরি, এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তি যাদের বিদ্যুৎ সম্পর্কিত জ্ঞান আছে এমন, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ধর্মীয় নেতা ও অন্যান্য পেশাজীবী রয়েছেন। **(সারণি-৩.৪৬)**।

সারণি-৩.৪৬: **উত্তরদাতাদের লিঙ্গ,শিক্ষা এবং পেশা ভিত্তিক তথ্য**

পুরুষ/মহিলা	সংখ্যা	শতকরাহার
পুরুষ	৫৬	৯১.৮
মহিলা	৫	৮.২
মোট	৬১	১০০.০
শিক্ষা	সংখ্যা	শতকরাহার
১-৫ম শ্রেণি	৮	১৩.১
৬-১০ শ্রেণি	৭	১১.৫
এস এস সি পাশ	৮	১৩.১
এইচ এস সি	৫	৮.২
বি এ এসসি (ইঞ্জিনিয়ার)	১৫	২৪.৬
এম এ পাশ	১৮	২৯.৫
মোট	৬১	১০০.০
পেশার বন্টন		
পেশা	সংখ্যা	শতকরাহার
কৃষক	৭	১১.৫
গৃহস্থলী/মহিলা মেম্বার	১	১.৬
সরকারী চাকুরী	৪	৬.৬
বেসরকারী চাকুরী	৪	৬.৬
ব্যবসা	১৮	২৯.৫
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৪	৬.৬
শিক্ষক	১০	১৬.৪
পেশাজীবি (ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার, ধর্মীয় নেতা/ ইমাম ইত্যাদি)	১২	১৯.৭
মোট	৬১	১০০.০

৩.৫.৬.১ বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা

কী ইনফরমেন্টসদের সবাই স্বীকার করেছেন যে, বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে গ্রাহকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের সুবিধার কথা তাঁরা স্বীকার করেছেন। প্রধান সুবিধা: ছেলে মেয়েরা বেশী সময় পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পারে (৮৭%), রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৮৪%), এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার ফলে চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৮০%), স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৬৭%), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসার লাভ হয়েছে (৬৭%), কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে (৬২%), যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে (৫৯%), সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে (৬৭%), চুরি ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধ কমেছে (৫৭%), হাট বাজারের উন্নতি হয়েছে (৬৩%), হাঁস মুরগীর চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে (৪২%), মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে (২৬%), মহিলাদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে (২৯%) ইত্যাদি **(সারণি-৩.৪৭)**।

সারণি -৩.৪৭ : বিদ্যুৎ ব্যবহারে সুবিধা সমূহ

উত্তর	সংখ্যা	শতকরাহার
বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুবিধা এবং এলাকার উন্নতি		
হ্যাঁ	৬১	১০০.০
না	-	-
মোট	৬১	১০০.০
উত্তর হ্যাঁ হলে, কিভাবে		
সুবিধাসমূহ	সংখ্যা	শতকরাহার
ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া বেশী সময় পর্যন্ত করতে পারে	৫৩	৮৬.৮
রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৫১	৮৩.৬
এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে	৪৯	৮০.৩
চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৭	৭৭.০
স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৪১	৬৭.২
কুটির শিল্পের বৃদ্ধি হয়েছে	৪১	৬৭.২
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে	৩৬	৫৯.০
কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৮	৬২.৩
সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে	৪১	৬৭.২
হাট বাজারের উন্নতি হয়েছে	৩৯	৬৩.৯
হাঁস-মুরগির চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	২৬	৪২.৬
মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	১৬	২৬.২
চুরি ডাকাতি অন্যান্য অপরাধ কমেছে	৩৫	৫৭.৪
মহিলাদের কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	১৮	২৯.০
একাধিক উত্তর	৬১	

এক প্রশ্নের উত্তরে সবাই বলেন যে, বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে এলাকার উন্নতি হয়েছে। কোন কোন খাতের উন্নতি হয়েছে, এমন প্রশ্নের উত্তরে ৮৭% কী ইনফরমেন্টস মনে করেন, শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছে। অন্যান্য খাতের মধ্যে চিকিৎসা সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে (৮২%), মুরগীর খামার গড়ে উঠেছে (৮০%), সেচ পাম্প প্রসার লাভ করেছে (৭০%), এলাকায় রাইস মিল গড়ে উঠেছে (৬৭%), হাট বাজার ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে (৪৮%), ইত্যাদি **(সারণি-৩.৪৮)।**

সারণি -৩.৪৮: বিদ্যুৎ ব্যবহারে সুবিধাসমূহ

উন্নতির খাতসমূহ	সংখ্যা	শতকরাহার
শিক্ষা খাতে উন্নতি হয়েছে	৫৩	৮৬.৮
চিকিৎসা সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	৫০	৮১.৯
হাঁস, মুরগীর খামার গড়ে উঠেছে	৪৯	৮০.৩
সেচ পাম্প প্রসার লাভ করেছে	৪৭	৭০.৫
এলাকায় রাইস মিল গড়ে উঠেছে	৪৩	৬৭.২
হাট বাজার ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে	২৯	৪৭.৫
একাধিক উত্তর	৬১	

৩.৫.৬.২ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ

বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে ৯১% কী ইনফরমেন্টস মনে করেন যে এলাকায় অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে বেশী গড়ে উঠেছে রাইছ মিলস (৯০%), স'মিল (৭৫%), ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন (৬৬%), লেদ মেশিন/ওয়ার্কশপ (৬৯%), আইসক্রিম কারখানা (৫২%) ইত্যাদি। অধিকাংশের মতে বিদ্যুৎ আসার ফলে এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। প্রতি দশ জনের মধ্যে ৯ জনের ও বেশী মনে করেন, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বিদ্যুতের গুণগত মান অনেক ভাল। তারা মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে মাসিক কেরোসিন খরচ কমেছে। গড় মাসিক খরচ কমার পরিমাণ ২২০ টাকা, সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা ও সর্বনিম্ন ৬০ টাকা। কী ইনফরমেন্টসদের সবাই মনে করেন যে, বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে দেশব্যাপী ইন্টারনেট ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার ফলাফল এলাকায় বসেই জানতে পারে (৯৩%), ভর্তি প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে (৮৪%), ইন্টারনেটের মাধ্যমে চাকুরির ও ভর্তির আবেদন করা যায় (৬৪%), অন লাইনে পত্রিকা পড়া যায় (৬৯%), ইত্যাদি।

৩.৫.৭ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য প্রকল্প এলাকা থেকে মোট ১০টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি এফজিডি'তে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত গ্রাহক, পিবিএস কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ যারা বিদ্যুৎ সম্পর্কে অবগত। এফজিডি'তে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১২০ জন অর্থাৎ প্রতিটি এফজিডি-তে গড়ে প্রায় ১০-১২ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

অংশগ্রহণকারীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাঃ অংশগ্রহণকারীদের গড় বয়স প্রায় ৪৪ বছর। বয়সের বন্টন থেকে দেখা যায় যে, সংখাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণকারীদের বয়স ৩০-৪৯ বছর, ২৮% এর বয়স ৫০ বা তার বেশি, আর মাত্র ২০% অংশগ্রহণকারীদের বয়স ৩০ বছরের নিচে। অর্ধেকের বেশী অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাশ বা তার বেশি। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিতঃ কৃষি কাজে ৪৪%, ব্যবসায়ী ২২%, চাকুরী ১৬%, গৃহিণী ১২% ইত্যাদি।

বিদ্যুৎ সংযোগে এলাকার উন্নতিঃ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ প্রায় ১০০% জানিয়েছেন যে, তারা ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সবাই জানান যে, বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার ফলে এলাকার অনেক শাখায় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। যেমনঃ

- শিল্প-কারখানার প্রসার ঘটেছে ২৫-৩০%;
- ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন হয়েছে প্রায় ৫০%;
- কৃষি খাতে উন্নতি হয়েছে প্রায় ৩০%;
- কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে ২০-২৫%;
- স্বাস্থ্য সেবা উন্নতি হয়েছে;
- শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে;
- হাঁস-মুরগী ও মৎস্য চাষ বৃদ্ধি ২০-৩০%;
- বিদ্যুতায়িত সেলাই মেশিনের প্রচলন বেড়েছে ২০-৩০%;
- নারীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে ৩০-৩৫%।

আলোচনায় অংশগ্রহকারীরা জানান বিদ্যুৎ আসার ফলে শিক্ষা, চিকিৎসা ও ব্যবসা খাতে বেশি উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ আসার ফলে এলাকায় নতুন নতুন ডায়াগনিস্টিক সেন্টার তৈরি হয়েছে। ফলে মানুষ অসুস্থ হলে নিজ এলাকাতেই চিকিৎসা নিতে পারছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ আসার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসার হয়েছে। তাছাড়া করোনাকালীন সময়ে যখন স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল তখন শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে zoom এ্যাপ এর মাধ্যমে ক্লাস করতে পারছে এবং ঘরে বসে পরিক্ষার ফলাফল ও অন্যান্য তথ্য জানতে পারে। এছাড়া ব্যাবসা খাতে অনেক উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ আসার ফলে এলাকায় অনেক দোকান ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন: রাইস মিল, স' মিল, বৈদ্যুতিক ওয়ার্কশপ, টিভি ও ফ্রিজ মেরামতের কারখানা, পোল্ট্রি খামার ইত্যাদি গড়ে উঠেছে।

বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে কৃষি খাতে উন্নয়ন: বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে এলাকায় অনেক সেচ পাম্প স্থাপন হয়েছে। একারণে কৃষকের যেমন উন্নতি হয়েছে তেমনিভাবে সেচ পাম্প মালিকও সাবলম্বি হয়েছে। পূর্বে ডিজেল চলিত সেচ পাম্প এর মাধ্যমে জমিতে পানি দিতে কৃষকের খরচ বেশী হতো। বিদ্যুৎ আসার ফলে সেচের খরচের পরিমাণ প্রায় ৪০% কমে গেছে।

বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি: বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে এলাকায় অনেক বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠেছে। এতে মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে নরীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে

নারীরা কুটির শিল্পে আগ্রহি হচ্ছে। তারা ঘরে বসেই নকশী কাথাঁ, সেলাই মেশিন ব্যবহার করে নিজেদের পোষাকসহ অন্যদের বিভিন্ন প্রকার পোষাক অর্ডার নিয়ে তৈরি করছে। এতে করে নরীরা সাবলম্বি হয়ে উঠেছে।

বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা: বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে ইন্টারনেট সংযোগের অনেক প্রসার ঘটেছে। মানুষজন বিশ্বের খবরা খবর অতি সহজেই নিতে পারছে, শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে, ঘরে বসেই চাকরির আবেদন করতে পারছে। তাছাড়া নারী ও পুরুষরা ডিজিটাল প্লাটফর্ম এ কনটেন্ট তৈরি করে আয়বর্ধনের মাধ্যমে নিজেদেরকে সাবলম্বি করছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণগত মানঃ পূর্বের তুলুনায় বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণগতমান খুবই ভাল, কারণ লোডশেডিং কমে গেছে। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ও ভোল্টেজ ওঠানামা কমে গেছে। বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ব্যবহৃত মালামালের গুণগত মান খুব ভালো দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দৈনিক গড়ে ১-২ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকেনা। বিশেষ করে স্কুল/কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যায় লেখাপড়া করার সময় বিদ্যুৎ থাকে না, এতে করে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সমস্যা হয় । অনেক সময় গ্রীডে সরবরাহ বন্ধ থাকলে, যন্ত্রপাতির ত্রুটির কারণে, আকস্মিক প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে, সরবরাহ লাইনে উন্নয়নমূলক কাজ হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকতে পারে। বিদ্যুতের ভোল্টেজ উঠানামা সম্পর্কে বলেন, মাঝে মাঝে ভোল্টেজ উঠানামা করে, এতে অনেক সময় টিভি ও বাল্বের ক্ষতি হয় তবে তা খুব কম। মাঝে মাঝে অসাভাবিক বিদ্যুৎ বিল আসে মর্মে মতামত প্রদান করেন।

বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে খানায় যেসব সুবিধা হয়েছে: বিদ্যুৎ থাকার ফলে খানা পর্যায়ে ছেলে মেয়েদের ইন্টারনেট ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ভর্তি ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে যার জন্য শহরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়না, পরীক্ষার ফলাফল জানা যায়, চাকুরীর আবেদন করা যায়, অন লাইনে পত্রিকা পড়া যায়, স্কুলে বই সংগ্রহের তারিখ সম্পর্কে জানা যায়। স্বাস্থ্য সেবা বিশেষ করে ডাক্তার খানা ও ফার্মেসিগুলো অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারছেন, আগে দূরদুরান্ত থেকে এ সকল ঔষধ সংগ্রহ করতে হতো বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে এতে করে বেকারত্বের হার হ্রাস পেয়েছে, নারীদের কর্মসংস্থান হয়েছে।

সেবার মান বৃদ্ধিঃ বিদ্যুৎ সেবার মান বাড়ানোর জন্য অংশগ্রহণকারীদের মতে লোড শেডিং কমানো, বিদ্যুৎ চলে গেলে অভিযোগ করার সাথে সাথে মেরামতের ব্যবস্থা করা, সাধারন জনগণের জন্য একটি অভিযোগ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা, নিরাপত্তার জন্য ইন্সুলেটেড তার ব্যবহার করা ও পিবিএস-এর তারের দাম কমানো, গ্রাহকদের সাথে সেবা প্রদানকারিদের নিয়মিত যোগাযোগ, সেবা প্রদানের দীর্ঘ সূত্রিতা পরিহার, গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা,মিটার চার্জ কমানো, বিদ্যুৎ এর রেট কমানো, সঠিক ভাবে মনিটরিং করা ইত্যাদি।

বিদ্যুৎ অপচয় রোধের জন্য অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শঃ ১) নিয়মিত লাইন পরিদর্শন ২) অবৈধ লাইন বিচ্ছিন্নকরণ ৩) অবৈধ লাইন চালানোর জন্য কঠোর আইন তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং অধিক পরিমাণ জরিমানা করা ৪) জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ৫) মিটারগুলো প্রিপেইড করা ইত্যাদি।

ব্যবহৃত বিদ্যুৎ সামগ্রী (wastage) সমূহ সংরক্ষণঃ এফজিডি'তে অংশগ্রহণকারীগণ বলেন বৈদ্যুতিক সমগ্রী নষ্ট হয়ে গেলে তা মেরামতের পর বৈদ্যুতিক সমগ্রী ডাস্টবিনে ফেলা এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে পুঁতে রাখা হয় যাতে পথচারীদের চলাচলে ও বাচ্চারা খেলাধুলার সময় কোন দূর্ঘটনা না ঘটে।

বিদ্যুৎ সংযোগর বিরূপ প্রভাবঃ বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে ছেলে মেয়েরা মোবাইল এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে, গভীর রাত পর্যন্ত জেগে মোবাইল ব্যবহার করছে, আগে ছেলে-মেয়েরা মাঠে খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকতো এখন মোবাইল, টেলিভিশন এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। বৈদ্যুতিক লাইন টানার সময় সঠিক ম্যাপ করা প্রয়োজন ছিল। তাহলে এলাকাবাসীর কৃষি জমি বাড়ীর জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে বিভিন্ন এলাকায় কিছু মুরগীর ফার্ম গড়ে উঠার কারণে এর বর্জ্য দ্বারা পরিবেশের ভারসাম্য কিছুটা হলেও নষ্ট হচ্ছে।

অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শঃ

- নিয়মিত লাইন পরিদর্শন করতে হবে;
- অবৈধ লাইন বিচ্ছিন্নকরণ অব্যাহত রাখতে হবে;
- অবৈধ লাইন সংযোগের ক্ষেত্রে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং অধিক পরিমাণ জরিমানা করা প্রয়োজন;
- জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ অব্যাহত রাখতে হবে;
- মিটারগুলো প্রিপেইড করা এবং ডিজিটাল মিটার ব্যবহার করতে হবে;
- বৈদ্যুতিক সামগ্রী নষ্ট হয়ে গেলে তা ডাস্টবিনে ফেলা এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে পুঁতে রাখা যাতে পথচারীদের চলাফেরা ও পরিবেশের ক্ষতি না হয়;
- বৈদ্যুতিক লাইন টানার সময় সঠিক ম্যাপ করা প্রয়োজন ছিল, তাহলে এলাকাবাসীর কৃষি জমি বাড়ীর জায়াগা ক্ষতিগ্রস্থ হতো না;
- বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণগতমান বজায় রাখা;
- আকস্মিক প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করা।

৩.৫.৮ সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত ফলাফল

সমীক্ষা কাজের জন্য নির্বাচিত ১০টি পিবিএস এর বর্তমান অবস্থা চেকলিস্ট অনুযায়ী সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পিবিএসসমূহের বিতরণকৃত লাইন এবং ট্রান্সফরমারের তেমন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ফিডার গুলোর গুণগত মান পরীক্ষা করা আছে এবং সেগুলোর ওয়ারেন্টি আছে। এছাড়া সমীক্ষক দলের সদস্যগণ পরিদর্শণকালীন সময়ে স্থাপিত ট্রান্সফরমারসমূহের বাহ্যিক অবস্থা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছেন। দেখা যায় যে, স্থাপিত ট্রান্সফরমারগুলো থেকে তেল পড়ে না। স্থাপিত ট্রান্সফরমারে অস্বাভাবিক শব্দ দূষণ হয় না। এছাড়া সাব-ষ্টেশনগুলোতে ফ্রিকোয়েন্সি মাপার যন্ত্র আছে। উপকেন্দ্র গুলোতে যাতায়ত ব্যবস্থা এবং উপকেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ভাল আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

পরিদর্শন সময়ে দেখা যায় যে, ট্রান্সফরমারে এবং বৈদ্যুতিক লাইনের পার্শ্ববর্তী গাছপালায় আবৃত হয়ে আছে। উক্ত গাছের ডালপালাগুলো কর্তন করে পথসত্ব ঠিক রাখা প্রয়োজন। গ্রাহকদের বাড়িতে গিয়ে লাইন পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, মিটারে কোন সমস্যা নেই। এছাড়া গ্রাহকদের সাথে আলোচনা করে বিদ্যুৎ সম্পর্কিত সমস্যার কথা জানা যায়নি। শুধু জানান যে, সন্ধ্যাকালীন কিছুটা লোড-শেডিং হয়। সাব-স্টেশন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ভবিষ্যতে প্রায় দ্বিগুন ক্যাপাসিটির বিদ্যুৎ সরবরাহের সংস্থান রাখা হয়েছে।

সমীক্ষা টিম কুমিল্লা পিবিএস-২ এ ৩৩/১১ কেভি (১০ এমভি) বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র (ইনডোর পরিদর্শন করছেন

৩.৫.৯ প্রকল্পের প্রভাবজনিত বাস্তব উদাহরণ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী ৪ জন সুফলভোগীর কেস স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে।

১। মো: শরিফুল ইসলাম, গ্রাম: মালাপাড়া, ইউনিয়ন: দ্বাদশগ্রাম, উপজেলা: হাজিগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর। তিনি এস.এস.সি পাশ। তাঁরা ১ ভাই ৪ বোন। পেশা-সেচ পাম্প পরিচালনা। পাম্পের আওতায় মোট জমির পরিমাণ ১৫ একর। ডিজেল চালিত পাম্প দিয়ে শুরু করলেও বর্তমানে বিদ্যুতের সাহায্যে পাম্প পরিচালনা করা হয়। এ খাত থেকে পূর্বের তুলনায় বছে ৩২০০০.০০ (৫২০০০.০০-২০০০০.০০) টাকা বেশি উপার্জন হয়। ফলে তার সংসারে বর্তমানে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে।

২। মো: কামাল উদ্দিন, এইচ.এস.সি পাশ করার পর বাবা আবুল কালামের সাথে কৃষি কাজে সাহায্য করতেন। কামাল উদ্দিনের বাবা অনেক কষ্টে ২০০০ সালে তাকে অর্থ উপার্জনের জন্য সৌদি আরবে পাঠান। সৌদি আরবে থেকে ফিরে এসে ২০১১ সালে নিজ উদ্যোগে ৩০০ মুরগী দিয়ে শুরু করেন তার উদ্যোক্তা হওয়ার পথযাত্রা। কেরোসিন তেলের হারিকেন দিয়ে ব্রুডার বানিয়ে মুরগীর বাচ্চা পালন শুরু করা হয় যা ব্যয়বহুল ছিল। ২০১৪ সালে এলাকা বৈদ্যুতিক সংযোগের আওতায় আসে। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, কেরোসিন এর ব্রুডার ব্যবহারের কারণে ৩০০ বাচ্চা পালন করতে গিয়ে খরচ প্রায় ২৩০০/- টাকা যেখানে বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে খরচ হয় প্রায় ৭০০-৮০০ টাকা। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যুত ব্যবহারে ৩০০ বাচ্চা পালন করতে গিয়ে সাশ্রয় হচ্ছে প্রায় ১৬০০-১৭০০ টাকা।

৩। শামিমা আক্তার, বয়স ৩২ বছর। তার বেড়ে উঠা কুমিল্লা জেলার ময়ুরা গ্রামে। সে গরিব পরিবারের মেয়ে। শামিমার বয়স যখন ১২ বছর, তখন তার বাবা মারা যায়। বিধবা মা অনেক কষ্ট করে শামিমাকে ২০০০ সালে এস.এস.সি পাশ করায়। শামিমারা ৩ বোন ১ভাই। শামিমা সবার বড়; বীরফত্মানে বয়স-৩৮, বিবাহিতা। বর্তমানে তিনি স্থানীয় বাজারে টেইলারিং এর দোকান দিয়েছেন। কেরোসিন জ্বালানোর কারণে মাসে প্রায় ১৫০০-১৬০০ টাকা খরচ হতো। কিন্তু এখন, বিদ্যুতের সংযোগের কারণে বিল আসছে ৭০০-৮০০ টাকা। ফলে দেখা যাচ্ছে মাসে প্রায় তার স্বাশ্রয় হচ্ছে- ৮০০-৯০০ টাকা।

৪। মো: শাহজাহান মিয়া, বয়স ৪৫ বছর। তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার আজগরা ইউনিয়নের কোমড্ডা গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ম শ্রেণী পাশ শাহজাহান মিয়া প্রথমে পুরাতন ডিজেল চালিত সেচ পাম্প দিয়ে ব্যবসা শুরু করলেও এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগের পর বিদ্যুৎচালিত সেচ পাম্প ব্যবহার করে সেচ মৌসমে বিদ্যুৎ দিয়ে সেচ পাম্প চালানোর ফলে তার নীট লাভ হচ্ছে- (৬৫,০০০-২৭,০০০)=৩৮,০০০ হাজার টাকা।

সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের বিস্তারিত বর্ণনা সংযুক্তি ১১তে দেয়া হলো-

৩.৫.১০ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ এর সম্মেলন কক্ষে ৩০ এপ্রিল, ২০২৩, সময়: বিকাল ২.৩০ ঘটিকায় স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারিগণের মধ্যে প্রধান অতিথি: জনাব, এস এম হামিদুল হক, প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুখ্য আলোচক ছিলেন: জনাব, মোহাম্মদ মাহিদুর রহমান, পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ আনসারী, উপ পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সরদার মোঃ আবুল কাশেম, প্রকল্প পরিচালক, (বাপবিবোর্ড), মোঃ শরিফুল ইসলাম সরকার, প্রকল্প পরিচালক, (বাপবিবোর্ড), জেনারেল ম্যানেজার, সীতাকুন্ড পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সমীক্ষা দলের টীম লিডার ড. মোঃ শাজাহন মিয়াসহ সমীক্ষা দলের অন্যান্য সদস্য এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডাটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস, ঢাকা এবং স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দগণ উপস্থিত ছিলেন। সরাসরি উপস্থিতিতে এবং "zoom" ভিডিও

কনফারেন্সের মাধ্যমে স্থানীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল (সংযুক্তি-১১)। উক্ত কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ নিচে দেয়া হলঃ

পরামর্শসমূহ

- বিদ্যুৎ বিল জমার যে ২০ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে যদি কেউ মাঝে মধ্যে দিতে না পারে পরবর্তী মাসে যাতে দিতে পারে সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- ডিজিটাল মিটার ও প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা করা
- বিদ্যুতের অপচয় রোধ করার জন্য প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা
- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ কর্তন ও জরিমানা করার ব্যবস্থা করা;
- নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের আরও অধিক পরিমাণ ট্রান্সফরমার বসাতে হবে;
- বিদ্যুতের সরবরাহ ও সংরক্ষণের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে;
- বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করলে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে;
- বিদ্যুতের লোড শেডিং বন্ধ করতে হবে;
- ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এনার্জী সেভিং বাল্ব ব্যবহার করতে হবে;
- বিদ্যুতের যাতে অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

স্থানীয় কর্মশালার কিছু স্থির চিত্র সংযুক্তি-১১ তে দেয়া হল।

৩.৫.১১ জাতীয় কর্মশালা

"পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ডাটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস লিঃ) কর্তৃক দাখিলকৃত ২য় খসড়া প্রতিবেদনের ওপর গত ৩১.০৫.২০২৩ তারিখ রোজ বুধবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে আইএমইডির সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৩৩, ভবন নং-১২) সরাসরি উপস্থিতি এবং "zoom" ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ প্রতিবেদনে যথাযথভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। জাতীয় কর্মশালার কার্যবিবরণী ও আলোচনাসমূহ সংযোজনী-১১ এ দেয়া হয়েছে।

৩.৫.১২ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

৩.১২.১ আর্থিক বিশ্লেষণ

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত) [লক্ষ টাকা]

বছর	মূলধনী ব্যয়	পরিচালন ব্যয়	মোট ব্যয়	ডিসকাউন্টেড রেট ১২%	প্রত্যক্ষ আয়	ডিসকাউন্টেট আয় ১২%
১	৪৩০৬.৭০	৩৫.৭৭	৪৩৪২.৪৭	৩৮৭৭.২০	৩০.৫৫	২৭.২৮
২	৪২৪৯৯.৭৯	৩১৭৪.৭৬	৪৫৬৭৪.৫৫	৩৬৪১১.৪৭	২৭৩৯.৭৯	২১৮৪.১৪
৩	৪৭৯৯৯.৮৪	৯০৪৪.১৮	৫৭০৪৪.০২	৪০৬০২.৮১	৭৮৮৪.২৪	৫৬১১.৮৫
৪	৩৭৯৯৯.৮৮	২৫৬০৬.২২	৬৩৬০৬.১০	৪০৪২২.৮৩	২২৫৪০.০২	১৪৩২৪.৫৯
৫	১২৯৯৯.৪৯	৩৪৩৭৪.০১	৪৭৩৭৩.৫০	২৬৮৮১.০০	৩০৫৪১.৮০	১৭৩৩০.২৪
৬	৪৯৪৬.৬২	৩৭৫৫৮.৭০	৪২৫০৫.৩২	২২০৫৬.১৯	৩৩৬৭২.৩৪	১৭০৫৯.৪৫
৭	০.০০	৪১০৫২.৯০	৪১০৫২.৯০	১৮৫৭০.২৫	৩৭১২৩.৭৫	১৬৭৯২.৯০
৮	০.০০	৪৪৮৮৭.৪৭	৪৪৮৮৭.৪৭	১৮১২৯.৩০	৪০৯২৮.৯৪	১৬৫৩০.৫১
৯	০.০০	৪৯০৯৬.৪২	৪৯০৯৬.৪২	১৭৭০৪.৬৬	৪৫১২৪.১৫	১৬২৭২.২২
১০	০.০০	৫৩৭১৭.১৮	৫৩৭১৭.১৮	১৭২৯৫.৪৯	৪৯৭৪৯.৩৮	১৬০১৭.৯৭
১১	০.০০	৫৮৭৯০.৯৯	৫৮৭৯০.৯৯	১৬৯০১.০১	৫৪৮৪৮.৬৯	১৫৭৬৭.৬৯
১২	০.০০	৬৪৩৬৩.২৬	৬৪৩৬৩.২৬	১৬৫২০.৪৫	৬০৪৭০.৬৮	১৫৫২১.৩২
১৩	০.০০	৭০৪৮৩.৯৯	৭০৪৮৩.৯৯	১৬১৫৩.১১	৬৬৬৬৮.৯২	১৫২৭৮.৮০
১৪	০.০০	৭৭২০৮.২৮	৭৭২০৮.২৮	১৫৭৯৮.৩৪	৭৩৫০২.৪৯	১৫০৪০.০৭
১৫	০.০০	৮৪৫৯৬.৭৮	৮৪৫৯৬.৭৮	১৫৪৫৫.৫২	৮১০৩৬.৪৯	১৪৮০৫.০৬
১৬	০.০০	৯২৭১৬.৩৫	৯২৭১৬.৩৫	১৫১২৪.০৪	৮৯৩৪২.৭৩	১৪৫৭৩.৭৪
১৭	০.০০	১০১৬৪০.৫৮	১০১৬৪০.৫৮	১৪৮০৩.৩৮	৯৮৫০০.৩৬	১৪৩৪৬.০২
১৮	০.০০	১১১৪৫০.৫৯	১১১৪৫০.৫৯	১৪৪৯২.৯৯	১০৮৫৯৬.৬৫	১৪১২১.৮৬
১৯	০.০০	১২২২৩৫.৭২	১২২২৩৫.৭২	১৪১৯২.৪০	১১৯৭২৭.৮১	১৩৯০১.২১
২০	০.০০	১২৭৭০৮.৯৬	১২৭৭০৮.৯৬	১৩২৩৯.১৭	১২৫৭১৪.২০	১৩০৩২.৩৮
২১	০.০০	১৩৩৪৫৫.৮৫	১৩৩৪৫৫.৮৫	১২৩৫২.৬২	১৩১৯৯৯.৯১	১২২১৭.৮৬
২২	০.০০	১৩৯৪৯০.০৮	১৩৯৪৯০.০৮	১১৫২৭.৮১	১৩৮৫৯৯.৯০	১১৪৫৪.২৪
২৩	০.০০	১৪৫৮২৬.০৩	১৪৫৮২৬.০৩	১০৭৬০.২০	১৪৫৫২৯.৯০	১০৭৩৮.৩৫
২৪	০.০০	১৪৮৭৪৫.৬৮	১৪৮৭৪৫.৬৮	৯৭৯৯.৬৮	১৫২৮০৬.৩৯	১০০৬৭.২১
২৫	০.০০	১৫৯৪৬৪.১৬	১৫৯৪৬৪.১৬	৯৩৮০.২১	১৬০৪৪৬.৭১	৯৪৩৮.০১
২৬	০.০০	১৬৬৭৯৮.৮১	১৬৬৭৯৮.৮১	৮৭৬০.৪১	১৬৮৪৬৯.০৫	৮৮৪৮.১৩
২৭	০.০০	১৭৪৫০০.২০	১৭৪৫০০.২০	৮১৮২.৯৪	১৭৬৮৯২.৫০	৮২৯৫.১২
২৮	০.০০	১৮২৫৮৬.৬৫	১৮২৫৮৬.৬৫	৭৬৪৪.৭৭	১৮৫৭৩৭.১২	৭৭৭৬.৬৮
২৯	০.০০	১৯১০৭৭.৪৩	১৯১০৭৭.৪৩	৭১৪৩.১০	১৯৫০২৩.৯৮	৭২৯০.৬৪
৩০	০.০০	১৯৯৯৯২.৭৫	১৯৯৯৯২.৭৫	৭৪৭৬.৩৮	২০৪৭৭৫.১৮	৭৬৫৫.১৭
৩০	Salvage Value of goods & land				১৯২৮৭.০৪	০.০০
			মোট :	**৪৮৭৬৫৯.৭২**	**২৮২৮৩১১.৬৪**	**৩৬২৩২০.৬৯**

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও পর্যালোনা করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আর্থিক ডিস্কাউন্ট রেট ১২% বিবেচনা করে আর্থিক নেট প্রেজেন্ট ভ্যালূ (NPV) =-১২৫৩৩৯.০৩, বেনিফিট কষ্ট রেসিও (BCR)=০.৭৪ এবং FIRR = -৬.২৬% পাওয়া গেছে। পর্যালোনায় দেখা যায়, বিসিআর<১ হলে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়।

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত)

ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন(IRR), আর্থিক

[লক্ষ টাকা]

বছর	মূলধন	পরিচালন	মোট	প্রত্যক্ষ	ক্যাশ ফ্লো	নেট প্রেজেন্ট ওর্থ হার ০%
	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়(১)	আয়(২)	(২) - (১)	ডিসকাউন্ট রেট
১	৪৩০৬.৭০	৩৫.৭৭	৪৩৪২.৪৭	৩০.৫৫	-৪৩১১.৯২	-৪৩১১.৯২
২	৪২৪৯৯.৭৯	৩১৭৪.৭৬	৪৫৬৭৪.৫৫	২৭৩৯.৭৯	-৪২৯৩৪.৭৭	-৪২৯৩৪.৭৭
৩	৪৭৯৯৯.৮৪	৯০৪৪.১৮	৫৭০৪৪.০২	৭৮৮৪.২৪	-৪৯১৫৯.৭৮	-৪৯১৫৯.৭৮
৪	৩৭৯৯৯.৮৮	২৫৬০৬.২২	৬৩৬০৬.১০	২২৫৪০.০২	-৪১০৬৬.০৮	-৪১০৬৬.০৮
৫	১২৯৯৯.৪৯	৩৪৩৭৪.০১	৪৭৩৭৩.৫০	৩০৫৪১.৮০	-১৬৮৩১.৭০	-১৬৮৩১.৭০
৬	৪৯৪৬.৬২	৩৭৫৫৮.৭০	৪২৫০৫.৩২	৩৩৬৭২.৩৪	-৯৮৬২.৬৭	-৯৮৬২.৬৭
৭	০.০০	৪১০৫২.৯০	৪১০৫২.৯০	৩৭১২৩.৭৫	-৩৯২৯.১৫	-৩৯২৯.১৫
৮	০.০০	৪৪৮৮৭.৪৭	৪৪৮৮৭.৪৭	৪০৯২৮.৯৪	-৩৯৫৮.৫৩	-৩৯৫৮.৫৩
৯	০.০০	৪৯০৯৬.৪২	৪৯০৯৬.৪২	৪৫১২৪.১৫	-৩৯৭২.২৭	-৩৯৭২.২৭
১০	০.০০	৫৩৭১৭.১৮	৫৩৭১৭.১৮	৪৯৭৪৯.৩৮	-৩৯৬৭.৮০	-৩৯৬৭.৮০
১১	০.০০	৫৮৭৯০.৯৯	৫৮৭৯০.৯৯	৫৪৮৪৮.৬৯	-৩৯৪২.৩০	-৩৯৪২.৩০
১২	০.০০	৬৪৩৬৩.২৬	৬৪৩৬৩.২৬	৬০৪৭০.৬৮	-৩৮৯২.৫৮	-৩৮৯২.৫৮
১৩	০.০০	৭০৪৮৩.৯৯	৭০৪৮৩.৯৯	৬৬৬৬৮.৯২	-৩৮১৫.০৭	-৩৮১৫.০৭
১৪	০.০০	৭৭২০৮.২৮	৭৭২০৮.২৮	৭৩৫০২.৪৯	-৩৭০৫.৭৯	-৩৭০৫.৭৯
১৫	০.০০	৮৪৫৯৬.৭৮	৮৪৫৯৬.৭৮	৮১০৩৬.৪৯	-৩৫৬০.২৯	-৩৫৬০.২৯
১৬	০.০০	৯২৭১৬.৩৫	৯২৭১৬.৩৫	৮৯৩৪২.৭৩	-৩৩৭৩.৬১	-৩৩৭৩.৬১
১৭	০.০০	১০১৬৪০.৫৮	১০১৬৪০.৫৮	৯৮৫০০.৩৬	-৩১৪০.২২	-৩১৪০.২২
১৮	০.০০	১১১৪৫০.৫৯	১১১৪৫০.৫৯	১০৮৫৯৬.৬৫	-২৮৫৩.৯৪	-২৮৫৩.৯৪
১৯	০.০০	১২২২৩৫.৭২	১২২২৩৫.৭২	১১৯৭২৭.৮১	-২৫০৭.৯২	-২৫০৭.৯২
২০	০.০০	১২৭৭০৮.৯৬	১২৭৭০৮.৯৬	১২৫৭১৪.২০	-১৯৯৪.৭৬	-১৯৯৪.৭৬
২১	০.০০	১৩৩৪৫৫.৮৫	১৩৩৪৫৫.৮৫	১৩১৯৯৯.৯১	-১৪৫৫.৯৪	-১৪৫৫.৯৪
২২	০.০০	১৩৯৪৯০.০৮	১৩৯৪৯০.০৮	১৩৮৫৯৯.৯০	-৮৯০.১৮	-৮৯০.১৮
২৩	০.০০	১৪৫৮২৬.০৩	১৪৫৮২৬.০৩	১৪৫৫২৯.৯০	-২৯৬.১৪	-২৯৬.১৪
২৪	০.০০	১৪৮৭৪৫.৬৮	১৪৮৭৪৫.৬৮	১৫২৮০৬.৩৯	৪০৬০.৭১	৪০৬০.৭১
২৫	০.০০	১৫৯৪৬৪.১৬	১৫৯৪৬৪.১৬	১৬০৪৪৬.৭১	৯৮২.৫৫	৯৮২.৫৫
২৬	০.০০	১৬৬৭৯৮.৮১	১৬৬৭৯৮.৮১	১৬৮৪৬৯.০৫	১৬৭০.২৩	১৬৭০.২৩
২৭	০.০০	১৭৪৫০০.২০	১৭৪৫০০.২০	১৭৬৮৯২.৫০	২৩৯২.৩০	২৩৯২.৩০
২৮	০.০০	১৮২৫৮৬.৬৫	১৮২৫৮৬.৬৫	১৮৫৭৩৭.১২	৩১৫০.৪৭	৩১৫০.৪৭
২৯	০.০০	১৯১০৭৭.৪৩	১৯১০৭৭.৪৩	১৯৫০২৩.৯৮	৩৯৪৬.৫৫	৩৯৪৬.৫৫
৩০	0.00	১৯১০৭৭.৪৩	১৯১০৭৭.৪৩	২০৪৭৭৫.১৮	১৩৬৯৭.৭৫	১৩৬৯৭.৭৫
৩০	Salvage Value of goods & land			১৯২৮৭.০৪	১৯২৮৭.০৪	০.০০

FIRR (%) = -৬.২৬%

৩.৫.১২.২ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ:

বেনিফিট কষ্ট রেশিও (অর্থনৈতিক)

[লক্ষ টাকা]

বছর	মূলধন ব্যয়	পরিচালন ব্যয়			মোট অর্থনৈতিক আয়		মোট আর্থিক ব্যয়	ডিসকাউন্ট হার১২%	বিদ্যুৎ হতে প্রত্যক্ষ বেনিফিট	পরোক্ষ বেনিফিট	মোট আর্থিক বেনিফিট (৫)X১.০০+ (৬)*.৮২	ডিসকাউন্টেড বেনিফিট (হার ১২%)
	এল.সি (১)	এফ.ই (২))	বিদ্যুৎ (৩)	অন্যান্য (৪)	এল.সি (১)	এফ.ই (২)			(৫)	(৬)	(৬)*.৮২	
১	৪৩০৬.৭০	০.০০	২৭.৯৩	৪.০৪	৩৫৬৫.৫৩	০.০০	৩৫৫৮.৪০	৩১৭৭.১৪	৩০.৫৫	৪৪.১২	৬১.৯৮	৫৫.৩৪
২	৪২৪৯৯.৭৯	০.০০	২৫০৪.৯৩	৩৪৫.২২	৩৭৮৮৮.৩৩	০.০০	৩৭২৪৮.৮৫	২৯৬৯৪.৫৬	২৭৩৯.৭৯	৩৭৬৮.১৬	৫৪০৪.২২	৪৩০৮.২১
৩	৪৭৯৯৯.৮৪	০.০০	৭২০৮.৪০	৯৪৬.১৪	৪৮০৬৪.৯৩	০.০০	৪৬২২৪.৭২	৩২৯০১.৮৪	৭৮৮৪.২৪	১০৩২৭.২১	১৫১২৮.২৩	১০৭৬৭.৯৭
৪	৩৭৯৯৯.৮৮	০.০০	২০৬০৭.৮৬	২৫৭৬.০৮	৫৫৯৪০.৯৩	০.০০	৫০৬৮০.০১	৩২২০৮.০৬	২২৫৪০.০২	২৮১১৮.২৩	৪২০৯৬.৭৮	২৬৭৫৩.২৭
৫	১২৯৯৯.৪৯	০.০০	২৭৯২৩.৭৩	৩৩২৪.৩৭	৪৪১০১.৬৭	০.০০	৩৬৯৭৩.১০	২০৯৭৯.৫৩	৩০৫৪১.৮০	৩৪৫৫৮.০৯	৫৪১৩৬.৬৮	৩০৭১৮.৬১
৬	৫৯৭৬.৩০	০.০০	৩০৭৮৫.৯১	৩৪৯০.৫৯	৪১৬২৭.৩৫	০.০০	৩৩৭৬৮.১০	১৭১০৭.৯৭	৩৩৬৭২.৩৪	৩৪৫৫৮.০৯	৫৬৭৮১.০৮	২৮৭৬৭.০৬
৭	০.০০	০.০০	৩৩৯৪১.৪৬	৩৬৬৫.১২	৪০৩৪১.০১	০.০০	৩১৬৭৬.১৯	১৪৩২৮.৭০	৩৭১২৩.৭৫	৩৪৫৫৮.০৯	৫৯৬৯৬.৫৪	২৭০০৩.৬৮
৮	০.০০	০.০০	৩৭৪২০.৪৬	৩৮৪৮.৩৮	৪৪৩১৮.১৮	০.০০	৩৪৭৬৫.২১	১৪০৪১.০৯	৪০৯২৮.৯৪	৩৪৫৫৮.০৯	৬২৯১০.৮২	২৫৪০৮.৬৩
৯	০.০০	০.০০	৪১২৫৬.০৬	৪০৪০.৮০	৪৮৬৯৫.১২	০.০০	৩৮১৬২.৯৭	১৩৭৬১.৯৫	৪৫১২৪.১৫	৩৪৫৫৮.০৯	৬৬৪৫৪.৫৮	২৩৯৬৪.১৯
১০	০.০০	০.০০	৪৫৪৮৪.৮১	৪২৪২.৮৪	৫৩৫১২.৪২	০.০০	৪১৯০০.৭২	১৩৪৯০.৯১	৪৯৭৪৯.৩৮	৩৪৫৫৮.০৯	৭০৩৬১.৫৬	২২৬৫৪.৫৪
১১	০.০০	০.০০	৫০১৪৭.০০	৪৪৫৪.৯৮	৫৮৮১৪.৭৮	০.০০	৪৬০১২.৮৯	১৩২২৭.৬১	৫৪৮৪৮.৬৯	৩৪৫৫৮.০৯	৭৪৬৬৯.০২	২১৪৬৫.৫৬
১২	০.০০	০.০০	৫৫২৮৭.০৭	৪৬৭৭.৭৩	৬৪৬৫১.৫১	০.০০	৫০৫৩৭.৪৩	১২৯৭১.৭০	৬০৪৭০.৬৮	৩৪৫৫৮.০৯	৭৯৪১৭.৯৮	২০৩৮৪.৬২
১৩	০.০০	০.০০	৬০৯৫৩.৯৯	৪৯১১.৬২	৭১০৭৬.৯২	০.০০	৫৫৫১৬.১৪	১২৭২২.৮৭	৬৬৬৬৮.৯২	৩৪৫৫৮.০৯	৮৪৬৫৩.৭২	১৯৪০০.৪৫
১৪	০.০০	০.০০	৬৭২০১.৭৮	৫১৫৭.২০	৭৮১৫০.৮৬	০.০০	৬০৯৯৫.০৯	১২৪৮০.৮০	৭৩৫০২.৪৯	৩৪৫৫৮.০৯	৯০৪২৬.১২	১৮৫০২.৯৮
১৫	০.০০	০.০০	৭৪০৮৯.৯৬	৫৪১৫.০৬	৮৫৯৩৯.৩০	০.০০	৬৭০২৫.০৭	১২২৪৫.২৩	৮১০৩৬.৪৯	৩৪৫৫৮.০৯	৯৬৭৯০.১৯	১৭৬৮৩.২১
১৬	০.০০	০.০০	৮১৬৮৪.১৮	৫৬৮৫.৮১	৯৪৫১৪.৯৬	০.০০	৭৩৬৬২.০৩	১২০১৫.৮৭	৮৯৩৪২.৭৩	৩৪৫৫৮.০৯	১০৩৮০৬.৫৭	১৬৯৩৩.১০
১৭	০.০০	০.০০	৯০০৫৬.৮১	৫৯৭০.১০	১০৩৯৫৭.৯৭	০.০০	৮০৯৬৭.৬১	১১৭৯২.৪৭	৯৮৫০০.৩৬	৩৪৫৫৮.০৯	১১১৫৪২.১৪	১৬২৪৫.৪৮
১৮	০.০০	০.০০	৯৯২৮৭.৬৩	৬২৬৮.৬০	১১৪৩৫৬.৬৫	০.০০	৮৯০০৯.৭৮	১১৫৭৪.৭৯	১০৮৫৯৬.৬৫	৩৪৫৫৮.০৯	১২০০৭০.৬০	১৫৬১৩.৯৩
১৯	০.০০	০.০০	১০৯৪৬৪.৬১	৬৫৮২.০৩	১২৫৮০৮.৩৪	০.০০	৯৭৮৬৩.৪২	১১৩৬২.৬১	১১৯৭২৭.৮১	৩৪৫৫৮.০৯	১২৯৪৭৩.২৩	১৫০৩২.৭২
২০	০.০০	০.০০	১১৪৯৩৭.৮৪	৬৫৮২.০৩	১৩১৮২৮.৯০	০.০০	১০২৪৮৬.৭২	১০৬২৪.৪৭	১২৫৭১৪.২০	৩৪৫৫৮.০৯	১৩৪৫৩০.০১	১৩৯৪৬.২৯
২১	০.০০	০.০০	১২০৬৮৪.৭৪	৯০৩৮.০২	১৪০১৬৪.৩৮	০.০০	১০৯৩৫৫.১০	১০১২১.৮৭	১৩১৯৯৯.৯১	৩৪৫৫৮.০৯	১৩৯৮৩৯.৬৩	১২৯৪৩.৫০
২২	০.০০	০.০০	১২৬৭১৮.৯৭	৬৫৮২.০৩	১৪৪৭৮৮.১৪	০.০০	১১২৪৩৮.৩৯	৯২৯২.১৯	১৩৮৫৯৯.৯০	৩৪৫৫৮.০৯	১৪৫৪১৪.৭৩	১২০১৭.৪৪
২৩	০.০০	০.০০	১৩৩০৫৪.৯২	৬৫৮২.০৩	১৫১৭৫৭.৬৮	০.০০	১১৭৭৯০.৪৫	৮৬৯১.৫২	১৪৫৫২৯.৯০	৩৪৫৫৮.০৯	১৫১২৬৮.৫৮	১১১৬১.৮০
২৪	০.০০	০.০০	১৩৯৭০৭.৬৭	৬৫৮২.০৩	১৫৯০৭৫.৭০	০.০০	১২৩৪১০.১১	৮১৩০.৫২	১৫২৮০৬.৩৯	৩৪৫৫৮.০৯	১৫৭৪১৫.১৩	১০৩৭০.৮৪
২৫	০.০০	০.০০	১৪৬৬৯৩.০৫	৬৫৮২.০৩	১৬৬৭৫৯.৬২	০.০০	১২৯৩১০.৭৫	৭৬০৬.৪৯	১৬০৪৪৬.৭১	৩৪৫৫৮.০৯	১৬৩৮৬৯.০১	৯৬৩৯.৩২
২৬	০.০০	০.০০	১৫৪০২৭.৭০	৬৫৮২.০৩	১৭৪৮২৭.৭৪	০.০০	১৩৫৫০৬.৪২	৭১১৬.৯১	১৬৮৪৬৯.০৫	৩৪৫৫৮.০৯	১৭০৬৪৫.৫৮	৮৯৬২.৪৪
২৭	০.০০	০.০০	১৬১৭২৯.০৯	৬৫৮২.০৩	১৮৩২৯৯.২৬	০.০০	১৪২০১১.৮৮	৬৬৫৯.৪৫	১৭৬৮৯২.৫০	৩৪৫৫৮.০৯	১৭৭৭৬০.৯৭	৮৩৩৫.৮৫
২৮	০.০০	০.০০	১৬৯৮১৫.৫৪	৬৫৮২.০৩	১৯২১৯৪.৩৬	০.০০	১৪৮৮৪২.৬১	৬২৩১.৯৩	১৮৫৭৩৭.১২	৩৪৫৫৮.০৯	১৮৫২৩২.১৪	৭৭৫৫.৫৩
২৯	০.০০	০.০০	১৭৮৩০৬.৩২	৬৫৮২.০৩	২০১৫৩৪.২২	০.০০	১৫৬০১৪.৮৮	৫৮৩২.৩৫	১৮৫৭৩৭.১২	৩৪৫৫৮.০৯	১৮৫২৩২.১৪	৬৯২৪.৫৮
৩০	০.০০	০.০০	১৮৭২২১.৬৩	৬৫৮২.০৩	২১১৩৪১.০৭	০.০০	১৬৩৫৪৫.৭৬	৬১১৩.৮৮	১৯৫০২৩.৯৮	৩৪৫৫৮.০৯	১৯৩০৭৬.৮৬	৭২১৭.৮৫
৩০	Salvage Value of goods & land							০.০০	১৯২৮৭.০৪		১৬২৯২.০১	০.০০
							মোট	**৩৮৮৫০৭.২৫**				**৪৭০৯৩৮.৯৮**

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও পর্যালোনা করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আর্থিক ডিস্কাউন্ট রেট ১২% বিবেচনা করে আর্থিক নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV) =৮২৪৩১.৭০, বেনিফিট কষ্ট রেসিও (BCR)=১.২১ এবং FIRR=২২.৪০%পাওয়া গেছে। পর্যালোনায় দেখা যায়, যেহেতু বিসিআর>১ প্রকল্পটি থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে। উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন(IRR), অর্থনৈতিক

[লক্ষ টাকা]

বছর	মোট আর্থিক ব্যয়	মোট আর্থিক বেনিফিট	ক্যাশ ফ্লো	নিট বর্তমান মূল্য ১২% ডিসকাউন্ট রেট
	(১)	(২)	(২) - (১)	
১	৩৫৫৮.৪০	৬১.৯৮	-৩৪৯৬.৪২	-৩১২১.৮০
২	৩৭২৪৮.৮৫	৫৪০৪.২২	-৩১৮৪৪.৬৪	-২৫৩৮৬.৩৫
৩	৪৬২২৪.৭২	১৫১২৮.২৩	-৩১০৯৬.৪৯	-২২১৩৩.৮৭
৪	৫০৬৮০.০১	৪২০৯৬.৭৮	-৮৫৮৩.২২	-৫৪৫৪.৭৯
৫	৩৬৯৭৩.১০	৫৪১৩৬.৬৮	১৭১৬৩.৫৮	৯৭৩৯.০৮
৬	৩৩৭৬৮.১০	৫৬৭৮১.০৮	২৩০১২.৯৮	১১৬৫৯.০৯
৭	৩১৬৭৬.১৯	৫৯৬৯৬.৫৪	২৮০২০.৩৫	১২৬৭৪.৯৮
৮	৩৪৭৬৫.২১	৬২৯১০.৮২	২৮১৪৫.৬১	১১৩৬৭.৫৪
৯	৩৮১৬২.৯৭	৬৬৪৫৪.৫৮	২৮২৯১.৬০	১০২০২.২৪
১০	৪১৯০০.৭২	৭০৩৬১.৫৬	২৮৪৬০.৮৪	৯১৬৩.৬৩
১১	৪৬০১২.৮৯	৭৪৬৬৯.০২	২৮৬৫৬.১২	৮২৩৭.৯৫
১২	৫০৫৩৭.৪৩	৭৯৪১৭.৯৮	২৮৮৮০.৫৬	৭৪১২.৯২
১৩	৫৫৫১৬.১৪	৮৪৬৫৩.৭২	২৯১৩৭.৫৮	৬৬৭৭.৫৮
১৪	৬০৯৯৫.০৯	৯০৪২৬.১২	২৯৪৩১.০২	৬০২২.১৭
১৫	৬৭০২৫.০৭	৯৬৭৯০.১৯	২৯৭৬৫.১১	৫৪৩৭.৯৭
১৬	৭৩৬৬২.০৩	১০৩৮০৬.৫৭	৩০১৪৪.৫৫	৪৯১৭.২৩
১৭	৮০৯৬৭.৬১	১১১৫৪২.১৪	৩০৫৭৪.৫৩	৪৪৫৩.০১
১৮	৮৯০০৯.৭৮	১২০০৭০.৬০	৩১০৬০.৮২	৪০৩৯.১৪
১৯	৯৭৮৬৩.৪২	১২৯৪৭৩.২৩	৩১৬০৯.৮২	৩৬৭০.১১
২০	১০২৪৮৬.৭২	১৩৪৫৩০.০১	৩২০৪৩.২৯	৩৩২১.৮২
২১	১০৯৩৫৫.১০	১৩৯৮৩৯.৬৩	৩০৪৮৪.৫৩	২৮২১.৬৪
২২	১১২৪৩৮.৩৯	১৪৫৪১৪.৭৩	৩২৯৭৬.৩৪	২৭২৫.২৫
২৩	১১৭৭৯০.৪৫	১৫১২৬৮.৫৮	৩৩৪৭৮.১৪	২৪৭০.২৮
২৪	১২৩৪১০.১১	১৫৭৪১৫.১৩	৩৪০০৫.০২	২২৪০.৩২
২৫	১২৯৩১০.৭৫	১৬৩৮৬৯.০১	৩৪৫৫৮.২৬	২০৩২.৮৩
২৬	১৩৫৫০৬.৪২	১৭০৬৪৫.৫৮	৩৫১৩৯.১৫	১৮৪৫.৫৪
২৭	১৪২০১১.৮৮	১৭৭৭৬০.৯৭	৩৫৭৪৯.০৯	১৬৭৬.৪০
২৮	১৪৮৮৪২.৬১	১৮৫২৩২.১৪	৩৬৩৮৯.৫৩	১৫২৩.৬০
২৯	১৫৬০১৪.৮৮	১৮৫২৩২.১৪	২৯২১৭.২৬	১০৯২.২৪
৩০	১৬৩৫৪৫.৭৬	১৯৩০৭৬.৮৬	২৯৫৩১.১১	১১০৩.৯৭
৩১		১৬২৯২.০১	১৬২৯২.০১	০.০০
	মোট		**৭২৭১৯৮.০৪**	**৮২৪৩১.৭৩**

EIRR (%) = ২২.৪০

অনুমিত শর্তসমূহ (Assumptions):

প্রস্তাবিত প্রকল্পে নিম্ন বর্ণিত অনুমিত শর্তসমূহের উপরে ভিত্তি করে সারণি আকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

১. প্রকল্পের life time ৩০ বছর ধরা হয়েছে তন্মধ্য ৭ বছর বাস্তবায়নকাল বিবেচনা করা হয়েছে;

২. প্রকল্পের discounting rate ১২% ধরা হয়েছে;

৩. প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয় নির্ণয়ের সময় কনভারশন ফ্যাক্টর বিবেচনায় নেয়া হয়েছে;

৪. প্রকল্পের প্রত্যক্ষ আয় হিসাবে উপকারভোগী সদস্যদের ঋণের সার্ভিস চার্জ থেকে অর্জিত আয় বিবেচনা করা হয়েছে;

৫. কেরোসিন সঞ্চয়ের মূল্য/বছর/আবাসিক গ্রাহক প্রতি ৮৮৯/- টাকা; ডিজেল সঞ্চয়ের মূল্য/বছর/আবাসিক গ্রাহক প্রতি ১৩৪৯০/- টাকা, শিল্পজাত পণ্য হতে প্রাপ্ত মূল্য/বছর/শিল্প কারখানা প্রতি ৩৭২০০/- এবং সংযুক্ত আয়ের মূল্য/বছর/বাসস্থান বাবদ ৭২৮৮/- বিবেচনা করা হয়েছে;

৬. আন্তর্জাতিক বাজার দরের সাথে মিল রাখার জন্য অ-বাণিজ্যের পণ্যর ক্ষেত্রে Standard Conversion Factor (SCF) ০.৮২ ধরা হয়েছে;

৭. Shadow Conversion Factor (SCF) ০.৮২ এবং ০.৭৫০ যথাক্রমে দক্ষ এবং অদক্ষ জনশক্তি গণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যাতে এটি বেকারত্ব এবং অদক্ষতার মাধ্যমে শ্রমবাজারে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে।

৮. গ্রামীণ ও শহরে অবকাঠামোর উন্নয়ন থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি বর্তমান বাজার মূল্যে (২০২৩) গণনা করা হয়েছে।

আর্থিক (ডিপিপি মুলে):	অর্থনৈতিক (ডিপিপি মুলে):
FNPV = -১২১৬৪০.২৫ FBCR = ০.৭৪ FIRR = < ০	ENPV = ৭৬৬৫৬.৬৪ EBCR = ১.২১ EIRR = ২২.৩০%

আর্থিক (জরিপকালে):	অর্থনৈতিক (জরিপকালে):
FNPV = -১২৫৩৩৯.০৩ FBCR = ০.৭৪ FIRR = - ৬.২৬%	ENPV = ৮২৪৩১.৭৩ EBCR = ১.২১ EIRR = ২২.৪০ %

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ডিপিপি প্রণয়নকালে Economic Internal Rate of Return (EIRR) ছিল ২২.৩০। প্রকল্পটি প্রায় ৬ বছর বাস্তবায়ন শেষে Economic Internal Rate of Return (EIRR) ২২.৪০%। অর্থনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা সঠিক ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩.৬ টেকসইকরণ সম্পর্কিত

বিগত ৩৮ বছরে এরিয়া কভারেজ, পল্লী বিদ্যুতায়ন প্রকল্প এবং গ্রামীণ বন্টন ব্যবস্থার কার্যক্রমের বাস্তবায়ন প্রমাণ করেছে যে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পগুলো টেকসই। প্রকল্পের ১ম পর্যায় বাস্তবায়নের সময় গ্রাহক শেষে বিদ্যুতের বিপুল চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। তাই বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে আরও সম্প্রসারণ প্রকল্প প্রয়োজন। এই প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর রূপকল্প ও মিশন অনুযায়ী ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বৈদ্যুতিক সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত জীবনযাত্রার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি বিনিময়। ফলস্বরূপ, প্রকল্প বাস্তবায়নে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা হয়েছে এবং শহর ও গ্রামীণ এলাকায় নাগরিক সুবিধাগুলি বৈষম্য দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই ও পরিচালনা বিষয়ে SWOT Analysis

"পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ১০টি পিবিএস এর আবাসিক, বাণিজ্যিক ও সেচ পাম্প মালিকদের থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রাহকদের সাথে দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন উৎস থেকে সেকেন্ডারী উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সমীক্ষার ফলাফল থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

সবল দিকসমূহ	দুর্বল দিকসমূহ
১. প্রকল্পের চাহিদা মাফিক বছরভিত্তিক এডিপি/ আরএডিপি'তে যথাসময়ে অর্থ-বরাদ্দ ও ছাড় হয়েছে। ২. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন। ৩. প্রকল্পে স্থাপিত মালামাল ও যন্ত্রাদি আন্তর্জাতিক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক যথাযথভাবে পরীক্ষা করা। ৪. ব্যয় হ্রাস ও সরকারি কোষাগারে অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়া। ৫. ডিপিপি এর প্রাক্কলিত মূল্যের অতিরিক্ত কোন ক্রয় করা হয়নি। ৬. পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক।	১. Feasibility Study না করা; ২. বেইজলাইন সার্ভে না করা; ৩. বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করলে অনেক ক্ষেত্রে সময় ও চাহিদামত বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়া; ৪. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া; ৫. সেবা ক্রয়ে পুনঃপুন সময় বৃদ্ধি; ৬. পণ্য/সেবা ক্রয়ে বিলম্ব, ক্রয় পরিকল্পনার নির্ধারিত সময় অনুসরণ না করা।
সুযোগসমূহ	**ঝুঁকিসমূহ**
১. প্রান্তিক পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ; ২. গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; ৩. কৃষি খাতে উন্নয়নের সুযোগ ও বিপুল সংখ্যক বিদ্যুতায়িত সেচ পাম্প বৃদ্ধি ৪. ছোট-বড় ফ্যাক্টরি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি; ৫. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুযোগ।	১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ; ২. দীর্ঘ লাইন হওয়ায় লোড-শেডিং বৃদ্ধি; ৩. বৈদেশিক সরঞ্জাম প্রাপ্যতায় বিলম্ব।

পর্যালোচনাঃ

৪.১ সবল দিকসমূহের পর্যালোচনা

১. প্রকল্পের চাহিদা মাফিক বছরভিত্তিক এডিপি/ আরএডিপি'তে যথাসময়ে অর্থ-বরাদ্দ ও ছাড় হয়েছে: যে কোন প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য এডিপি/আরএডিপি'তে যথাসময়ে অর্থ-বরাদ্দ ও ছাড় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাসময়ে অর্থায়ন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বছরভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি'তে যথাসময়ে অর্থ-বরাদ্দ ও ছাড় করাতে সক্ষম হয়েছে যা প্রকেল্পের অন্যতম সবলদিক।

২. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন: প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে বাস্তব সামঞ্জস্যতা রয়েছে কিনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বাস্তব সামঞ্জস্যতা রেখে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করাটাই মূল চ্যালেঞ্জ। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১০০% অর্জিত হয়েছে। দেখা যায় যে, ৪ লক্ষ ৫০

হাজার গ্রাহক সংযোগ প্রদানের সংস্থান থাকলেও বাস্তবে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার অর্থাৎ ২০ হাজার সংযোগ বেশী প্রদান করার মাধ্যমে প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া, আলোচ্য সমীক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী তিন ধরণের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহক বেশি উপকৃত হয়েছে যেমন-বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত খানা; বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত সেচ পাম্প মালিক।

৩. প্রকল্পে স্থাপিত মালামাল ও যন্ত্রাদি আন্তর্জাতিক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক যথাযথভাবে পরীক্ষা করা: ডিপিপি'র নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বাস্তবে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বৈদেশিক মালামাল ও যন্ত্রাদি আন্তর্জাতিক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ক্রয় করা হয়। যেখানে মালামালের একক, পরিমাণ, ওয়েট, মূল্য, আমদানিকৃত দেশের নাম ইত্যাদি ছিল। এছাড়া প্রতিটি লটের মালামালের যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয়।

৪. ব্যয় হ্রাস ও সরকারি কোষাগারে অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়া: শতভাগ জিওবি অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত সংশোধিত ব্যয় ১৫১৭৮২.০০ লক্ষ টাকা (মূল ১৬৮৭৩০.০০ লক্ষ টাকা), যা অনুমোদিত ডিপিপি'র ব্যয়ের তুলনায় ১০২৯.৭১ লক্ষ টাকা কমে সম্পন্ন হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে অব্যয়িত অর্থ ৬টি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ৪৬.৫৮ লক্ষ টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৯৮৩.১৩ লক্ষ অব্যয়িত অর্থ বিভিন্ন অর্থ বছরের বিভিন্ন প্রান্তিকে (Quarter) এ ফেরত দেয়া হয়।

৫. পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক: প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব প্রকল্প পরিচালকের উপর ন্যাস্ত থাকে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা যথা- দরপত্র আহবান, চুক্তি স্বাক্ষর, মিটিং/সভা আয়োজন, প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনসহ ইত্যাদি সকল কাজ প্রকল্প পরিচালককে করতে হয়। যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রকল্পের অন্যতম সবলদিক ছিল পুর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক থাকা।

৪.২ দুর্বল দিকসমূহের পর্যালোচনা

১. Feasibility Study না করা: সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ক পরিপত্র, ২০১৬ মোতাবেক ৫০.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পটি শুরু হয় জুলাই ২০১৪ থেকে যার কারণে উক্ত সময়ে বাধ্যবাধকতা না থাকায় প্রকল্পের আওতায় Feasibility Study করা হয়নি। Feasibility Study না করায় প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সঞ্চালন লাইনের অবস্থা, সাব-স্টেশনের ক্যাপাসিটি, পাওয়ার লস এর অবস্থা, গ্রিড থেকে পিবিএস এর দূরত্ব, চট্রগ্রাম-সিলেট বিভাগের বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সঞ্চালন লাইনের রুট ম্যাপ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়নি। ভবিষ্যত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে Feasibility Study করা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২. বেইজলাইন সার্ভে না করা: এ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে বেইজলাইন সার্ভেও করা হয়নি। বেইজলাইন সার্ভে না থাকার কারণে প্রকল্প এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। যার কারণে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় কন্ট্রোল গ্রুপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন সার্ভে করা প্রয়োজন।

৩. বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করলে অনেক ক্ষেত্রে সময় ও চাহিদামত বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়া: প্রকল্পের আওতায় গ্রাহকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাসময়ে ও চাহিদামত বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে পারেনি। যথাসময়ে ও চাহিদামত বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব হলে গ্রহকদের অনেক বেশী উপকার হতো মর্মে প্রতীয়মান।

৪. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া: প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ২০১৬-২০১৭ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে অভ্যন্তীরণ অডিট এ ২২টি এবং এক্সটার্নাল অডিট ১৩টি অডিট আপত্তি প্রদান করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়া প্রকল্পের একটি সাফল্য বলে পরিগণিত হয়। প্রকল্প সমাপ্তির পরেও ২২টি অভ্যন্তরীন অডিট আপত্তি ছিল যা ইতোমধ্যেই নিস্পত্তি হয়েছে। কিছু এক্সটার্নাল অডিট নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে, যা ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা আয়োজনের মাধ্যমে নিস্পত্তির দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫. সেবা ক্রয়ে পুনঃপুন সময় বৃদ্ধি: নতুন উপ-কেন্দ্র নির্মাণ এবং পরামর্শক সেবা ক্রয়ে চুক্তিকৃত সময় থেকে ১০ থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত বেশী সময় লেগেছে যে কারণে ২ বার পর্যন্ত প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। মূলতঃ পরামর্শক সেবায় সময় বৃদ্ধির প্রয়োজনের ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪.৩ সুযোগসমূহের পর্যালোচনা

১. প্রান্তিক পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ: বর্তমান সরকারের উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ। এ স্লোগানকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিআরইবি দেশের শহর, উপ-শহর ও প্রান্তিক অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় সিলেট-চট্রগ্রামের শহর, উপ-শহর ও প্রান্তিক অঞ্চলের ৪ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগের সুযোগ হয়েছে।

২. গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: সিলেট-চট্রগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ী ও হাওড় এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগের পূর্বে তাদের একমাত্র ভরসা ছিল কেরোসিন/ডিজেল। ফলে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সিলেট-চট্রগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ী ও হাওড় এলাকার মানুষের গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে/হচ্ছে। যেমন- প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এলাকায় খানার গড় বার্ষিক আয় প্রায় ১৪২৬৪৫.৮৩ টাকা এবং সমাপ্তির পর আয় (৩৯%) বেড়ে দাঁড়িয়েছে গড়ে প্রায় ১৯৮১৪৭.৭৩ টাকা। প্রকল্প এলাকার তুলনায় কন্ট্রোল এলাকায় খানার গড় বার্ষিক আয় প্রায় ৭% কম, যা প্রায় ১৩৪৮৯ টাকা। খানার ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ চালিত বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ব্যবহারের ফলে প্রকল্প এলাকায় পূর্বের তুলনায় খানার ব্যয় শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বেড়েছে।

৩. কৃষি খাতে উন্নয়নের সুযোগে সেচ পাম্প বৃদ্ধি পেয়েছে: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি খাতে ব্যাপক উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিদ্যুতায়িত পাম্প ব্যবহার করে কৃষকের সেচ খরচ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমেছে, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে তাঁরা লাভবান হচ্ছেন। সেচ পাম্প মালিকদের সেচ খরচ প্রতি শতকে প্রায় ৬০ টাকা কমেছে। তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৪. ছোট-বড় ফ্যাক্টরি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি: প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে ছোট-বড় ফ্যাক্টরি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৫.৫%। ছোট-বড় ফ্যাক্টরি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠায় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

৫. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুযোগ: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও সুযোগ তৈরি হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা বেশী সময় ধরে পড়াশুনা করতে পারে, ৮৫ ভাগ মনে করেন চিকিৎসা সেবার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে এমন বিষয়ে মত দিয়েছেন শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ। হাট বাজারের উন্নতি এমন মন্তব্য করেন প্রায় ৫৯%, কম্পিউটার এবং ইন্টানেট ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাবে জানান ৫৩%। মৎস্য চাষ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে জানান প্রায় ৪৩% এবং চুরি ডাকাতিসহ অন্যান্য অপরাধ কম হচ্ছে বিষয়ে মত দিয়েছেন প্রায় ৪২%।

৪.৪ ঝুঁকিসমূহের পর্যালোচনা

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ: প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক সময় বৈদুতিক খুটিতে প্রয়োজনীয় সাপোট না থাকায় তার ও খুটি পড়ে সাধারন মানুষের ক্ষতি হয়। এই কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে যায় ফলে সঞ্চালন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। এই জন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

২. দীর্ঘ লাইন হওয়ায় লোড-শেডিং বৃদ্ধি: পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি'কে প্রায় ২০-২৫ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ ও সরবরাহ করতে হয়। যার ফলে, দীর্ঘ লাইনের কারণে লাইন লস হয়, ভোল্টেজ আপ-ডাউন হয়, লাইনে গাছের ডাল-পালা পড়ে এবং ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদির কারণে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা ও লোড-শেডিং তৈরি হয়।

এক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুতের ১১ কেভি লাইন গুলিকে আপগ্রেড করতে না পারলে ভবিষ্যতে গ্রামাঞ্চলে ব্যবসা ও শিল্প সম্প্রসারণ হলে বর্তমান অবকাঠামো বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে না।

৩. বৈদেশিক সরঞ্জাম প্রাপ্যতায় বিলম্ব: বালাদেশে যে সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি প্রয়োজন হয় তার সিংহভাগ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এ সকল যন্ত্রপাতি অর্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও টেস্টপূর্বক ওয়ার-হাউজ হয়ে প্রকল্প এলাকায় পৌঁছতে যে পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন হয় ঐ পরিমাণ সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়
পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের সার্বিক পর্যবেক্ষণ ডিপিপি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন এবং মাঠ পর্যায় হতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সরেজমিনে ভৌত অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ, সুফলভোগীদের তথ্য জরিপ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, কেআইআই তথ্য সংগ্রহের আলোকে পরামর্শক দল নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণপূর্বক ফলাফল প্রদান করেছেন।

৫.১ ডিপিপি ও আরডিপিপি অনুমোদন ও সংশোধন পর্যবেক্ষণ

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৫/০৭/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৬৮৭৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত অনুমোদন দেয়া হয়। অতঃপর ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে ১৫১৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির সমুদয় কার্যক্রম ৩বার সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ছিল ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ; এবং ৪ লক্ষ ৫০ হাজার (প্রকৃতপক্ষে সংযোগ দেয়া হয়েছে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার) নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান।

৫.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও প্রকৃত বাস্তবায়ন

প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে মোট ১৫১৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির সমুদয় কার্যক্রম ৩বার সংশোধনীর মাধ্যমে অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি মোট ব্যয় ১৫০৭৫২.২৯ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ডিপিপি'র ব্যয়ের তুলনায় ১০২৯.৭১ লক্ষ টাকা কম। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে অব্যয়িত অর্থ ৬টি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ৪৬.৫৮ লক্ষ টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৯৮৩.১৩ লক্ষ অব্যয়িত অর্থ বিভিন্ন অর্থ বছরের বিভিন্ন প্রান্তিকে (Quarter) এ ফেরত দেয়া হয়েছে। একবার কর্তনের পরেও ১০২৯.৭১ লক্ষ টাকা কমে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিষয়টি স্পষ্ট যে, ডিপিপি প্রণয়নের সময় প্রকল্পের প্রাক্কলন এবং কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়নি।

৫. ৩ ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পটির সমুদয় কার্যক্রম অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ৭০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে ২৭ জন কর্মকর্তা এবং ৪৩ জন কমচারীর সংস্থান রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রকল্প অফিসে ২৪ জন এবং দুই বিভাগীয় অফিসে ২৩ জন করে মোট ৪৬ জন কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু বিভাগীয় অফিসে লাইন নির্মাণ পরিদর্শকের ৬ জন করে মোট ১২ জনের সরাসরি নিয়োগের সংস্থান থাকলেও নিয়োগ দেয়া হয়নি। এছাড়াও ডিপিপি-তে বাড়ি ভাড়া ও অফিস ভাড়ার সংস্থান থাকলেও তার প্রয়োজন হয়নি। অধিকাংশ ক্রয় প্যাকেজ কন্ট্রাক্ট মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে প্রকল্পটি অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে কমে সম্পন্ন হয়েছে। অব্যয়িত অর্থ ৬টি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরৎ দেয়া হয়েছে।

প্রকল্প অফিসের তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের ৫৯টি, কার্য ক্রয়ের ৯টি (বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন-৪টি, নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ-২টি, উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন-৩টি) এবং সেবা ক্রয়ের ১৭টি প্যাকেজ রয়েছে। পিসিআর এর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের ৫৯টি প্যাকেজ ভেঙ্গে ৮৫টি লটে পণ্য ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে, যা প্রকল্পের মূল ডিপিপি-তে পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বিভক্ত করার বিষয়ে লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখ্য, কোন প্যাকেজই ৪টির বেশি লট ভাঙ্গা হয়নি। ক্রয় কার্যক্রম দ্রুততার সাথে এবং আন্তঃখাত সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রকল্পের বাজেট ও সময় অপরিবর্তিত রেখে ১ম সংশোধনী করা হয়েছিল। সেবা ক্রয়ের ৯টি প্যাকেজ ছাড়া মালামাল ও কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ লটের ক্রয় কার্যক্রম চুক্তিকৃত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, এরপরও ৩বার প্রকল্পের মেয়াদ সংশোধন করা হয়েছে। প্রাক্কলনের সময় বিষয়টি সঠিকভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের মাধ্যমে ক্রয়কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে লটে বিভক্ত করায় অনেক ক্ষেত্রে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। ফলে ৪ বছর মেয়াদের প্রকল্প সংশোধনীর মাধ্যমে ৬ বছর লেগেছে অর্থাৎ ২ বছর সময়

অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। পর্যালোচনায় আরও দেখা যায়, নতুন উপ-কেন্দ্র নির্মাণ এবং পরামর্শক সেবা ক্রয়ে চুক্তিকৃত সময় থেকে ১০ থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত বেশী সময় লেগেছে যে কারণে ২য় সংশোধনীর প্রয়োজন হয়েছে।

৫.৪ লগফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ১৯টি পিবিএস এ ১০ হাজার ২১০কি.মি. নতুন বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন; ৪৫০ কি.মি. বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনের আপগ্রেডেশন/রেনোভেশন; ৩১টি নতুন ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ; ১৪টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন এবং ৪ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রাহক সংযোগ প্রদানের সংস্থান থাকলেও বাস্তবে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার অর্থাৎ ২০ হাজার সংযোগ বেশি প্রদান করার মাধ্যমে প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়। আলোচ্য সমীক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী তিন ধরণের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহক বেশী উপকৃত হয়েছে যেমন-বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত খানা; বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত সেচ পাম্প মালিক। পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন হয়েছে।

মোট ৪.৫০ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে দেখা গেছে মোট ৪ লক্ষ ৭০ হাজার নতুন গ্রাহক সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী বলা যায় যে, প্রকল্পটির শতকরা ১০০ ভাগেরও বেশী অর্জন বাস্তবায়িত হয়েছে। সিষ্টেম লস ১০% এর বেশী হওয়ার কারণ হিসেবে কয়েক জন জেনারেল ম্যানেজার উল্লেখ করেছেন যে, উপকেন্দ্র কম বিধায় বিতরণ লাইনের দৈর্ঘ্য বেশি এবং সোর্স গ্রিড লোড সেন্টারে না হওয়ায় ৩৩ কেভি লাইনে লস বেশি হওয়াতে সিষ্টেম লস বেশী হয়। পিবিএস এর জেনারেল ম্যানেজারদের মতে অধিকাংশ পিবিএস এ সিস্টেম লস ক্রমাগতভাবে কমে আসছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ, ওভার লোডেড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করা, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা, ফিডারগুলো ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরি করতে পারলে সিষ্টেম লস কমতে পারে। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা টেকসই করার জন্য বৈদ্যুৎতিক লাইন নিরবিচ্ছিন্ন ও ঝুঁকিমুক্ত এবং মালামালের গুণগত মান উন্নয়ন ঠিক রাখতে হবে; সকল HT লাইনকে কভার বা আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থা টেকসই করা যায়। এছাড়াও বৈদ্যুতিক লাইনের পার্শ্ববর্তী গাছপালা কর্তনের মাধ্যমে পথস্বত্ব ঠিক রাখা ও আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থা টেকসই করা।

বিদ্যুৎ সংযোগের প্রভাব: প্রকল্প এলাকায় খানার গড় বাৎসরিক আয় প্রায় ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকার বেশি। প্রকল্প এলাকার তুলনায় কন্ট্রোল এলাকার খানার গড় বাৎসরিক আয় প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ কম, যা প্রায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত খানার বাৎসরিক সঞ্চয় ২৩ হাজার ৭৪৭ টাকা, যা কন্ট্রোল এলাকায় ১৫ হাজার ৯২০ টাকা। অর্থাৎ, বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার ফলে গ্রাহকদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গ্রাহকদের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, বৈদ্যুতিক বাতি ছাড়াও বিভিন্ন কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। যেমন বৈদ্যুতিক পাখা, টিভি, ফ্রিজ চালানো, মোবাইল চার্জ দেয়া ইতাদি। প্রায় সবাই বৈদ্যুতিক পাখা ও টিভি চালানোর জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। ফ্রিজ চালানোর জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। আবাসিক গ্রাহকগণ মাসে গড়ে ৩২১ টাকা বিদ্যুৎ বিল দিয়ে থাকেন। প্রায় সব গ্রাহক সময়মত বিদ্যুৎ বিল পেয়ে থাকেন। তবে রংপুর বিভাগের কিছু সংখ্যক আবাসিক গ্রাহক বলেছেন যে তাঁরা সময়মত বিদ্যুৎ বিল পান না। ৯৯% ভোক্তা জানিয়েছেন যে, তাঁরা সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেন। গত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, ফলে লোড-শেডিং অনেকটা কমছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোড শেডিং আছে। গড়ে প্রায় ২.০ ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় বর্তমানে লোডশেডিং অনেক কম।

আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর প্রভাব: বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে ছেলে মেয়েরা বেশি সময় পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারে। স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, রাতে কাজের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, চুরি ডাকাতি সহ অন্যান্য অপরাধ আগের চেয়ে কমেছে, হাট-বাজারের উন্নতি হয়েছে, সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, মহিলাদের কাজের সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি

পেয়েছে, চিকিৎসা সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে গ্রামীণ জনপদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। মানুষের জীবন ধারণের মান উন্নত হয়েছে ও আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ।

কৃষি কাজে সেচ পাম্পের ব্যবহার: বিদ্যুতচালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহারকারীদের তথ্য অনুযায়ী প্রতি শতক জমিতে গড় সেচ খরচ ৮৩.০ টাকা। অন্য দিকে ডিজেল চালিত পাম্পে প্রতি শতকে গড় খরচ ১৪৩ টাকা। অতএব প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ডিজেল চালিত সেচ পাম্পে বিদ্যুতায়িত পাম্পের তুলনায় গড় খরচ প্রতি শতকে ৬০ টাকা বেশী। অন্যকথায় বলা যায় বিদ্যুতায়িত পাম্প ব্যবহার করে কৃষকদের সেচ খরচ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমেছে।

৫.৫ কন্ট্রোল খানার অবস্থার পর্যবেক্ষণ

বর্তমানে যে সমস্ত খানা বিদ্যুৎ সংযোগ পায়নি, এমন ২৪০টি খানার তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঐ সকল খানার আয় কম, শিক্ষার হারও তুলনামূলকভাবে কম। এ প্রসঙ্গে তাঁরা জানান যে বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে এলাকার ছেলে-মেয়েরা বেশি সময় পড়াশুনা করতে পারবে, চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, ক্লিনিক/স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হবে, হাট বাজারের উন্নতি হবে ও সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটবে, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বাড়বে, মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পাবে, রাতে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, চুরি ডাকাতিসহ অন্যান্য অপরাধ কমবে। বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়া সহজ হবে, টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান দেখা সম্ভব হবে, গৃহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা যাবে , সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে খরচ কমানো যাবে, ফ্রিজ ব্যবহার করে খাবার সংরক্ষণ করতঃ অপচয় রোধ করা যাবে, ইলেক্ট্রিক সেলাই মেশিন ব্যবহার সম্ভব হবে ইত্যাদি।

৫.৬ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তথ্য পর্যবেক্ষণ

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের ১৯টি পিবিএস থেকে ১০টি পিবিএস থেকে দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে ১২০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়, যাদের মধ্যে ১১৭ জন মালিক, ৩ জন ম্যানেজার/কর্মচারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সমীক্ষা এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সংখ্যক জনবল কাজ করেন। দেখা যায় যে, ৬০% দোকানে কাজ করেন মাত্র ১ জন লোক, ৩২% দোকানে কাজ করেন ২-৩ জন লোক, প্রায় ৭% দোকানে কাজ করেন ৪ জনের বেশী লোক। প্রতিটি দোকানে গড়ে ২ জন লোক কাজ করেন। প্রতিটি দোকানের বার্ষিক গড় আয় **৩৭২,১২৫** টাকা। অন্য দিকে তাদের গড় ব্যয় প্রায় **২৭৬,১৯১** টাকা। ফলে বার্ষিক গড় লাভ দাঁড়ায় প্রায় ৯৫,৯৩৪ টাকা অথবা মাসিক লাভ প্রায় ৭,৯৯৪ টাকা। বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার ফলে তাদের ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা হয়েছে। বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে, প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ থাকার জন্য মালামাল সহজে তৈরি করা যায় এবং পচনশীল মালামাল সংরক্ষণে সুবিধা হয়। অনেক রাত পর্যন্ত শিল্প কারখানা খোলা রাখা সম্ভব হচ্ছে, ফলে তাদের বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে।

৫.৭ অডিট আপত্তি

পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রকার অডিটই প্রকল্প চলাকালীন সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩৯টি অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তি ছিল যার ৩৭টি নিষ্পত্তি হলেও ২টি আপত্তি নিস্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অর্থ বছর ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত ৩টি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাহ্যিক অডিট করানো হয়েছে। ৫টি অর্থ বছরে মোট ১২টি আপত্তি দেয়া হয়েছিল এবং সবগুলো আপত্তিই প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই নিস্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারের এজি অফিস ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ২ বার অডিট করেছে এবং মোট ১৬টি আপত্তি দিয়েছিল। এর মধ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ৯টির মধ্যে ৬টি আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে এবং বাকী ৩টি নিস্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। একইভাবে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৭টি আপত্তির মধ্যে ৩টি আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে এবং বাকী ৪টি নিস্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৪টি প্যাকেজকে ৮টি লটে বিভক্ত করে প্রায় ১০২ কোটি টাকা, ঠিকাদারের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে জরিমানা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৪,০৩,৫৮,৬৬৬.০০ টাকা এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি পরিহার করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে মালামাল সংগ্রহ করায় আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ

২৩,৫৫,০৭,৬০০.০০ টাকা হয়েছে যা প্রকল্প চলাকালীন মনিটরিং জোরদার করলে এবং কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হলে এ ধরণের ক্ষতি থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়েছে। উল্লেখ্য, অডিট আপত্তি প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে নিষ্পত্তি না হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের ওপর সকল দায়ভার বর্তায়। এজন্য অডিট আপত্তিসমূহের জবাবসহ নিস্পত্তি করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার।

৫.৮ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

সরেজমিন পরিদর্শনকালীন দেখা যায় ফিডার এবং ট্রান্সফরমার গুলোর গুণগতমান ভাল এবং পরীক্ষা করা আছে। এছাড়া সমীক্ষক দলের সদস্যগণ পরিদর্শনকালীন সময়ে স্থাপিত ট্রান্সফরমার সমূহের বাহ্যিক অবস্থা সরাসরি পর্যবেক্ষণসহ স্থাপিত ট্রান্সফরমারগুলো থেকে তেল পড়ে কি না পরীক্ষা করা হয়েছে। স্থাপিত ট্রান্সফরমারে অস্বাভাবিক শব্দ হয় না, সাব-ষ্টেশনগুলোতে ফ্রিকোয়েন্সি মাপার যন্ত্র আছে। ট্রান্সফরমারের এবং বৈদ্যুতিক লাইনের পাশে গাছপালায় আবৃত হয়ে আছে। উক্ত গাছের ডালপালাগুলো কর্তনপূর্বক পথসত্ব ঠিক রাখা প্রয়োজন। গ্রাহকদের বাড়িতে গিয়ে বিদ্যুৎ বিল সম্পর্কিত কোন সমস্যা পাওয়া যায়নি।

৫.৯ প্রকল্প সমাপনি প্রতিবেদন (PCR) পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত মোট ১৫১৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা, যা মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র ব্যয়ের তুলনায় ১৬৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা কমে সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পটি অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে ১১.১৬% কমে সম্পন্ন হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে অব্যয়িত অর্থ ৬টি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। প্রকৃত ব্যয়ের বছরভিত্তিক বন্টন থেকে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে খুব সামান্য (২.৮৪%) অর্থ খরচ হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন (Normal Distribution) বিভাজন অনুসরণে হয়েছে অর্থাৎ প্রকল্পের মাঝামাঝি অর্থ বছরে সবচেয়ে বেশি (৩২%) ব্যয় হয়েছে যা পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণে সবচেয়ে ভাল বলে অভিহিত করা হয়। প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয় যার মেয়াদকাল ৪ (চার) বছর হলেও সমাপ্তির জন্য আরও ১ বছর ৬ মাস বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। এ অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে প্রতি বছর আনুমানিক ১০% হারে চাহিদা পুরণের নিমিত্ত অনুমোদিত বাজেটের মধ্যেই ২০ হাজার বেশি গ্রাহককে সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) হলেও শতভাগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল ডিপিপি'র ব্যয় থেকে ১০.৬৫% এবং ২য় সংশোধিত ডিপিপি থেকে ০.৬৮% কম ব্যয় হয়েছে। ভবিষ্যতে সঠিকভাবে ডিপিপি প্রণয়নে স্টার্ট-আপ সময় এবং Time over-run & cost over-run বিবেচনাপূর্বক কর্ম পরিকল্পনা করা এবং আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাইপূর্বক পণ্যের স্পেসিফিকেশনসহ প্রাক্কলন করা প্রয়োজন।

৫.১০ SWOT পর্যবেক্ষণ

শতভাগ জিওবি অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটির সংশোধিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫১৭৮২.০০ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় ১০২৯.৭১ লক্ষ টাকা কম। প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জিত হয়েছে। এ প্রকল্পের সবলদিক ছিল পুর্ণকালীন একজন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। বেইজলাইন সার্ভে না থাকার কারণে প্রকল্প এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কন্ট্রোলগ্রুপ নিয়ে করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী এখনও কিছু অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। সেচ খরচ প্রতি শতকে প্রায় ৬০ টাকা কমেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও সুযোগ তৈরি হয়েছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা আগের থেকে বেশী সময় ধরে পড়াশুনা করতে পারে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে প্রায় ২০-২৫ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ ও সরবরাহ করতে হয়। লাইনের কারণে সিস্টেম লসসহ ভোল্টেজের আপ-ডাউন হয়, লাইনে গাছের ডাল-পালা পড়ে এবং ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদির কারণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা ও লোড-শেডিং তৈরি হয়।

৫.১১ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

ডিপিপি/আরডিপিপি-তে কোন টেকসইকরণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ডিপিপি প্রণয়নের প্রাক্কালে প্রকল্পের টেকসইকরণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের অগ্রাধিকার খাতগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ একটি অন্যতম খাত। বিদ্যুৎ গ্রামীণ জনগণসহ সমগ্র জাতির জীবনধারণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সেজন্য বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ খাততে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। এরই ফলে চলতি অর্থবছরে মোট বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৫.৪ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু পল্লী এলাকায় মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগ লোক বসবাস করছে, তাদের মান উন্নয়ন, গ্রামীণ এলাকায় শিল্পায়ন ও কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকার বিদ্যুতায়নের উন্নয়নের ওপর বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে। সে উদ্দেশ্যেই ১৯৭৭ সনে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সৌরবিদ্যুৎসহ পল্লী এলাকায় বিদ্যুতের সংযোগের আওতাধীন শতকরা ৯৬ ভাগেরও বেশী জনগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। যেহেতু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০,০০০ মে: ওয়াট এর বেশী, সেজন্য বিদ্যুতের আওতা ও বিদ্যুৎ নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে এবং লোডশেডিং ও ভোল্টেজ উঠা-নামা উল্লেখযোগ্য হারে কমানো সম্ভব হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ ও সরবরাহ টেকসই হচ্ছে এবং পিবিএস টেকসই ও যুতসই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

৫.১২ প্রকল্পের Exit plan

সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ডিপিপি প্রণয়নের সময় প্রকল্প শেষে এক্সিট প্ল্যান দেয়া থাকে। BREB কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্দিষ্ট এলাকার পিবিএস-গুলো বেশ দক্ষতার সাথে operation and maintenance এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ টেকসই হচ্ছে এবং পিবিএস টেকসই ও যুতসই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের মূল ডিপিপি-তে (২য় সংশোধিত ডিপিপি, পাতা-২৮৭) প্রকল্প মেয়াদ শেষে প্রধান প্রকৌশলীর কাছে ন্যস্ত হওয়ার পর নির্দিষ্ট পিবিএস-গুলোর নিজস্ব বাজেটের আওতায় বিতরণ ব্যবস্থার operation and maintenance কার্যক্রম পরিচালনা করবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সুপারিশসমূহ

৬.১ সুপারিশসমূহ

"পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির অধীনে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং সুফলভোগীদের তথ্য জরিপ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, কেআইআই, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, সরেজমিনে পরিদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের আলোকে নিম্নলিখিত সুপারিসসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

১. ভবিষ্যতে ডিপিপি প্রণয়নে স্টার্ট-আপ সময় এবং Time over-run & Cost over-run বিবেচনাপূর্বক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং বৈদেশিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাইপূর্বক পণ্যের স্পেসিফিকেশনসহ প্রাক্কলন করা প্রয়োজন [অনুচ্ছেদ ৩.১.১, ৫.১ ও ৫.২];

২. বৈদ্যুতিক লাইন ঝুঁকিমুক্ত এবং সরবরাহ ব্যবস্থা টেকসই করার জন্য সব ধরণের বৈদ্যুতিক লাইন বিশেষ করে সকল HT লাইনকে কভারযুক্ত করা যেতে পারে [অনুচ্ছেদ ৩.৫.২ ও ৫.৪];

৩. ক্রমবর্ধমান লোড বৃদ্ধির কারণে এবং এর ফলে উদ্ভুত সিস্টেম লস আরও কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ, ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও ফিডারগুলা স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরি করা প্রয়োজন [অনুচ্ছেদ ৩.৫.২];

৪. ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এবং বাস্তবায়নের পূর্বে বেইজলাইন সার্ভে করা আবশ্যক [অনুচ্ছেদ ২.২, ২.৬, ২.৯ ও ৩.৪];

৫. ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদার ফলে গ্রাহক পর্যায়ে ভোল্টেজ উঠানামাজনিত ত্রুটি নিরশনপূর্বক নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সক্ষম বিতরণ ব্যবস্থা এবং উপকেন্দ্রসমূহের আপগ্রেডেশন করা প্রয়োজন [অনুচ্ছেদ ৩.৫.২];

৬. ডিজিটাল মিটার ও প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা করা এবং বিদ্যুতের অপচয় রোধ করার জন্য প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা ও অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন [অনুচ্ছেদ ৩.৫.১০];

৭. বৈদ্যুতিক লাইনের পার্শ্ববর্তী গাছগুলির ডালপালা নিয়মিত কর্তনের মাধ্যমে পথসত্ব ঠিক রাখা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে সম্পৃক্ত ও সচেতন করা যেতে পারে [অনুচ্ছেদ ৩.৫.২];

৮. অডিট আপত্তি এড়ানোর জন্য সকল প্রকার বিল যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ছাড় করা প্রয়োজন এবং অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে [অনুচ্ছেদ ৩.৪.৭, ৩.৪.৮ ও ৫.৮];

৯. বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে নতুনভাবে স্থাপিত উপকেন্দ্রসমূহে তৈরিকৃত উচ্চ সক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমার স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ সুবিধা ব্যবহার করে স্বল্প খরচে নতুন গ্রাহক সংযোগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।[অনুঃ ৩.৫.২]

৬.২ উপসংহার

“পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যম্যে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে পল্লী এলাকার জনসাধারণ বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছেন। আগের তুলনায় বিদ্যুতের লোডশেডিং অনেক কমেছে ফলে ব্যবসায়ীদের ব্যবসার উন্নতি, কৃষক সেচ যন্ত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে অধিক লাভবান, শিক্ষার্থীরা রাতে অধিক সময় পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পারে, টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখা ও দেশ বিদেশের সংবাদ দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়ার সুযোগ হয়েছে, অপরাধ মূলক কর্মকান্ড কমেছে, রাতে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, ফ্রিজ ব্যবহারের ফলে খাবার সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ফার্মেসিতে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংরক্ষণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, হাটবাজারের উন্নতি হয়েছে, মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের প্রসার ঘটেছে, মহিলাদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি। এর ফলশ্রুতিতে মানুষের আয় বেড়েছে ও জীবনধারণের মান উন্নত হয়েছে। পল্লী এলাকায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অতএব বর্তমান সরকার দেশের দ্রুততম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সারা দেশে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌছে দেয়া এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নীতকরণের অঙ্গিকার রক্ষায় এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যপুঞ্জি

- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি, অনুমোদনের তারিখঃ ১৫ জুলাই ২০১৪
- প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর)। প্রতিবেদন জমাদানের তারিখঃ ২৭/১০/২০২০
- আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন।
- ক্রয় কার্যক্রমের দলিলাদি।
- অডিট আপত্তি দলিলাদি।
- বিআরইবি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি।
- টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- Public Procurement Act-2006, Ministry of Law, Government of the People's Republic of Bangladesh.
- Public Procurement Rule-2008, Ministry of Law, Justice and Perlamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh.
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথি/পত্র।

Project Name : Rural Electrification Expansion Chittagong-Sylhet Division Program-II (2nd Revised)

Attachment-2

Sl. No.	Description of Item	Description of Sub-Item		Unit							Loan from Other Project/ REB/ PBS	Loan to Other Project/ REB/ PBS
		Number	Name		Latest Revised DPP	Procured	Implemented (as per Staking/ as built)	Transferred to O&M with date	Disposed of as per rule with date	Balance		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Line Hardware	B-1	Pin, Insulator, X-arm, 1" Lead Thrd, 5/8"x10-1/4"	Nos.	Lot	141000	141000					
		B-2	Pin, Insulator, X-arm, Pole Top, 1" Lead Thrd, 20"	Nos.	Lot	116600	116600					
		B-3	Bolt, Machine, 1/2"x2-1/2", Rolled Threads, Galv.	Nos.	Lot	256000	256000					
		B-4	Bolt, Machine, 1/2"x6", Rolled Threads, Galvanized	Nos.	Lot	27400	27400					
		B-4.1	Bolts Machine 1/2"x8"	Nos.	Lot	48000	48000					
		B-4.2	Bolts Machine 1/2"x10"	Nos.	Lot	65000	65000					
		B-4.3	Bolts Machine 1/2"x12"	Nos.	Lot	25000	25000					
		B-6	Bolt, Machine, 5/8"x8", Rolled Threads, Galvanized	Nos.	Lot	100000	100000					
		B-7	Bolt, Machine, 5/8"x10", Rolled Threads, Galvanized	Nos.	Lot	240000	239700	300				
		B-8	Bolt, Machine, 5/8"x12", Rolled Threads, Galvanized	Nos.	Lot	150000	131500	18500				
		B-9	Bolt, Machine, 5/8"x14", Rolled Threads, Galvanized	Nos.	Lot	50000	50000					
		B-10	Bolt, Machine, 5/8"x16",rolled Threads, Galvanized	Nos.	Lot	10000	10000					
		B-18	Bolt, Oval Eye, 5/8"x8", Drop-forged Rolled Thread	Nos.	Lot	109000	109000					
		B-19	Bolt, Oval Eye, 5/8"x10", Drop-forged Rolled Thred	Nos.	Lot	190000	190000					
		B-20	Bolt, Oval Eye, 5/8"x12", Drop-forged Rolled Thred	Nos.	Lot	50000	50000					
		B-22	Bolt, Eye Oval 5/8"x18" Drop-forged,rolled Thread.	Nos.	Lot	13200	13200					
		B-24	Bolt, Thimble-eye, Straight, Drop-forged, 5/8"x10"	Nos.	Lot	7800	7800					
		B-26	Bolt, Double Arming, Rolled Threads 5/8"x18"	Nos.	Lot	52000	52000					
		B-27	Bolt, Double Arming, Rolled Threads 5/8"x18"	Nos.	Lot	45000	44998	2				
		B-28	Bolt, Double Arming, Rolled Threads 5/8"x20"	Nos.	Lot	30500	30500					

SL. No.	Description of Item	Description of Sub-Item		Unit	Latest Revised DPP	Procured	Implemented (as per Staking/ as built)	Transferred to O&M with date	Disposed of as per rule with date	Balance	Loan from Other Project/ REB/ PBS	Loan to Other Project/ REB/ PBS
		Number	Name									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		B-29	Bolt, Double Arming, Rolled Threads 5/8"x22"	Nos.	Lot	20600	20600					
		B-30	Bolt, Double Arming, Rolled Threads 5/8"x24"	Nos.	Lot	9200	9200					
		B-32	Bolt, Carriage, Rolled Threads, Galv., 3/8"x4-1/2"	Nos.	Lot	44000	44000					
		B-34	Bolt, Single Upset, Rolled Threads, Galv. 5/8"x10"	Nos.	Lot	70000	70000					
		B-35	Bolt, Single Upset, Rolled Threads, Galv. 5/8"x12"	Nos.	Lot	1200	1200					
		B-41.1	Brace, Crossarm, 28"51 1/2"51/4"	Nos.	Lot	197000	197000					
		B-42.1	Brace, Crossarm, 35" Span (v Brace)	Nos.	Lot	34500	34500					
		B-43.1	Brace, Side Ann,2.5 Feet	Nos.	Lot	9800	9800					
		B-43.2	Brace, Side Arm,1250mm	Nos.	Lot	3100	3098	2				
		B-46	Washer, Ferrous, Galv. 2-1/4" Sqr. 11/16" Hole	Nos.	Lot	920000	919999	1				
		B-48	Washer, Ferrous, Galv. Round, Flat, 9/16" Hole	Nos.	Lot	53500	53481	19				
		B-49	Washer, Ferrous, Galv 3" Sqr Curved, 11/16" Hole	Nos.	Lot	12000	12000					
	Line Hardware	B-53	Nut, Oval-eye, Drop-froged, Galv., For 5/8" Bolt	Nos.	Lot	142000	142000					
		B-55	Shacle, Anchor, Drop-froged, Hot Dipped Galvanized	Nos.	Lot	35000	35000					
		B-56	Guy Attachment, Formed Starp, Hot Dipped Galvanizd	Nos.	Lot	171000	171000					
		B-62	Rod, Anchor, Twin-eye, Drop-forged, Galv. 5/8"x8'	Nos.	Lot	126500	126500					
		B-63	Rod, Anchor, Twin-eye, Drop-forged, Galv. 3/4"x10'	Nos.	Lot	16000	16000					
		B-65	Rod, Ground, Hot Dipped Galvanized, 5/8"x8'	Nos.	Lot	75500	74518	982				
		B-66	Plate Ground,galvanized, 7.5"x7.5"	Nos.	Lot	15000	15000					
		B-72	Clevis, Bracket, Secondary, Hot Dipped Galvanized	Nos.	Lot	62000	62000					
		B-73	Clevis, Swinging, Secondary, Hot Dipped Galvanized	Nos.	Lot	175000	175000					
		B-80	Clamp, Ground Rod, 5/8", Hot-dipped Galvanized	Nos.	Lot	57000	55200	1800				
		B-82	Calmp, Suspensn Sngle Blt #3 Acsr.	Nos.	Lot	18500	17200	1300				
		B-85	Clamp, Loop, Dead-end, For #3 Acsr Thru #1/0 Acsr	Nos.	Lot	320000	320000					

"শেখ হাসিনার উন্নয়ন-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
Bangladesh Rural Electrification Board

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
আরইই. সিএসডিপি-২
প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবন (৩য় তলা)
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
টেলিফোনঃ- ৮৯০০৯৩৩
ই-মেইলঃ- pdcsdp2@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.২৬৩৭.১৩৩.৩২.০৯১. ১৬. ১৭১৩৮

তারিখঃ ১৩ অগ্রহায়ন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
২৭ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ।

M/s. Energypac Engineering Ltd.
Energy Center, 25 Tejgaon I/A,
Dhaka-1208, Bangladesh.

বিষয়ঃ **33 KV Vacuum Circuit Breaker (VCB) এর জাহাজায়নের ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ (১)প্যাকেজ নংঃ CSDP-II-SSN-01.
(২) সাব-প্যাকেজ নংঃ CSDP-II-SSN-01-01.

সূত্রে উল্লেখিত সাব-প্যাকেজের বিপরীতে M/s. Energypac Engineering Ltd. কর্তৃক সরবরাহতব্য 33KV Vacuum Circuit Breaker (VCB) এর প্রাক-জাহাজায়ন পরিদর্শন বাপবিবোর্ডের গঠিত টিম কর্তৃক প্রস্তুতকারীর ফ্যাক্টরী ABB India-তে গত ১৪-১১-২০১৬ ইং হতে ১৮-১১-২০১৬ ইং তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। 33KV Vacuum Circuit Breaker (VCB) সমূহ বাপবিবোর্ডের স্পেসিফিকেশন মোতাবেক পাওয়ায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ঃ

ক) পিএসআই রিপোর্ট অনুযায়ী মালামালের টেষ্ট ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়ায় 33KV Vacuum Circuit Breaker (VCB) = ০৮ (আট) টি জাহাজায়নের ছাড়পত্র প্রদান করা এবং পোষ্ট-ল্যান্ডিং পরিদর্শনের টেষ্ট ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া সাপেক্ষে মালামাল উপকেন্দ্রে স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে।

২৭.১১.১৬
(কুমার চন্দ্র মন্ডল)
প্রকল্প পরিচালক

অনুলিপিঃ

১। পরিচালক, আই টি/এমপিএসএস/সিএসএন্ডএম পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

২৭.১১.১৬
(মোঃ শাহীনুর রহমান মোল্লা)
উপ- পরিচালক (কারিগরী), ঢঃ দাঃ

F:\Asst. Engineer\Vcb.Docx

F:\shahin.xen\Official\inquary.docx

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 Certified.

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
আরইই-সিএসডিপি-২
প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবন (৩য় তলা)
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
টেলিফোনঃ- ৮৯০০৯০৩
E-mail: pdcsdp2@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.২৬৩৭.১৩৩.৩২.০৯১. ১৭.২৯

তারিখঃ ০২ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
১৫ জানুয়ারী, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

M/s. Energypac Engineering Ltd.
Energy Center, 25 Tejgaon I/A,
Dhaka-1208, Bangladesh.

বিষয়ঃ **11kV, 1C×500 mm^2 XLPE Copper Wire Screen PVC Sheath Cable এবং 15kV, 3C×185 mm^2 XLPE Copper Tape Screen PVC Sheath Cable এর জাহাজায়নের ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ (১)প্যাকেজ নংঃ CSDP-II-SSN-01.
(২) সাব-প্যাকেজ নংঃ CSDP-II-SSN-01-01.

সূত্রে উল্লেখিত সাব-প্যাকেজের বিপরীতে M/s. Energypac Engineering Ltd. কর্তৃক সরবরাহতব্য 11kV, 1C×500 mm^2 XLPE Copper Wire Screen PVC Sheath Cable এবং 15kV, 3C×185 mm^2 XLPE Copper Tape Screen PVC Sheath Cable এর প্রাক-জাহাজায়ন পরিদর্শন বাপবিবোর্ডের গঠিত টিম কর্তৃক প্রস্তুতকারীর ফ্যাক্টরী Zhengzhou Yifang Cable Co. Ltd. China-তে গত ১৪-১২-২০১৬ ইং হতে ১৮-১২-২০১৬ ইং তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। 11kV, 1C×500 mm^2 XLPE Copper Wire Screen PVC Sheath Cable এবং 15kV, 3C×185 mm^2 XLPE Copper Tape Screen PVC Sheath Cable সমূহ বাপবিবোর্ডের স্পেসিফিকেশন মোতাবেক পাওয়ায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ঃ

ক) PSI Report অনুযায়ী মালামালের টেষ্ট ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়ায় 11kV, 1C×500 mm^2 XLPE Copper Wire Screen PVC Sheath Cable =1440m এবং 15kV, 3C×185 mm^2 XLPE Copper Tape Screen PVC Sheath Cable=2880m জাহাজায়নের ছাড়পত্র প্রদান করা এবং পোষ্ট-ল্যান্ডিং পরিদর্শনের টেষ্ট ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া সাপেক্ষে মালামাল উপকেন্দ্রে স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে।

১৫/১/১৭
(এ কে এম রাশেদুল হক চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ)

অনুলিপিঃ

১। পরিচালক, আই টি/এমপিএসএস/সিএসএন্ডএম পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

১৫/১/১৭
(মোঃ শাহীনুর রহমান মোল্লা)
উপ- পরিচালক (কারিগরী), চঃ দঃ

১৫/১/১৭

E:\Asst. Engineer\Web Docx

সংযুক্তি-৪

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 Certified.

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
আরইই-সিএসডিপি-২
প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবন (৩য় তলা)
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
টেলিফোনঃ- ৮৯০০৯০৩E-mail:
pdcsdp2@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.১৩৩.৩৩.০৯৬.১৮. ৬৪৬

তারিখঃ ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।
১৪ জুন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

মেসার্স ইনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ
ইনার্জি সেন্টার, ২৫ তেঁজগাও বা/এ
ঢাকা-১২০৮, বাংলাদেশ।

বিষয়ঃ ব্যাটারী ও ব্যাটারী চার্জার এর প্রাক-জাহাজায়নের ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়গণ,

"পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২" প্রকল্পের আওতায় ৬টি চুক্তির বিপরীতে আপনাদের কর্তৃক সরবরাহতব্য ১৮ (আঠার) সেট ব্যাটারী ও ব্যাটারী চার্জারসমূহের প্রাক-জাহাজায়ন পরিদর্শন বাপবিবোর্ডের গঠিত টিম কর্তৃক প্রস্তুতকারীর ফ্যাক্টরী HBL Power Systems Limited, Hydarabad, India-তে গত ০৪-০৬-২০১৮ হতে ০৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ -এ সম্পন্ন হয়েছে। টেস্ট ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়ায় নিম্নবর্ণিত চুক্তিসমূহের বিপরীতে ১৮ সেট ব্যাটারী ও ব্যাটারী চার্জার এর প্রাক-জাহাজায়নের ছাড়পত্র প্রদান এবং উপকেন্দ্রে স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	চুক্তি নং	পরিমান
১	BREB/CSDP-II/SSN-01-03/2017-18, Date-05.09.17	০৩ সেট
২	BREB/CSDP-II/SSN-01-04/2017-18, Date-05.09.17	০৩ সেট
৩	BREB/CSDP-II/SSN-01-05/01, 2017-18, Date-21.12.17	০৩ সেট
৪	BREB/CSDP-II/SSN-02-01/2017-18, Date-15.10.17	০৩ সেট
৫	BREB/CSDP-II/SSN-02-02/2017-18, Date-15.10.17	০৩ সেট
৬	BREB/CSDP-II/SSN-02-03/2017-18, Date-15.10.17	০৩ সেট
	মোট =	১৮ সেট

সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে-

১৪/০৬/১৮

(মোঃ আবুল কাসেম সরদার)
প্রকল্প পরিচালক

অনুলিপিঃ
০১। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প), বাপবিবো, ঢাকা।
০২। পরিচালক, এমপিএসএস/পরিদর্শন ও টেষ্টিং পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

c:\users\sharif\dropbox\letter-turn key materrial clearance.docx

সংযুক্তি-৫

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 Certified.

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
আরইই-সিএসডিপি-২
প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবন (৩য় তলা)
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
টেলিফোনঃ- ৮৯০০৯০৩E-mail:
pdcsdp2@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.১৩৩.৩৩.০৯৬.১৮. ৪৬৭

তারিখঃ ২৫ আষাঢ়, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।
০৯ জুলাই, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

মেসার্স সানরাইজ এন্টারপ্রাইজ
জাতীয় স্কাউট ভবন (১০তলা)
৭০/১,ইনার সার্কুলার রোড,
কাকরাইল,ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ 11 kV Switchgear, 33 kV OVCB & 33 kV CRP এর প্রাক-জাহাজায়নের ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়গণ,

"পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২" প্রকল্পের আওতায় ৩টি চুক্তির বিপরীতে আপনাদের কর্তৃক সরবরাহতব্য 11 kV Switchgear, 33 kV OVCB & 33 kV CRP প্রাক-জাহাজায়ন পরিদর্শন বাপবিবোর্ডের গঠিত টিম কর্তৃক প্রস্তুতকারীর ফ্যাক্টরী M/S Siemens Ltd, Maharastra, India-তে গত ২৩-০৬-২০১৮ হতে ২৭-০৬-২০১৮ খ্রিঃ-এ সম্পন্ন হয়েছে। টেস্ট ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়ায় নিম্নবর্ণিত চুক্তিসমূহের বিপরীতে 11 kV Switchgear, 33 kV OVCB & 33 kV CRP এর প্রাক-জাহাজায়নের ছাড়পত্র প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	চুক্তি নং	মালামালের বিবরণ	পরিমান
১	BREB/CSDP-II/SSN-01-02/2017-18, Date-09.10.17	11 kV Switchgear	3 Set
		33 kV OVCB	6 Nos
		33 kV CRP	6 Nos
২	BREB/CSDP-II/SSN-02-04/2017-18, Date-09.10.17	11 kV Switchgear	3 Set
		33 kV OVCB	6 Nos
		33 kV CRP	6 Nos
৩	BREB/CSDP-II/SSN-02-05/01, 2017-18, Date-09.10.17	11 kV Switchgear	3 Set
		33 kV OVCB	6 Nos
		33 kV CRP	6 Nos

সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে-

০৯/০৭/১৮

(মোঃ আবুল কাসেম সরদার)
প্রকল্প পরিচালক

অনুলিপিঃ
০১। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প), বাপবিবো, ঢাকা।
০২। পরিচালক, এমপিএসএস/পরিদর্শন ও টেষ্টিং পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

c:\users\sharif\dropbox\letter-turn key materrial clearance-1.docx

সংযুক্তি-৬

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
প্রধান কার্যালয়
নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
পোস্ট অডিট বিভাগ-১
www.reb.gov.bd

নম্বর: ২৭.১২.০০০০.০১৫.০২.৪৩৩.১৯.১০৮

তারিখ: ১১ শ্রাবণ ১৪২৭
২৬ জুলাই ২০২০

প্রাপক:
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

বিষয়: **নিরীক্ষা আপত্তির জবাব প্রদান।**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রকল্প পরিচালক, আরইই-সিএসডিপি-২, বাপবিবো, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় মোট ২২টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রাথমিক জবাব এবং গৃহীত ব্যবস্থার আলোকে ২০টি আপত্তি (অনুসন্ধান-০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১ ও ২২) নিষ্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়েছে। অবশিষ্ট ০২টি আপত্তির (অনুসন্ধান নং- ১০ ও ১৪) উপর নিরীক্ষা পরিদপ্তরের মন্তব্যসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন **চেয়ারম্যান মহোদয়** কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, যা অত্রসাথ সংযুক্ত করা হলো।

এ অবস্থায়, চূড়ান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বর্ণিত মন্তব্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন) মহোদয় এর মাধ্যমে প্রমাণকসহ জবাব আগামী ০২ মাসের মধ্যে অত্র পরিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,

২৬-৭-২০২০
মো: ইদ্রিস
পরিচালক
ফোন: ৮৯০০২০৭
ইমেইল:
rebinternalaudit@gmail.com

নম্বর:

তারিখ: ১১ শ্রাবণ ১৪২৭

সংযুক্তি-৭

বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধাসমূহ

ক্রমিক	বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা	সংখ্যা	%
১	ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা বেশী সময় পর্যন্ত করতে পারে	১০২৬	৯৭.২%
২	চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৭৮৯	৭৪.৭%
৩	এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে	৫৩৬	৫০.৮%
৪	স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে	৬৯৭	৬৬.০%
৫	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে	৮৮১	৮৩.৪%
৬	কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	৭৪৪	৭০.৫%
৭	স্থানীয় ব্যবসা বানিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৭৯৭	৭৫.৫%
৮	হাট বাজারের উন্নতি হয়েছে	৭৯৮	৭৫.৬%
৯	হাঁস-মুরগির চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	১৩৭	১৩.০%
১০	মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	১০২	৯.৭%
১১	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বৃদ্ধি হয়েছে	১১২	১০.৬%
১২	চুরি ডাকাতি অন্যান্য অপরাধ কমেছে	৩২৫	৩০.৮%
১৩	রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৩২৮	৩১.১%
১৪	সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে	২০০	১৮.৯%
১৫	মহিলাদের রাতে কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৫	৫.২%
	মোট	**১০৫৬**	**১০০.০%**

সংযুক্তি -৮

বিদ্যুৎ ব্যবহারে উপকারের ধরন

ক্রমিক	উপকারের ধরন	সংখ্যা	%
১	রাতে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা আগের থেকে বশৌী সময় ধরে করতে পারছে	৯৮৪	৯৩.২%
৪	ফ্রিজ ব্যবহার করে খাবার সংরক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে	৭৭৫	৭৩.৪%
২	টেলিভিশনে শিক্ষা ও বনিোদনমুলক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়ছে	৭৬৫	৭২.৪%
৫	খানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পয়েছে,	৬৯৭	৬৬.০%
৭	মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়ার সুযোগ হয়েছে	৫৬৪	৫৩.৪%
৩	ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছে	৪০৮	৩৮.৬%
৬	সচে পাম্প ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছে	২৮৩	২৬.৮%
৮	সার্বিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে	২০২	১৯.১%
৯	অন্যান্য	২	০.২%
	মোট	**১০৫৬**	**১০০.০%**

সংযুক্তি-৯

বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত খানার জন্য প্রশ্নমালা

ভূমিকা

পল্লী অঞ্চলের জনপদের আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির শুরু হতে মালামাল ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রক্রিয়া, স্থাপন, সার্ভিস ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারী বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ ও এর সঠিক ব্যবহার হয়েছে কিনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য উপকারভোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যাদি, বিদ্যুৎ ব্যবহার, ব্যক্তিগত ও এলাকাভিত্তিক অর্থনৈতিক, যোগাযোগ, কৃষি, তথ্য, মহিলাদের কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচন বিষয়ে প্রকৃত ও বাস্তব তথ্য জানার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নমালা তৈরী করেছে। প্রশ্নমালার নমুনা নিম্নে সন্নিবেশিত হলোঃ

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

১। উত্তর দাতার নামঃ ----------২। বয়সঃ ----------

২। পুরুষ/মহিলাঃ ১=পুরুষ ২=মহিলা ☐

৩। জেলাঃ ----------৫। উপজেলাঃ ----------

৪। পিবিএস এলাকাঃ ----------ক। ইউনিয়নঃ----------খ। গ্রামঃ ----------

৫। উত্তরদাতার মোবাইল নাম্বার----------

৬। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ [সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ] ☐

৭। পেশাঃ (১) কৃষক, (২) গৃহস্থলী, (৩) সরকারী চাকুরী, (৪) বেসরকারী চাকুরী, (৫) ব্যবসা, (৬) ক্ষুদ্র-ব্যবসা, (৭) শিক্ষক, (৮) পেশাজীবি (ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি), (৯) ক্ষুদ্র পেশাজীবি (কামার/কুমার/জেলে ইত্যাদি), (১০) দিনমজুর (কৃষি), (১১) দিনমজুর (অ-কৃষি), (১২) রিক্সা/ভ্যান অটো, টেম্পু চালক, (১৩) ব্যাটারি চালিত অটো চাকল, (১৪) অন্যান্য----------

৮। ক) আপনার পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা কত জন? ---------- মহিলা----------

খ) স্কুলে যায়, এমন ছেলের সংখ্যা ---------- মেয়ের সংখ্যা----------

অর্থনৈতিক তথ্য

৯। আপনার পরিবারের আয়ের উৎস সম্পর্কে দয়া করে বলুন (সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন)

বিদ্যুৎ নেয়ার পূর্বে	**বিদ্যুৎ নেয়ার পরে**
১=কৃষি ২= ব্যবসা ৩= কুটির শিল্প ৪= হাঁস মুরগীর খামার ৫= মাছের চাষ ৬=সেলাইর কাজ ৭=সেচ সেবা বিক্রি ৮= চাকুরি ৯=অন্যান্য----------	১=কৃষি ২= ব্যবসা ৩= কুটির শিল্প ৪= হাঁস মুরগীর খামার ৫= মাছের চাষ ৬=সেলাইর কাজ ৭=সেচ সেবা বিক্রি ৮= চাকুরি ৯=অন্যান্য----------

	বিদ্যুৎ নেওয়ার আগে (২০১৪)	বিদ্যুৎ নেওয়ার পরে (২০২২)
১০। বিভিন্ন উৎস থেকে আপনার পরিবারের বাৎসরিক আয়		
১১। আপনার পরিবারের বাৎসরিক ব্যয় কত টাকা		

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্যাদি

১২। আপনি কত মাস ধরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন? [ ]

১৩। আপনাদের এলাকায় লোডশেডিং হয় কি না? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

১৪। আপনাদের এলাকায় গড়ে দৈনিক কত ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না?
(১=০-১ ঘন্টা, ২=১-১.৩০ ঘন্টা, ২=১.৩০-২.০ ঘন্টা, ৩=২.০ ঘন্টার অধিক) [ ]

১৫। আপনার পরিবারে বিদ্যুত চালিত কি কি জিনিস আছে?
১=টিভি, ২=ফ্রিজ, ৩= কম্পিউটার, ৪=মোবাইল, ৫=পাখা , ৬=মাড়াই কল ৭=অন্যান্য
(উল্লেখ করুন)---------- [ ]

১৬। আপনার মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিল কত টাকা?---------- [ ]

বিদ্যুতের উপকারীতা

১৭। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুতের কারণে আপনার এলাকার মানুষ লাভবান হয়েছে? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

১৮। উত্তর হ্যাঁ হলে, দয়া করে বলুন কিভাবে (উত্তর একাধিক হতে পারে)

(১) ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা বেশী সময় পর্যন্ত করতে পারে	১
(২) চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	২
(৩) এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে	৩
(৪) স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে	৪
(৫) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে	৫
(৬) কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	৬
(৭) স্থানীয় ব্যবসা বানিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৭
(৮) হাট বাজারের উন্নতি হয়েছে	৮
(৯) হাঁস-মুরগির চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	৯
(১০) মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	১০
(১১) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বৃদ্ধি হয়েছে	১১
(১২) চুরি ডাকাতি অন্যান্য অপরাধ কমেছে	১২
(১৩) রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	১৩
(১৪) সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে	১৪
(১৫) মহিলাদের রাতে কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	১৫
(১৬) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)----------	

১৯। বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে আপনার খানা উপকৃত হয়েছে কি? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

২০। উত্তর হ্যাঁ হলে, দয়া করে বলুন কিভাবে? (উত্তর একাধিক হতে পারে)

১. রাতে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা আগের থেকে বেশী সময় ধরে করতে পারছে	১
২. টেলিভিশনে শিক্ষা ও বনোদনমুলক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়ছে	২
৩. ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছে	৩
৪. ফ্রিজ ব্যবহার করে খাবার সংরক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে	৪
৫. খানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পয়েছে,	৫
৬. সচে পাম্প ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছে	৬
৭. মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়ার সুযোগ হয়েছে	৭
৮. সার্বিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে	৮
৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)----------	

২১। আপনার কি সেচের আওতায় কোন জমি আছে? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

২২। উত্তর হ্যাঁ হলে, সেচ যন্ত্র কি বিদ্যুতায়িত? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

২৩| প্রতি শতক জমিতে একটি ঋতুতে সেচ দিতে কত টাকা লাগে? ☐

২৪| বিদ্যুতায়িত সেচ যন্ত্রে ডিজেল চালিত সেচযন্ত্রেও তুলনায় খরচ কম হয় কি? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* ☐

২৫। আপনি কি মনে করেন, আপনার এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার পর আপনার মোট আয় বেড়েছে? ☐
(১= হ্যাঁ, ২=না ৩=আগের মত, ৪=জানিনা)

২৬। বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগের ভোল্টেজ কেমন (উঠা-নামা করে কি না? (১=ভালো, ২=ভালো না) ☐

২৭। বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে ইন্টারনেট যোগাযোগ সহজ হয়েছে কি? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* ☐

২৮। ইন্টারনেটের ফলে ছাত্র/ছাত্রীরা কিভাবে উপকৃত হয়েছে?
১. গ্রাম থেকেই ভর্তি পরিক্ষার আবেদন করা যায়
২. গ্রাম থেকেই চাকুরীর আবেদন করা যায়
৩. বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা যায়
৪. পরীক্ষার রুটিন ও ফলাফল পাওয়া যায়
৫. বিদেশে লেখাপড়ার জন্য যোগাযোগ করা যায়

২৯। বিদ্যুৎ সংযোগটির সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ সঠিকভাবে হয় কি না? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* ☐

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বর:	স্বাক্ষর:	তারিখ:

সংযুক্তি-খ

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সংযোগ নেই (কন্ট্রোল গ্রুপ) এমন খানার জন্য প্রশ্নমালা

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সংযোগ নেই (কন্ট্রোল গ্রুপ) এমন খানার জন্য প্রশ্নমালা

(১.সংযোগ নেই, ২. প্রকল্পের শেষের দিকের সংযোগ প্রাপ্ত)

১। উত্তর দাতার নামঃ ----------২। বয়সঃ ----------

২। পুরুষ/মহিলাঃ ১=পুরুষ ২=মহিলা

৩। জেলাঃ ----------৫। উপজেলাঃ ----------

৪। পিবিএস এলাকাঃ ----------ক। ইউনিয়নঃ----------খ। গ্রামঃ ----------

৫। উত্তরদাতার মোবাইল নাম্বার----------

৬। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ [সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ]

৭। পেশাঃ (১) কৃষক, (২) গৃহস্থলী, (৩) সরকারী চাকুরী, (৪) বেসরকারী চাকুরী, (৫) ব্যবসা, (৬) ক্ষুদ্র-ব্যবসা, (৭) শিক্ষক, (৮) পেশাজীবি (ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি), (৯) ক্ষুদ্র পেশাজীবি (কামার/কুমার/জেলে ইত্যাদি), (১০) দিনমজুর (কৃষি), (১১) দিনমজুর (অ-কৃষি), (১২) রিক্সা/ভ্যান অটো, টেম্পু চালক, (১৩) অন্যান্য----------

৮। ক) আপনার পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা কত জন? ---------- মহিলা----------

খ) স্কুলে যায়, এমন ছেলের সংখ্যা ---------- মেয়ের সংখ্যা----------

অর্থনৈতিক তথ্য

৯| আপনার পরিবারের আয়ের উৎস সম্পর্কে দয়া করে বলুন (সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন)
১=কৃষি, ২= ব্যবসা, ৩= কুটির শিল্প, ৪= হাঁস মুরগীর খামার, ৫=মাছের চাষ
৬=সেলাইর কাজ, ৭=সেচ সেবা বিক্রি, ৮= চাকুরি, ৯=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)----------

১০| আপনার পরিবারের বাৎসরিক আয় কত টাকা? [ ]

১১| আপনার পরিবারের বাৎসরিক ব্যয় কত টাকা? [ ]

১২| আপনার মাসিক গড় কেরোসিন খরচ কত টাকা?---------- [ ]

১৩| আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ পাইলে কেরোসিন খরচ কম হবে? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

১৪| বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে আপনি কি উপকৃত হতেন? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

১৫| উত্তর হ্যাঁ হলে, দয়া করে বলুন কিভাবে? (উত্তর একাধিক হতে পারে)

১.	রাতে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা বেশী সময় ধরে করতে পারতো;	১
২.	টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদনমুলক অনুষ্ঠান দেখা যেত;	২
৩.	ইলেকট্রিক সেলাই মিশিন ব্যবহার করা যেত;	৩
৪.	ফ্রিজ ব্যবহার করে খাবার সংরক্ষণ করা যেত;	৪
৫.	গৃহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাইত;	৫
৬.	সেচ পাম্প ব্যবহার করা যেত;	৬
৭.	মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়া যেত;	৭
৮.	সার্বিক আয় বৃদ্ধি পায়;	৮
৯.	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)----------	

১৬| আপনি কি মনে করেন বিদ্যুতের কারনে মানুষ লাভবান হতে পারে? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

১৭| উত্তর হ্যাঁ হলে, দয়া করে বলুন কিভাবে (উত্তর একাধিক হতে পারে)

১.	ছেলে মেয়েরা বেশী সময় ধরে পড়াশুনা করতে পারে	১
২.	চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়	২
৩.	এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হতে পারে	৩
৪.	স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে	৪
৫.	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়	৫
৬.	কম্পিউটার এবং ইন্টানেট ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়	৬
৭.	স্থানীয় ব্যবসা বানিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়	৭
৮.	হাট বাজারের উন্নতি হয়	৮
৯.	হাঁস-মুরগির চাষ বৃদ্ধি করা যায়	৯
১০.	মৎস্য চাষ বৃদ্ধি করা যায়	১০
১১.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বৃদ্ধি করা যায়	১১
১২.	চুরি ডাকাতি অন্যান্য অপরাধ কম হত	১২
১৩.	রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যেত	১৩
১৪.	সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেত	১৪
১৫.	মহিলাদের কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেত	১৫
১৬.	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)----------	

১৮| আপনার কি সেচের আওতায় কোন জমি আছে? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

১৯| উত্তর হ্যাঁ হলে, সেচ যন্ত্র কি বিদ্যুতায়িত? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

২০| প্রতি শতক জমিতে একটি ঋতুতে সেচ দিতে কত টাকা লাগে? [ ]

২১। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে আপনাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হত? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

২২। বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি হত কি? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

২৩। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

২৪। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে আপনার আয় বৃদ্ধি পেত? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

২৫। আপনাদের এলকায় বিদ্যুৎ এলে, আপনি কি সংযোগ নিবেন? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বর:	স্বাক্ষর:	তারিখ:

সংযুক্তি-গ

বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকের জন্য প্রশ্নমালা

কোড ব্যবহারের জন্য

জেলা	উপজেলা	পিবিএস

ভূমিকা

পল্লী অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অবহেলিত সুবিধা বঞ্চিত বিপুল জনপদের আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির শুরু হতে মালামাল ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রক্রিয়া, স্থাপন, সার্ভিস ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারী বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ ও এর সঠিক ব্যবহার হয়েছে কিনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য উপকারভোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যাদি, বিদ্যুৎ ব্যবহার, ব্যক্তিগত ও এলাকাভিত্তিক অর্থনৈতিক, যোগাযোগ, কৃষি, তথ্য, মহিলাদের কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচন বিষয়ে প্রকৃত ও বাস্তব তথ্য জানার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নমালা তৈরী করেছে। প্রশ্নমালার নমুনা নিম্নে সন্নিবেশিত হলো ঃ

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

১। উত্তর দাতার নামঃ _____ ২। বয়সঃ _____ বছরে

৩। উত্তরদাতার পদবীঃ *১=মালিক ২=ম্যানেজার ৩=কর্মচারী* [ ]

৪। পুরুষ/মহিলাঃ *১=পুরুষ ২=মহিলা* [ ]

৫। জেলাঃ _____ ৫। উপজেলাঃ _____

৬। পিবিএস এলাকাঃ _____ ৭ক। ইউনিয়নঃ _____ ৭খ। গ্রামঃ _____

৭। উত্তরদাতার মোবাইল নাম্বারঃ _____

৮। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ [সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ]

৯। প্রতিষ্ঠানের ধরণঃ ১=মুদী দোকান, ২=চায়ের দোকান, ৩ রেস্টুরেন্ট/হোটেল, ৪=কাপড়ের দোকান, ৫=কাপড় সেলাই, ৬=ডাক্তার খানা/ঔষধের দোকান, ৭=সারের/কীটনাশক/পশুপাখির খাবারের দোকান, ৮=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)---------- [ ]

অর্থনৈতিক তথ্য

১০। আপনার দোকানে/প্রতিষ্ঠানে কত জন লোক কাজ করে? [ ]

১১। আপনার দোকানে বাৎসরিক আয় কত টাকা? [ ]

১২। আপনার দোকানে বাৎসরিক ব্যয় কত টাকা? [ ]

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্যাদি

১৩। আপনার এলাকায় কত সালে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে? [ ]

১৪। আপনি কত মাস ধরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন? (মাসে লিখুন) [ ]

১৫। বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে আপনার কি কোন অসুবিধা হয়েছিল? (১=হ্যাঁ, ২=না)

১৬। যদি হ্যাঁ হয় তাহলে, কি কি অসুবিধা হয়েছিল? [ ]
১= অপেক্ষা করতে হয়েছিল, ২=অতিরিক্ত টাকা পয়সা লেগেছিল, ৩= অন্যান্য----------

১৭। আবেদন করার কতদিন পর আপনি সংযোগ পেয়েছেন? [ ]

১৮। আপনার দোকানে কয়টি বাল্ব ও পাখা চলেঃ বাল্বঃ _____ টি, পাখাঃ_____ টি

১৯। এছাড়া আর কি কি বিদ্যুতে চলে? [১=টিভি, ২=ফ্রিজ, ৩= কম্পিউটার/ ভিসিডি, ৪=ইন্টারনেট, ৫=এসি/মাইক্রোওভেন ৬=অন্যান্য উল্লেখ করুন------

২০। বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে আপনার ব্যবসার কি কি সুবিধা হয়েছে।
(১) _____
(২) _____

২১। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ করার ফলে আপনার ব্যবসার আয় বেড়েছে? (১= *হ্যাঁ*, ২=*না*)

২২। বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কারণে আপনার আয় পূর্বের তুলনায় কতভাগ বেড়েছে? (%)

২৩। আপনার এলাকায় কি পরিমাণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার কারণে হয়েছে?

২৪। আপনার মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিল কত টাকা?----------

২৫। আপনি কি বিদ্যুৎ বিল সময়মত পান? (১= *হ্যাঁ*, ২=*না*)

২৬। আপনি কি বিদ্যুৎ বিল সময়মত পরিশোধ করে থাকেন? (১= *হ্যাঁ*, ২=*না*)

২৭। এই বিল পরিশোধ করতে কি আপনাকে কোন অসুবিধায় পড়তে হয়েছে? (১= *হ্যাঁ*, ২=*না*)

২৮। উত্তর হ্যাঁ হলে, কি কি অসুবিধা

২৯। উত্তর হ্যাঁ হলে এ অসুবিধা দূর করতে কি কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?
(১) _____
(২) _____

৩০। আপনি দৈনিক মোটামুটিভাবে গড়ে কত ঘন্টা বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন?

৩১। পেট্রোল ডিজেলের তুলনায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে আপনার খরচ কেমন হয়?
(১=কম, ২=বেশী, ৩=একই রকম)

৩২। যদি কম হয়, তবে মোটামোটিভাবে কত শতাংশ কম হয়?

৩৩। আপনার লভ্যাংশের কত অংশ বিদ্যুৎ থাকার কারণে হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৩৪। লোডশেডিং এর কারণে আপনার ব্যবসার কি কি ধরনের ক্ষতি হয়
(১= বিক্রয় কম হয়, ২=সময় মত বিক্রয় করা যায় না ৩=বিদ্যুৎ না থাকলে মালামাল নষ্ট হয় ৪=ডিজেল ব্যবহার করলে খরচ বেশী হয়)

৩৫। আপনার এলাকায় গড়ে ২৪ ঘন্টায় কত ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না?

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বর:	স্বাক্ষর:	তারিখ:

সংযুক্তি-ঘ

বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত সেচ পাম্প মালিকের জন্য প্রশ্নমালা

কোড ব্যবহারের জন্য

জেলা	উপজেলা	পিবিএস

ভূমিকা

পল্লী অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অবহেলিত বিপুল জনপদের আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির শুরু হতে মালামাল ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রক্রিয়া, স্থাপন, সার্ভিস ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারী বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ ও এর সঠিক ব্যবহার হয়েছে কিনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য উপকারভোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যাদি, বিদ্যুৎ ব্যবহার, ব্যক্তিগত ও এলাকাভিত্তিক অর্থনৈতিক, যোগাযোগ, কৃষি, তথ্য, মহিলাদের কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচন বিষয়ে প্রকৃত ও বাস্তব তথ্য জানার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নমালা তৈরী করেছে। প্রশ্নমালার নমুনা নিম্নে সন্নিবেশিত হলো ঃ

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

১। উত্তর দাতার নামঃ _____ ২। বয়সঃ _____ বছরে

৩। উত্তরদাতার পদবীঃ *১=মালিক ২=ম্যানেজার ৩=কর্মচারী* [ ]

৪। আপনার পাম্পে কোন সাল থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছেন? ---------- [ ]

৫। জেলাঃ _____ ৬। উপজেলাঃ _____

৭। পিবিএস এলাকাঃ _____ ৮। ইউনিয়নঃ _____ ৯ক। গ্রামঃ _____

৯খ। উত্তরদাতার মোবাইল নাম্বারঃ _____

১০। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ [সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ] [ ]

১১। প্রতিষ্ঠানের ধরণঃ ১= অগভীর নলকূপ, ২=গভীর নলকূপ, ৩= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)---------- [ ]

অর্থনৈতিক তথ্য

১২। পাম্প দিয়ে কত একর জমিতে সেচ দিয়ে থাকেন? ---------- একর [ ]

১৩। আপনার পাম্প থেকে বাৎসরিক কত টাকা আয় হয়? [ ]

১৪। আপনার পাম্প থেকে বাৎসরিক কত টাকা ব্যয় হয়? [ ]

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্যাদি

১৫। আপনার এলাকায় কত সালে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে? [ ]

১৬। আপনি কত মাস ধরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন? (মাসে লিখুন) [ ]

১৭। বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে আপনার কি কোন অসুবিধা হয়েছিল? (১=হ্যাঁ, ২=না)

১৮। যদি হ্যাঁ হয় তাহলে, কি কি অসুবিধা হয়েছিল? [ ]
১= অপেক্ষা করতে হয়েছিল, ২=অতিরিক্ত টাকা পয়সা লেগেছিল, ৩= অন্যান্য----------

১৯। আবেদন করার কতদিন পর আপনি সংযোগ পেয়েছেন? [ ]

২০। বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার আগে আপনি সেচ পাম্প পরিচালনা করতেন কি? (১=হ্যাঁ, ২=না) ☐

২১। আপনার মটরের ধারন ক্ষমতা কতঃ _____হর্স, বাঃ_____কিলোওয়াট

২২। বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে আপনার কি কি সুবিধা হয়েছে।

(১) _____
(২) _____
(৩) _____

২৩। আপনার মাসিক গড় (সেচ বাবদ) বিদ্যুৎ বিল কত টাকা---------- ☐

২৪। আপনি বিদ্যুৎ বিল সময়মত পেয়ে থাকেন? (১=হ্যাঁ, ২=না) ☐

২৫। আপনি কি বিদ্যুৎ বিল সময়মত পরিশোধ করে থাকেন? (১= *হ্যাঁ*, ২=*না*) ☐

২৬। আপনার কি বলতে পারেন বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার আগে অনুরুপ একটি সেচ যন্ত্রে মাসিক গড় (সেচ বাবদ) ডিজেল ও কেরোসিন ব্যয় কত টাকা হত? ☐

২৭। বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কারণে আপনার আয় পূর্বের তুলনায় কতভাগ বেড়েছে? (%) ☐

২৮। আপনি দৈনিক মোটামুটিভাবে গড়ে কত ঘন্টা বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন? ☐

২৯। আপনার এলাকায় কি পরিমাণ সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার কারণে হয়েছে? ☐

৩০। লোডশেডিং এর কারণে আপনার ব্যবসার কি কি ধরনের ক্ষতি হয়

(১)_____
(২) _____

৩১। আপনাদের এলাকায় বিভিন্ন মৌসুমে দিনে ও রাতে (২৪ ঘন্টায়) কতঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না?

মৌসুম / ঋতুতে	দিনে (ঘন্টা)	রাতে (ঘন্টা)
গ্রীষ্মকালে		
বর্ষাকালে		
শীতকালে		

৩২। বিদ্যুতের অপচয় রোধ কিভাবে কমানো যায় বলে মনে করেন

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বর:	স্বাক্ষর:	তারিখ:

সংযুক্তি-ঙ

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রশ্নমালা

কোড ব্যবহারের জন্য

জেলা	উপজেলা	পিবিএস

জেলাঃ _____ উপজেলাঃ _____

পিবিএস এলাকাঃ _____

১। উত্তর দাতার নামঃ _____

২। বয়সঃ _____বছরে ৩। *লিঙ্গঃ ১=পুরুষ ২=মহিলা*

৪। পদবী ---------- **উত্তরদাতার মোবাইল নাম্বারঃ**----------

৫। এ প্রকল্পের আওতায় কতটি ট্রান্সফরমার ক্রয় করা হয়েছে?

৬। ৪.৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় মোট কতটি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে? ----------টি
এবং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন শ্রেণিতে কতটি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে?

মোট

ক্রমিক	গ্রাহকের ধরণ এই প্রকল্পের	সংখ্যা	প্রকল্পের আগে কত ছিল
(১)	আবাসিক		
(২)	সেচ পাম্প		
(৩)	বাণিজ্যিক		
(৪)	কুটির শিল্প		
(৫)	ক্ষুদ্র শিল্প		
(৬)	মাঝারি শিল্প		
(৭)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		
(৮)	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান		
	অন্যান্য যদি থাকে উল্লেখ করুন ------		

৭। কত কি.মি. নতুন বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন নির্মাণ করেছন (৩৩ কেভি ও নিম্নতর ভোল্টেজ);

৮। কত কি.মি. বৈদ্যুতিক লাইনের আপগ্রেডেশন/রেনোভেশন করেছেন ;

৯। ৩৩/১১ কেভি (৩১০ এমভিএ) কতটি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে;

১০। কতটি ৩৩/১১ কেভি (১৪০এমভিএ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন করা হয়েছে ;

১১। এই প্রকল্পের লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়েছে কি? (১=হ্যাঁ, ২=না)

(খ) লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকলে কারণ কি?

_____

_____

১৫। আপনার পিবিএস এ বিদ্যুতের সিস্টেম লস শতকরা কতভাগ? ----------%

১৬। সিস্টেম লস বর্তমানে শতকরা ১০% এর বেশী হলে কেন এত বেশী?

১৭। কিভাবে সিস্টেম লস কমানো যায়?

১৮। আপনার পিবিএস এ সিস্টেম লস বাড়ছে না কমছে? *(১=বাড়ছে, ২=কমছে)*

১৯। গ্রাহকরা বিদ্যুৎ বিল যথা সময়ে পরিশোধ করে কি না? (১=হ্যাঁ, ২=না)

২০| বিল পরিশোধের জন্য কতদিন সময় দিয়ে থাকেন?----------দিন

২১| সময় মত বিল পরিশোধ না করলে কি জরিমানা করা হয়? *(১=হ্যাঁ, ২=না)*

২২| সংযোগ স্থাপনে কি কি সমস্যা দেখা দিয়েছিল?

(১) _____

(২) _____

২৩| আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে? (১=হ্যাঁ ২=না)

২৪| আপনার পিবিএস এ কি অভিযোগ বক্স আছে? (১=হ্যাঁ ২=না)

২৫| প্রতিমাসে সাধারণত কতটি অভিযোগ পেয়ে থাকেন?

২৬| অভিযোগ কিভাবে মিটিয়ে থাকেন?

২৭| বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে টেকসই করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

(১) _____

(২) _____

৩২। আপনার মতে, বিদ্যুতের অপচয় কিভাবে রোধ করা যায় বলে মনে করেন?

(১) _____

(২) _____

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বর:	স্বাক্ষর:	তারিখ:

সংযুক্তি-চ

কী ইনফরমেন্টসদের সাক্ষাৎকার

এলাকার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ যারা এলাকার উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কে খবর রাখেন, এমন লোকদের সাক্ষাৎকার নেয়া হবে

ভূমিকা

পল্লী অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অবহেলিত বিপুল জনপদের আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির শুরু হতে মালামাল ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রক্রিয়া, স্থাপন, সার্ভিস ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারী বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ ও এর সঠিক ব্যবহার হয়েছে কিনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য উপকারভোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যাদি, বিদ্যুৎ ব্যবহার, ব্যক্তিগত ও এলাকাভিত্তিক অর্থনৈতিক, যোগাযোগ, কৃষি, তথ্য, মহিলাদের কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচন বিষয়ে প্রকৃত ও বাস্তব তথ্য জানার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নমালা তৈরী করেছে। প্রশ্নমালার নমুনা নিম্নে সন্নিবেশিত হলো ঃ

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

১। উত্তর দাতার নামঃ _____ ২। বয়সঃ _____ *মোবাইল নাম্বার*----------

৩। পুরুষ/মহিলাঃ *১=পুরুষ ২=মহিলা* [ ]

৪। জেলাঃ _____ ৫। উপজেলাঃ _____

৬। পিবিএস এলাকাঃ _____ ৭ক। ইউনিয়নঃ_____ ৮। গ্রামঃ _____

৯| শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ [সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ] [ ]

১০| পেশাঃ (১) কৃষক, (২) গৃহস্থলী, (৩) সরকারী চাকুরী, (৪) বেসরকারী চাকুরী, (৫) ব্যবসা, (৬) ক্ষুদ্র ব্যবসা, (৭) শিক্ষক, (৮) পেশাজীবি(ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার, ধর্মীয় নেতা/ ঈমাম ইত্যাদি) [ ]

১১| আপনি কি মনে করেন বিদ্যুতের কারণে এ এলাকার মানুষ অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে লাভবান হয়েছে? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

১২| উত্তর হ্যাঁ হলে, দয়া করে বলুন কিভাবে (উত্তর একাধিক হতে পারে)

১. ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা বেশী সময় পর্যন্ত করতে পারে	১
২. চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	২
৩. এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে	৩
৪. স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে	৪
৫. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে	৫
৬. কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	৬
৭. স্থানীয় ব্যবসা বানিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	৭
৮. হাট বাজারের উন্নতি হয়েছে	৮
৯. হাঁস-মুরগির চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	৯
১০. মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	১০
১১. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বৃদ্ধি হয়েছে	১১
১২. চুরি ডাকাতি অন্যান্য অপরাধ কমেছে	১২
১৩. রাতে কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	১৩
১৪. সেচ পাম্প ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে	১৪
১৫. মহিলাদের কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	১৫

অন্যান্য (উল্লেখ করুন)----------

১২. আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ফলে এলাকার উন্নতি হয়েছে? *(১=হ্যাঁ, ২=না)* [ ]

১৩. কোন কোন খাত উন্নতি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)
১. শিক্ষা খাতে উন্নতি হয়েছে
২. চিকিৎসা সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে

৩. হাঁস, মুরগীর খামার গড়ে উঠেছে
৪. সেচ পাম্প প্রসার লাভ করেছে
৫. এলাকায় রাইস মিল গড়ে উঠেছে
৬. হাট বাজার ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
৭. অন্যান্য----------

১৪। আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে এলাকায় বেশী করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে? *(১=হ্যাঁ, ২=না)*

১৫। বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে কি না? *(১=হ্যাঁ, ২=না)*

১৬। কোন খাতটি সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

১৭। বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে মাসিক কেরোসিন খরচ কতভাগ কমেছে বলে মনে করেন (------%)

১৮। বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে দেশব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগ করা যায় কি? *(১=হ্যাঁ, ২=না)*

১৯। ইন্টারনেটের ফলে ছাত্র/ছাত্রীরা কিভাবে উপকৃত হয়েছে

২০। বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার পর কোন নেতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কি? হয়ে থাকলে কি ধরণের অবস্থা তা উল্লেখ করুন

২১। উক্ত অসুবিধা কিভাবে দুর করা যায় বলুন

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বর:	স্বাক্ষর:	তারিখ:

সংযুক্তি-ছ

FGD সভা পরিচালনার জন্য চেক লিষ্ট

ফোকাস গ্রুপ আলোচনার স্থানঃ

১। জেলাঃ _____ ২। উপজেলাঃ _____

৩। পিবিএস এলাকাঃ _____ ৪। গ্রামঃ _____

৫। তারিখঃ

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীদের নাম	লিঙ্গ	বয়স	পেশা	শিক্ষা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১							
২							
৩							
৪							
৫							
৬							
৭							
৮							
৯							
১০							
১১							
১২							

৬. আপনাদের এলাকায় কোন সালে বিদ্যুৎ এসেছে?

৭. আপনাদের গ্রামের শতকরা কতভাগ লোক বিদ্যুৎ ব্যবহার করেনা?

কেন করে না?----------

৮. আপনারা কি মনে করেণ বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার ফলে এলাকার উন্নতি হয়েছে?

৯. কোন কোন খাত উন্নতি হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?
---

১০. কোন খাতটি সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

কিভাবে উন্নতি হয়েছে?
---

১১. আপনারা কি মনে করেণ বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে?
হ্যাঁ হলে, কোন ধরণের শিল্প কারখানা? ----------

১২. কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে কি?

১৩. বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগের গুণগত মান কেমন?

১৪. বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ফলে (কেরোসিন) জ্বালানি খরচ পূর্বের তুলনায় কত % কমেছে বলে মনে করেন?

১৫. আপনাদের গ্রামে দৈনিক কত ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না?----------ঘন্টা

১৬. আপনাদের এলাকায় এমন কত % লোক আছে যারা পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির তালিকাভূক্ত না হয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে?

১৭. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে কোন উন্নতি হয়েছে কি?
কিভাবে উন্নতি হয়েছে?
---

১৮. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন?

১৯. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে সেচ খরচ প্রতি শতকে কত কমছে কমেছে, ডিজেল দিয়ে সেচ দিতে প্রতি শতকে কত টাকা খরচ হয়?

২০. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে মহিলাদের কী ধরণরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে?

২১. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে দেশব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থার কী কী সুবধিা হয়ছে?

২২. আপনাদের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ সামগ্রী (Wastage) সমূহ কী করনে?

২৩. বিদ্যুৎ সংযোগরে ফলে জীবন ধারনরে পদ্ধতির কী কী পরবিতন হয়ছে?

---

২৪. বিনোদন পদ্ধতির কী প**রবির্তন** হয়ছে?

---

২৫. ইন্টারনেটের ফলে ছাত্র/ছাত্রীরা কিভাবে উপকৃত হয়েছে?

---

২৬. বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে এলাকার ব্যবসার উন্নতি কীভাবে হয়েছে বলে মনে করেন?
---

২৭. সেবার মান বাড়ানোর জন্য এ বিদ্যুৎ সংযোগের আর কী ধরণের উন্নতি করা দরকার বলে মনে করেন?

---

২৮. বিদ্যুৎ লাইনের জন্য খরচাদি ও সমস্যাদি সম্পর্কে বলুন?
---

২৯. বিদ্যুৎ সংযোগর বিরুপ প্রভাব সর্ম্পকে আপনাদরে মতমত দিন

সংযুক্তি-জ

"পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক **প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের সাক্ষাৎকার**

উত্তরদাতার তথ্যাদিঃ

উত্তরদাতার নাম: ---------- পদবী----------

দাপ্তরিক ঠিকানাঃ----------

যোগযোগঃ (ক) মোবাইল নম্বর---------- ই-মেইল ----------

১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকদের ক্রমানুযায়ী তথ্যঃ

ক্রমিক	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব পালনের সময়	
		হইতে	পর্যন্ত
১।			
২।			
৩।			

২. প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেজলাইন সার্ভে বা ফিজিবিলিটি স্টাডি দরপত্র আহব্বানের মাধ্যমে করা হয়েছিল। করা করেছিল?

৩. বেজলাইন সার্ভে বা ফিজিবিলিটি স্টাডি অনুসরণে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন হয়েছিল কী এবং সে অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বিস্তারিত বলুন?

---

৪. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল কি না? প্রয়োজনীয় জনবলের সমস্যা হলে কিভাবে উত্তরণ হয়েছিল?

---

৫. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখিন হয়েছিলেন কিনা? হয়ে থাকলে কি কি সমস্যার সম্মুখিন হয়েছিলেন?

---

৬. প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন ও যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে হয়েছিল কি না মতামত প্রদান করুন।

---

৭. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্রয় আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?

---

৮. প্রকল্পের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্রয় কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল ?

---

৯. পিইসি, কারিগরী কমিটির সুপারিশ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন বিভাগের (IMED) সুপারিশ ও অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রণীত সুপারিশমালা যথাযথভাবে প্রতিপালন ও সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে মতামত প্রদান করুন।

১০। প্রকল্পের মালামাল সংগ্রহে সরবরাহকারী কোন ধরণের বিলম্ব বা মালামাল সরবরাহে কোন অনীহা প্রকাশ করেছিল কি না?

১১। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অর্থনৈতিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছে এবং মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে বননা করুন

১২। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থ যথা সময়ে ছাড় হয়েছিল কি না? না থাকলে কেন ? বিশদ বলুন।

১৩। প্রকল্পটি সংশোধনের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন

১৪। প্রকল্পটি সময় বর্ধিত হয়েছে অথচ ব্যয় হ্রাস হয়েছে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলুন

১৫। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সফল বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে আপনি কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

১৬। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল দিকসমূহ বিস্তারিত বলুন?

১৭। প্রকল্প পরিচালক হিসেবে প্রকল্পর দুর্বলদিক সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

১৮। প্রকল্পের সূযোগসমূহ বিস্তারিত বলুন?

১৯। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কি কি ধরণের (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক) ঝুঁকি বা প্রতিবন্ধকতা বা ভীতি বা চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছিল বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

২০। প্রকল্পের ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ণ (IRR), নিট প্রফিট ভ্যালু (NPV) এবং বেনিফিট কষ্ট রেশিও (BCR) অর্জনের বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

২১। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বা সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়াদেশ বা চুক্তিতে বর্ণিত Specifications/BoQ/ToR গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী যাচাই বা পরিবীক্ষণকরত: সংগ্রহ করা হয়েছিল কি না নিশ্চিতকরণের প্রত্যয়ণ প্রদান করবেন।

২২। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিভিন্ন সমস্যা যেমন- অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনার মান, প্রকল্পের মেয়াদ, ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ধীর গতি (যদি হয়ে থাকে) হয়ে থাকলে মতামত প্রদান করুন।

২৩। অডিট (ইন্টারনাল/এক্সটারনাল) আপত্তি আছে কি? থাকলে কতটি আপত্তি আছে? কতটি নিস্পন্ন হয়েছে?

২৪। প্রকল্পের Exit Plan সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

২৫। প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ডিপিপি অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করেছেন বিস্তারিত তথ্য দিন

২৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ-ফ্রেম অনুযায়ী এ পর্যন্ত Output অর্জন সম্পর্কিত মতামত দিন?

২৭। প্রকল্পের PIC ও স্টিয়ারিং কমিটির মিটিং ডিপিপি অনুযায়ী হচ্ছে কি? এ পর্যন্ত কতগুলো মিটিং সম্পন্ন হয়েছে? কপি দিন

২৮। PIC ও স্টিয়ারিং কমিটি মিটিং এর সিদ্ধান্তগুলো প্রতিপালন করা হয়েছে কি? বিস্তারিত বলুন।

২৯। আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শনের সুপারিশগুলো যথাযথভাবে পালন করেছেন সে সম্পর্কিত মতামত দিন?

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ
সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষরঃ

সংযুক্তি-ঝ

"পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক **প্রকল্পের**

Planning কমিশন, IMED এর প্রতিনিধির জন্য প্রশ্নমালা

উত্তরদাতার তথ্যাদিঃ

উত্তরদাতার নাম: ---------- পদবী----------

দাপ্তরিক ঠিকানাঃ----------

যোগযোগঃ (ক) মোবাইল নম্বর---------- ই-মেইল ----------

১. পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটি সম্পর্কে আপনার জানা আছে কি না? যদি জানা থাকে তাহলে এ প্রকল্পটি মূল উদ্দেশ্য কি ছিল দয়া করে বলবেন?

---

২. আপনি বা আপনার দপ্তরের কেউ কি এ প্রকল্পটি পরিদশন করেছিল কি না? কত বার করে ছিল?

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল কি না?

---

৪. প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সময় বৃদ্ধি হয়েছে অথচ ব্যয় বৃদ্ধি হয়নি এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন?

---

৫. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অর্থনৈতিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছে এবং মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে বননা করুন

---

৬. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থ যথা সময়ে ছাড় হয়েছিল কি না? না থাকলে কেন ? বিশদ বলুন।

---

৭. প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সফল বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?

---

৮. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল দিকসমূহ বিস্তারিত বলুন?

---

৯. প্রকল্পর দুর্বলদিক সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

---

১০. প্রকল্পের সূযোগসমূহ বিস্তারিত বলুন?

---

১১. প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কি কি ধরণের (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক) ঝুঁকি বা প্রতিবন্ধকতা বা ভীতি বা চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছিল বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষরঃ

সংযুক্তি-ঞ

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের প্রধান অফিস থেকে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার ছক

উত্তর দাতা সম্পর্কীয় তথ্য:

১। নাম ---------- ২.পদবী----------
৩। দাপ্তরিক ঠিকানাঃ_____
_____
৪। মোবাইল নম্বরঃ _____

প্রতিটি দরপত্রের জন্য পৃথকভাবে তথ্য প্রদান করুন

দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের (লট)/কাজের নাম

প্যাকেজে (লট) নম্বর _____ একক _____ পরিমাণ _____

প্রাক্কলিত মূল্য_____ চুক্তি অনুযায়ী মূল্য_____

প্রকৃত মূল্য পরিশোধ (টাকায়)_____ মূল্য পার্থক্য _____

দরপত্র আহবানের পদ্ধতি (ICB/OTM/LTM/DPM) ঃ----------

ক্রয় সংক্রান্ত কোন গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে?

চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থার নামঃ

ক্রমিক	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	প্রকল্পের নাম	
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	
৫	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি	
৬	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন	
৭	দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	১। হ্যাঁ ২। না
৮	নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	১। হ্যাঁ ২। না
৯	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) **(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)**	১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা)---------- তারিখঃ---------- ২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি)----------তারিখঃ---------- ৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট -------তারিখঃ-----
১০	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময়	শুরু----------শেষ---------- তারিখঃ সময়ঃ
১১	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	----------টি
১২	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	----------টি

১৩	মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ	
১৪	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ সময়ঃ
১৫	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	----------জন
১৬	সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	১। হ্যাঁ ২। না
১৭	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	/ /
১৮	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	---------জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা----------জন
১৯	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	----------জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা--------জন
২০	জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	১। হ্যাঁ ২। না
২১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	---------- টি
২২	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	
২৩	Notification of Award প্রদানের তারিখ	----------তারিখ
২৪	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	----------টাকা
২৫	চুক্তি মূল্য	----------টাকা
২৬	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	
২৭	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	
২৮	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
২৯	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	
৩০	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
৩১	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	
৩২	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি?, হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ;	
৩৩	সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে কিনা?	১। হ্যাঁ ২। না
৩৪	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না ?	১। হ্যাঁ ২। না
৩৫	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ	----------
৩৬	ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ?	১। হ্যাঁ ২। না
৩৭	ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি	
৩৮	ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট আছে কিনা?	হ্যাঁ না
৩৯	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি আছে এবং কতটি নিস্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা----------টি নিষ্পত্তির সংখ্যা----------টি
৪০	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে তার কারণ?	----------

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর

তারিখ:

ফোন:

সংযুক্তি-ট

প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের চেকলিস্ট

সুস্পষ্ট বর্ণনাঅডিট কর্তৃপক্ষ (এক্সটার্নাল/ইন্টারনাল	অডিটের অর্থবছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির পূর্ণ শিরোনাম ও জড়িত অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	মন্তব্য

সংযুক্তি-১০

Procurement Plan for 3 Packages

Sl. No.	Compliance domain	Performance indicators	Reference	Remarks	Consultant's observation
1,	Need assessment	• Stakeholder involvement • Adequacy/relevance	Approved DPP/TPP		Not conducted by the third party
2.	Specification	• Fit-for-purpose • Unbiased • Value for money	Approved DPP/TPP Tender document	Includes BOQ (Works) and ToR (Service)	BOQ & TOR prepared
3.	Quantity	• Adequacy • Value for money	Approved DPP/TPP Tender document		100% utilized
4.	Annual Procurement Plan (APP)	• Approved by HOPE/authorized officer • Quarterly update • Copy forwarded to CPTU (subject to threshold)(Rule 36.5)	Rule 16 & 17	Note splitting of package to avoid method/appro-ving authority (Rule 17.1)	1st revision was made for splitting packages into required lots (127 lots from 85 packages)
5.	Tender/proposal opening and evaluation committees (TOC/POC, TEC/PEC\	• Provisions of act and rules followed	Rule7-10		TOC/POC & TEC/PEC committee formed as per PPR Rule 7-10
6.	Procurement methods	• Market situation (Bidders availability) • Technical relevance/dependency • Urgency • Financial threshold • Nature of goods/works/service)	PPA section 31-34 PPR Rule 61-89		Procurement methods followed as per PPA 2006 & PPR 2008
7.	Official cost estima te	• Consistent with market price • Standard procedure	PPR Rule 16(Ka) and (Kha)		Official cost estimate prepared following PPA 2006 & PPR 2008
8.	Preparation of tender document	• Approved STD of CPTU followed	PPR Schedule 1		All kinds of tender documents prepared as per PPR schedule1
9.	Procurement processing	• Standard procedures and steps followed	Flow-chart, Schedule 3		Standard procedures and steps followed
10.	Advertisement	• Compliant with rules and procedure	Rule 90		Followed
11.	Submission of Tender/EOI/RFP	• Minimum time for submission	PPR Schedule 2 Rule 61.4, 64.5, 66.5, 67.5, 71.4, 83.1.Ka, 91.4, 113.2, 117.19		Followed PPR 2008 as & where applicable
12.	Tender/proposal opening	• Standard procedure followed	Rule 97, 114, Schedule 4 (Part Gha\		Standard procedure followed

Sl. No.	Compliance domain	Performance indicators	Reference	Remarks	Consultant's observation
13.	Tender/proposal evaluation	• Standard procedure and steps followed	Rule 98, 115, 119-123, Section 1 & 2 of STD/SRFP		Standard procedure and steps followed
14.	Notification of Award (NOA) and Contract signing	• Standard procedures and steps followed	Rule 102, 125		Standard procedures and steps followed but deviation of time
15.	Approval procedure	• Standard procedures followed	Rule 11,36, 10. 124		Standard procedures followed
16.	Contract management	• Terms and conditions of contract followed	Rule 38-42, GCC and PCC		Terms and conditions of contract followed
17.	Delivery of Goods	• Terms and conditions of contract followed • Compliant with agreed-on specification and SOR • Quality • Quantity • Sustainability • Documentation	GCC, PCC, Specification and SOR		Terms and conditions of contract followed
18.	Completion of Works	• Terms and conditions of contract followed • Compliant with agreed-on specification and BOO • Quality • Sustainability • Documentation	GCC, PCC, Specification and BOQ		100% works completed within the project period
19.	Delivery of Service	• Terms and conditions of contract followed • Compliant with agreed-on ToR • Quality • Relevance to project	GCC PCC ToR	.	Terms and conditions of contract followed as per schedule
20.	Critical areas of contract management • Variation • Time extension • Force maieure	• Standard procedures and steps followed	Rule 38-42, 74, 77-80, GCC PCC		Standard procedures and steps followed
21.	Payment	• Standard procedures and steps followed	GCC PCC Certification Documentation		Standard procedures and steps followed but disbursement delayed
22.	Documentation	• Sequence of tasks and activities followed • Properly authorized	Rule 43, 44		Sequence of tasks & activities followed and Properly authorized

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাক্ষৎকারের চিত্র

চিত্র কুমিলা একটি দর্জি দোকন থেকে তথ্য সংগ্রহ

চিত্র সিলেট একটি মুদি দোকন থেকে তথ্য সংগ্রহ

চিত্র কুমিল্লায় একটি সেচ পাম্প মালিকের থেকে তথ্য সংগ্রহ

চিত্র : নোয়াখালী একটি সেচ পাম্প মালিকের থেকে তথ্য সংগ্রহ

কেআইআই সংক্রান্ত চিত্র

কুমিল্লা বড়ুরা বিপিএস এ কী ইনফরমেন্টস সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন

নাঙ্গলকোট ডিজিএম এর সাথে কী ইনফরমেন্টস সাক্ষাৎকার গ্রহণ

এফজিডি আলোচনার চিত্র

চাদঁপুর-১ পিবিএস এ এফজিডি আলোচনা

কুমিল্লা-১ পিবিএস এলাকয় এফজিডি আলোচনা

এফজিডি, চাটখিল, নোয়াখালী

এফজিডি, সদর, কক্সবাজার

এফজিডি আলোচনা সিলেট-১ পল্লী বিদ্যুৎ অফিস

এফজিডি, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা-৪

কেস স্টাডি-১

ছবি: মো: শরিফুল ইসলাম এর সেচ পাম্প

মো: শরিফুল ইসলাম এর সফলতার গল্প (সেচ পাম্প মালিক)

মো: শরিফুল ইসলাম এর গ্রামের নাম: মালাপাড়া, ইউনিয়ন: দ্বাদশগ্রাম, উপজেলা: হাজিগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর। তিনি এস.এস.সি পাশ। তাঁরা ১ ভাই ৪ বোন। শরিফুল ইসলাম সবার বড়। বাবা মারা গেছেন অনেক আগে। ইতোমধ্যে বোনদের বিয়ে দেয়া হয়েছে। বোনদের বিয়েতে অনেক টাকা ঋণ করতে হয়েছে। সংসার চলছিলো অনেক কষ্টে, এরই মধ্যে বিয়ে করতে হয়েছে- একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে। সিদ্ধান্ত হলো সৌদি আরব যাবার। একটি জমি বিক্রয় ও ধার-দেনা করে কোন ভাবে জোগাড় করা হলো বিদেশ যাবার টাকা। সৌদি আরব এ প্রথম প্রথম ভালই ছিল শরিফুল। কিন্তু কিছু দিন কাজ করার পর কপিলদের নিয়ে সমস্যা হয়ে গেলো। বেতন কমে গেল। আবার ঠিক মত বেতন পাওয়া যাচ্ছিল না। স্বপ্নের বিদেশ দু:স্বপ্নে পরিণত হলো। অনেক কষ্টে সময় অতিবাহিত করতে লাগলো শরিফুল। অবশেষে বাড়ি ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত হলো। বাড়ি এসে শুরু করলো শরিফুল কঠিন সংগ্রাম। নিজের যা কিছু আছে তা আর গ্রামবাসী হতে জমি বর্গা নিয়ে ধান চাষ শুরু করা হলো। যে পরিমাণ ধান পাওয়া গেল তা দিয়ে বছর ব্যাপী খোরাক চলার পরও উদ্বৃত্ত যা থাকে তা বিক্রয় করে সংসারের চাকা ঘুরতে লাগলো। এবার স্বপ্ন দেখলো শরিফুল আহা-রে- পানির পাম্পটি যদি তার হতো তা হলে তো নিজের জমি আবাদ করার পরও অন্যের জমিতে পানি সেচ দিয়ে ভালো টাকা আয় করা সম্ভব হতো। যে কথা সেই কাজ। নিজের অল্প-স্বল্প যা কিছু আছে তা আর বাকী টাকা একটি প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ নিয়ে ক্রয় করা হলো সেচ পাম্প। কিন্তু সমস্যা হলো সেচ পাম্প ঘর হতে বিতরণ লাইন অনেক দুর। তাতে কি- শুরু হলো ডিজেল দিয়ে পাম্প চালানো। পানি সরবরাহ করা হচ্ছে নিজের আর অন্যের জমিতে। দেখতে দেখতে প্রায় ১৫ একর জমি এলো শরিফুলের ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের আওতায়। কিন্তু ডিজেলে চালানোর জন্য খরচ আসতে লাগলো বেশী। পরিকল্পনা করা হলো- বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে সেচ পাম্প ঘর-এ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনের আবেদন করা হবে। কারণ তিনি হিসেব কষে দেখেছেন যে, ১৫ একর জমিতে ডিজেল চালিত পাম্পে সেচ দিতে খরচ হয় প্রায় ৫২,০০০/- টাকা কিন্তু বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা করা গেলে সে ক্ষেত্রে খরচ হবে মাত্র ২০,০০০/- টাকা। দ্বিতীয় বছরে সেচ ঘরে পাওয়া গেলো বিদ্যুৎ এর সংযোগ। এর ফলে বছরে নীট আয় বেড়ে গেলো-(৫২,০০০-২০,০০০)=৩২০০০/- টাকা। তাছাড়া, নিজের জমিতেও পানি সেচ দিয়ে লাভবান হলো শরিফুল। সেচ পাম্পে বিদ্যুতের সংযোগ পাওয়াতে তার আয়ের ক্ষেত্রে যুক্ত হলো নতুন মাত্রা। এদিকে বাড়িতে বিদ্যুৎ থাকায় তার স্ত্রী রাত জেগে বাঁশ বেতের কাজ করে। ছেলে-মেয়েরা বেশী রাত অবধি লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকে। আস্তে আস্তে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে লাগলো। প্রথম বছরে ভালই লাভ হলো। এ ভাবেই চলতে লাগলো। বিগত পাঁচ বছর ধরে চলছে। ইতোমধ্যে আরও দু'টি পুত্র সন্তানের পিতা হলো শরিফুল। এবার সংসার ভরে গেলো গোলা ভরা ধান আর গোয়াল ভরা গরুতে। ধানের মৌসুম শেষে বোনদের নাইওর আনা হয়। সবাই মিলে অনেক আনন্দ হয়।

প্রায় ২০ বছরের সাধনার ফসল- আজ মো: শরিফুল ইসলাম একজন সফল কৃষক। যার রয়েছে গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু এবং পুকুর ভরা মাছ। সুখ-সমৃদ্ধির সোনালী সময় তার আজ হাতের মুঠায়। যা কিনা সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগের বদৌলতেই হয়েছে।

কেস স্টাডি-২

আত্ম প্রত্যয়ী মো: কামাল উদ্দিন

মো: কামাল উদ্দিন এইচ.এস.সি পাশ করার পর বাবা আবুল কালামের সাথে কৃষি কাজে সাহায্য করতেন। কামাল উদ্দিনের বাবা অনেক কষ্টে ২০০০ সালে তাকে অর্থ উপার্জনের জন্য সৌদি আরবে পাঠান। সৌদি আরবে কামাল উদ্দিন ভালো কিছু করতে পারছিলেন না। সৌদিতে থাকাকালীন সময়ে 'চ্যানেল আই'-তে শাইখ সিরাজের উপস্থাপনায় 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠান দেখেন কামাল উদ্দিন। 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানটি দেখার পর থেকে তিনি মনে মনে স্থির করেন যে তিনি একজন উদ্যোক্তা হবেন। যেই কথা সেই কাজ। কামাল উদ্দিন ২০০৮ সালে সৌদি থেকে দেশে ফিরে আসেন। শুরু করেন ভাগ্যের চাকা পরিবর্তনের সংগ্রাম। গ্রহণ করেন পোল্ট্রির উপর প্রশিক্ষণ। কামাল উদ্দিন তার স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়ে কে নিয়ে কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। ২০১১ সালে নিজ উদ্যোগে ৩০০ মুরগী দিয়ে শুরু করেন তার উদ্যোক্তা হওয়ার পথযাত্রা। কেরোসিন তেলের হারিকেন দিয়ে ব্রুডার বানিয়ে মুরগীর বাচ্চা পালন শুরু করা হয়। ফার্মে কেরোসিন তেল ব্যবহার করায় খরচের পরিমাণ অনেক বেশী হতো। ফলে লাভ হতো সীমিত। শুরুতে তেমন ভালো কিছু করতে পারছিলেন না কামাল উদ্দিন। বাচ্চার রেট, খাবার কিভাবে কি করবেন এসব নিয়ে খুবই চিন্তিত থাকতেন। তারপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সব কিছু বুঝে নেন। এরই মধ্যে ২০১৪ সালে এলাকা বৈদ্যুতিক সংযোগের আওতায় আসে। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, কেরোসিন এর ব্রুডার ব্যবহারের কারণে ৩০০ বাচ্চা পালন করতে গিয়ে খরচ প্রায় ২৩০০/- টাকা যেখানে বিদ্যুত ব্যবহারের কারণে খরচ হয় প্রায় ৭০০-৮০০ টাকা। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যুত ব্যবহারে ৩০০ বাচ্চা পালন করতে গিয়ে সাশ্রয় হচ্ছে প্রায় ১৬০০-১৭০০ টাকা।

ছবি: কামাল উদ্দিন এর সাধনার ফসল (পোল্ট্রী খামার)

কামাল উদ্দিন এর ফার্মে এখন বিদ্যুতের সংযোগ রয়েছে। ফলে এক এক করে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছেন জনাব কামাল। বর্তমানে কামাল উদ্দিনের বাড়িতে একটি ফার্ম ও বাড়ির বাহিরে চরে একটি ফার্ম রয়েছে। ফার্ম দুইটিতে কামাল উদ্দিন ও তার ছেলে দু'জন মিলে দেখাশুনা করে ও সময় দেন। দু'টি ফার্মে বর্তমানে ৪০০০ মুরগী রয়েছে। ইতোমধ্যে জনাব কামাল উদ্দিন তার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। জনাব কামাল উদ্দিন নিজে উদ্যোক্তা হতে পেরে ভীষণ খুশি। তাঁর বিশ্বাস তাঁর এই উদ্যোগে এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের বিচার-আচার এবং শালিসে তাকে এখন ডাকা হয়। তাঁর মতামতকে এখন প্রাধান্য দেয়া হয়। কামাল উদ্দিন তাঁর ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে এখন সুখে-শান্তিতে দিন যাপন করছেন।

কেস স্টাডি-৩

ব্যবসায় বিদ্যুৎ সংযোগ জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে শামিমার

শামিমা আক্তার। বয়স ৩২ বছর। তার বেড়ে উঠা কুমিল্লা জেলার ময়ুরা গ্রামে। সে গরিব পরিবারের মেয়ে। শামিমার বয়স যখন ১২ বছর, তখন তার বাবা মারা যায়। বিধবা মা অনেক কষ্ট করে শামিমাকে ২০০০ সালে এস.এস.সি পাশ করায়। শামিমারা ৩ বোন ১ভাই। শামিমা সবার বড়। ১৮ বছর বয়সে পাশের গ্রামের সেলিম জাহাঙ্গীরের সাথে তার বিয়ে হয়। শুরুতে তিনি ছিলেন এক দোকানের কর্মচারী। আগে পরিবারের যাবতীয় খরচ চালালেও গার্মেন্টস

ছবি: শামিমার স্বপ্ননীড় (টেইলার্সের দোকান)

ব্যবসা শুরু করাতে সংসার চলতো টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে। তাই তারা ২জন মিলে কাজ করার মাধ্যমে সংসার এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। ২০১৩ সালে তিনি নিজের বাসায় এক রুমের মধ্যে টেইলার্সের দোকান দিয়ে ছিলেন; যা কিনা কেরোসিন এর হারিকেন/মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে চলতো। এলাকায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা না থাকায় সন্ধ্যার পর পরই লোকজনের চলাচল সীমিত হয়ে যেতো। ফলে তা ব্যবসায় ঋণাত্বক প্রভাব সৃষ্টি হতো। তাছাড়া, কেরোসিন জ্বালানোর কারণে মাসে প্রায় ১৫০০-১৬০০ টাকা খরচ হতো। কিন্তু এখন, বিদ্যুতের সংযোগের কারণে বিল আসছে ৭০০-৮০০ টাকা। ফলে দেখা যাচ্ছে মাসে প্রায় তার স্বাশ্রয় হচ্ছে- ৮০০-৯০০ টাকা। এখন শামিমা স্থানীয় বাজারে বড় করে টেইলার্সের দোকান দিয়েছেন। শামিমার সংসারে বর্তমানে একটি মেয়ে ও ২টি ছেলে আছে। বড় মেয়ে দশম শ্রেণীতে পড়ে। ছেলে ৭ম শ্রেণীতে পড়ে। ছোট ছেলে ১ম শ্রেণীতে পড়ে। তাই তাদের পাঁচ জনের সংসার আগের তুলনায় অনেক সুখের। শামিমার মত আরো অনেক মেয়েরা আমাদের সমাজে রয়েছে। শামিমা তার স্বামীর চেয়ে বেশি আয় করে। শামিমা তার দোকানে ২জন কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। এতে করে লোকজনের কর্মসংস্থান হয়েছে। সংসার হয়েছে স্বচ্ছল। সমাজে শামিমা এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। সবাই তাঁকে এখন সম্মান করেন, তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। অনেক নতুন উদ্যোক্তা তাঁর কাছে আসছেন জীবনের গতিপথ নির্ধারণের পরামর্শ নিতে। তিনিও সবাইকে অকাতরে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করে চলেছেন। এক মাত্র বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার কারণে তারা এত আয়-উন্নতি করতে পেরেছেন।

কেইস স্টাডি-৪

জীবন যুদ্ধে জয়ী শাহজাহান মিয়া

মো: শাহজাহান মিয়া, বয়স ৪৫ বছর। তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার আজগরা ইউনিয়নের কোমড্ডা গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মায়ের প্রথম ছেলে তিনি, আর্থিক সমস্যা থাকার কারণে বেশী দুর পড়ালেখা করতে পারেননি। তিনি ৮ম শ্রেণী পাশ করার পর বাবার সাথে কৃষি কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। তার অনেক স্বপ্ন ছিল, তিনি একজন শিক্ষিত সফল উদ্যোক্তা হবেন কিন্তু বাবার অভাব-অনটনের সংসারে তার সে স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়। বাবার সাথে পরের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে সংসার চালান। ছোট একটা টিনের ঘরে তারা বাস করতেন। তার বয়স যখন ২৫ বছর তখন তার সাথে বিয়ে হয় ১৬ বছর বয়সী জাকিয়ার সাথে। জাকিয়ার

ছবি: শাহজাহান মিয়ার সাথে কথোপকথন

বাড়ি পাশের গ্রামে। গ্রামের নাম- কাঁঠালনোয়া। অভাবের সংসারে জাকিয়া-কে সহযোগী করে শুরু হয় জীবন যুদ্ধের দ্বিতীয়

পর্ব। বিয়ের ১বছর পর তাদের বড় ছেলের জন্ম হয়। তখন থেকে শাহজাহান মিয়ার শত চেষ্টা-প্রচেষ্টা যে ভাবেই হোক তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। শাহজাহান মিয়া বাবার দু'টি ছাগল ছিল, সেগুলো সে বিক্রি করলো। তার সাথে সমিতির থেকে কিছু ঋণ নিলো সব মিলিয়ে সে ২০,০০০/- টাকা দিয়ে একটি ডিজেল চালিত পানির পুরাতন সেচ পাম্প কিনলো। শুরু হলো তার জীবনের সংগ্রাম, বড় হওয়ার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পালা। সেচ পাম্প দিয়ে গ্রামের কৃষকদের ক্ষেতে পানি দিতে লাগলো, আস্তে আস্তে তার আয় বাড়তে লাগলো। সে এখন তিন একর জমির মালিক। গ্রামে বিদ্যুৎ আসায় তাকে আর পিছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। এবার সে ৪৫,০০০/- টাকা দিয়ে বিদ্যুৎ চালিত নতুন সেচ পাম্প ক্রয় করলো। বিদ্যুৎ দিয়ে সেচ পাম্প চালানোর ফলে পাম্প পরিচালন ব্যয় প্রায় অর্ধেকেরও কম হয় অর্থাৎ আগে ২০ একর জমিতে পানি সেচ করতে যেখানে প্রায় ৬৫,০০০/- টাকা খরচ হতো এখন তা প্রায় ২৭,০০০/- টাকায় সম্ভব। এতে করে দেখা যায় যে, সেচ মৌসমে বিদ্যুৎ দিয়ে সেচ পাম্প চালানোর ফলে তার নীট লাভ হচ্ছে- (৬৫,০০০-২৭,০০০)=৩৮,০০০ হাজার টাকা। তাছাড়া, তিনি সেচ পাম্প দিয়ে নিজেরও অনেক জমি চাষাবাদ করার কারণে পানির বিল সাশ্রয়ী মূল্যে পাচ্ছেন।

তারপর তার ঘরে আসলো আরো দুই কন্যা সন্তান, তাদেরকে পড়াশুনা করাতে লাগলো শাহজাহান মিয়া। তার ভাবনা ছিল সে যা করতে পারেনি তার সন্তানরা যেন তার ব্যতিক্রম হয়। ছেলেকে এইচএসসি পাশ করিয়ে সৌদি আরবে পাঠিয়েছে; মেয়েরা এখন পড়াশুনা করছে। অতপর: শাহজাহান মিয়া ৩টি গরু কিনেছেন টিনের ঘর তৈরী করেছে ১টি। এখন সে রাইস মিলেরও মালিক, তার বাসায় স্মার্ট এলইডি টিভি আছে, ফ্রিজ আছে, আছে স্মার্ট ফোন। এখন শাহাজাহান মিয়া পরিবারের সবাইকে নিয়ে সমাজে স্বসম্মানে টিকে আছেন। তার আর কোন কষ্ট নেই। শাহজাহান মিয়ার মিলে আরো ৪/৫জন কর্মচারী চাকুরী করে, শাহজাহান মিয়ার স্বপ্ন সে ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু করবে। সে মৎস্য খামার করতে চায়, সেখানে আরো মানুষ কাজ করতে পারবে। তাদের সংসারের অভাবও দুর করতে পারবে। শাহাজাহান মিয়ার কথা হলো বিদ্যুৎ যদি না আসতো তাহলে তার এত উন্নতি হতো না। কারণ ডিজেল দিয়ে সেচ করলে খরচ এর মাত্রা বেশি হয়, যা মোটেই লাভজনক নয়। শাহাজাহান মিয়ার স্ত্রী (জাকিয়া) সেও এখন ঘরে বসে নকশী কাঁথা সেলাই করে, সারাদিন ঘরের কাজ করে, রাত্রে বসে বসে কাথাঁ সেলাই করে। বিদ্যুৎ থাকায় সন্তানরা রাত জেগে পড়াশুনা করছে এবং পড়াশুনায় তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ যদি না থাকতো তাহলে এতো উন্নতি করা সম্ভব হতো না।

শুধুমাত্র বিদ্যুতের ফলে তার জীবনে এত উন্নতি হয়েছে। যারা শাহাজাহান মিয়াকে পূর্বে সম্মান করতো না, এখন তারা শাহজাহান মিয়াকে সম্মান করে। সমাজে এখন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের যে কোন কাজে এখন তাকে ডাকা হয়। আর তার মতামত-কে এখন বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে। তাদের এখন সুখের সংসার। তাদের এখন আর পরের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করতে হয় না। তার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। সে এখন একজন সফল মানুষ। তাদের দেখে অনেকেই শিখছে। বিদ্যুৎ এর জন্য অনেক মানুষ আজ নিজেদের পায়ে দাড়িয়েছে। শাহাজাহান মিয়া আজ খুব খুশি। সে আজ তার পরিবার ও নিজেকে নিয়ে গর্বিত। সে এখন তার গ্রামের মডেল।

স্থানীয় কর্মশালা অনুষ্ঠান

"পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের সহিত মতবিনিময় কর্মশালা

মতবিনিময় সভার স্থানঃ **চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ এর কনফারেন্স কক্ষ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম**

সভার তারিখ: ৩০ এপ্রিল, ২০২৩, সময়: বিকাল ২.৩০ ঘটিকা, কর্মশালায় অংশগ্রহণকারিগণের পরিচিতিঃ প্রধান অতিথি: জনাব, এস এম হামিদুল হক, প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুখ্য আলোচক ছিলেন: জনাব, মোহাম্মদ মাহিদুর রহমান, পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ আনসারী, উপ পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
সরদার মোঃ আবুল কাশেম, প্রকল্প পরিচালক, (বাপবিবোর্ড), মোঃ শরিফুল ইসলাম সরকার, প্রকল্প পরিচালক, (বাপবিবোর্ড), জেনারেল ম্যানেজার, সীতাকুন্ড পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সমীক্ষা দলের টীম লিডার ড. মোঃ শাজাহন মিয়াসহ সমীক্ষা দলের অন্যান্য সদস্য এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডাটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস, ঢাকা এবং স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দগণ উপস্থিত ছিলেন। সরাসরি উপস্থিতিতে এবং "zoom" ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্থানীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কর্মশালার প্রধান অতিথি: জনাব জনাব, এস এম হামিদুল হক, প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কর্মশালার উদ্দেশ্য ও প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন এবং সমীক্ষা দলের টীম লিডারকে অংশগ্রহণকারী সকল সুধীবৃন্দকে আলাদা আলাদা গ্রুপ করে বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কিত যত প্রকার সুবিধা-যেমন এলাকার জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে কিনা, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার মানউন্নয়ন হয়েছে কিনা, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন হয়েছে কিনা ইত্যাদি। অসুবিধা যেমন বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে অসুবিধা হয়েছিল কি না, বিদ্যুৎ ঠিকমত থাকে কি না, সংযোগ সমস্যা হলে দ্রুত মেরামত করা হয় কিনা, ইত্যাদি সমস্যার কথা কোন প্রকার দ্বিধা না করে উপস্থাপনের আহবান জানান। প্রধান অতিথির বক্তব্য অনুসরণ করে সমীক্ষা দলের টিম লিডার ও আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ দুজনে আলাদা গ্রুপ করে প্রশ্নত্তর পর্ব শুরু করেন এবং উপকরভোগীদেরকে তিনি আরও বলেন এ কর্মশালায় আপনাদের উত্থাপিত সমস্যাগুলো প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করে

স্থানীয় কর্মশালায় সীতাকুন্ড পিবিএস এ আলোচনা সভা

স্থানীয় কর্মশালায় জুম এ অংশগ্রহণ করেছেন

সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য তুলে ধরা হবে। অতঃপর উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়েছে।

জাতীয় কর্মশালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১
শের-ইবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.imed.gov.bd

বিষয়: **"পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন (২য় খসড়া) এর ওপর অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালার র‍্যাপোর্টিং প্রতিবেদন।**

সভাপতি : জনাব এস এম হামিদুল হক, প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।

তারিখ : ৩১/০৫/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।
সময় : সকাল ০৯:৩০ ঘটিকা।
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, আইএমইডি।

প্রধান অতিথি : জনাব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন, সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

বিশেষ অতিথি : জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন, চেয়ারম্যান, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)
মুখ্য আলোচক : জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৪, আইএমই বিভাগ

২.০ উপস্থাপনাঃ

কর্মশালার উপস্থাপক জনাব নুশরাত শারমীন, উপপরিচালক, সেক্টর-০১, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিসহ সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে কর্মশালার কার্যক্রম উপস্থাপন শুরু করেন। কর্মশালার প্রারম্ভে কর্মশালার উদ্দেশ্য ও আলোচ্যসূচি সম্পর্কে সকলের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করা হয়।

প্রতি বছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরে ও (২০২২-২০২৩) আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আইএমইডি-এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০১ এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত)"** শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার জন্য গত ১৫/০২/২০২৩ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Data Development Services Limited (DDSL)-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গত ১৮/০৫/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে প্রণীত ২য় খসড়া প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন সচিব মহোদয় কর্তৃক গত ২৩/০৫/২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি (২য় খসড়া) চূড়ান্ত প্রতিবেদনে রূপান্তরের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণের এবং বিজ্ঞজনের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হবে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের টিম লিডারকে ২য় খসড়া প্রতিবেদনটির উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কর্মশালায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। টিম লিডার প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের (২য় খসড়া) প্রধান অংশসমূহ উপস্থাপন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

উপস্থিত সকলকে ইতোপূর্বে ২য় খসড়া প্রতিবেদনটি সরবরাহ করা হয়েছিল। এমতাবস্থায়, প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিষয়ের উপর মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত অতিথিগণ পর্যায়ক্রমে মতামত প্রদান করেন। উপস্থাপকের উপস্থাপনক্রমে আলোচকবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিম্নরূপে আলোকপাত করেন:

৩.০ আলোচনাঃ

ক্র নং	আলোচক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ
১.০	মুখ্য আলোচক: জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম সেক্টর-০৪	১.১ বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন প্রতিবেদনটি দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ফসল। বিভিন্ন সভায় পরীক্ষা নীরিক্ষার পর প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করতঃ উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন প্রতিবেদনের মনোন্নয়নের জন্য বেশ কিছু অংশ চিহ্নিত করা হয়েছে সভা শেষে প্রতিবেদনটি পরামর্শককে তার রিভিজিটকৃত প্রতিবেদনটি সরবরাহ করা হবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের বিভিন্ন বিষয় পর্যায়ক্রমে	১. নির্বাহী সার-সংক্ষেপটি প্রতিবেদনের অধ্যায় ভিত্তিক পুনর্গঠন করতে হবে। এখানে আরো তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করতে হবে এবং নির্বাহী সার-সংক্ষেপটি রিভিজিট করতে হবে। ১.২ IMED প্রণীত Monitoring and Evaluation (M&E)

ক্র নং	আলোচক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ
		পর্যালোচনা করে তিনি নিম্নরূপ মতামত প্রদান করেন; নির্বাহী সার-সংক্ষেপটিতে দুর্বলতা রয়েছে যেমন: অনুচ্ছেদসমূহ অধ্যায় ভিত্তিতে সাজাতে হবে। নির্বাহী সার-সংক্ষেপের ১ম অনুচ্ছেদে প্রকল্পের সার্বিক পটভূমি তুলে ধরতে হবে, Methodology সম্পর্কে তুলে ধরতে হবে, ৩য় অনুচ্ছেদে প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা থাকবে, ৪র্থ অনুচ্ছেদে SWOT Analysis সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে। নির্বাহী সার-সংক্ষেপে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Data Development Services Limited এর নাম থাকবে না। ১ম অধ্যায়ে "প্রভাব মূল্যায়ন কার্যত্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ" না লিখে " প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ" কথাটি লিখতে হবে, ২য় অধ্যায়ে পরামর্শকের কর্মপরিধি এর ১৫ নং এ বলা হয়েছে Monitoring and Evaluation (M&E) Guideline for Industry, Power & Energy এর আলোকে বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনার কথা উল্লেখ থাকলেও তা সে অনুযায়ী হয়নি তা সংশোধন করে প্রদত্ত Guideline অনুযায়ী করতে হবে, ২৭ পৃষ্ঠায় ৩.১.৩ অনুচ্ছেদের কোনো পর্যালোচনা নাই, পর্যালোচনায় আনতে হবে, ৪৭ পৃষ্ঠায় অডিট এর কথা বলা থাকলেও এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য উল্লেখ নাই, আবাসিক গ্রাহকের প্রকৃত অবস্থা তুলে আনতে হবে, ২৮ পৃষ্ঠায় সারণি-৩.৩ এ আর্থিক অবস্থা আরো পর্যালোচনা করতে হবে, SWOT Analysis পুনর্গঠন করতে হবে ও বছর ভিত্তিক পর্যালোচনা করতে হবে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা ১ম অধ্যায়ে আসবে এবং বিভিন্ন সভা সংক্রান্ত বিষয়গুলো ২য় অধ্যায়ে আনতে হবে, ৩য় অধ্যায়ের Exit Plan পুনর্গঠন করতে হবে, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৫নং এ উল্লিখিত সুপারিশের বিষয়ে মতামত ৩.৫.২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করতে হবে, ৮ ও ৯নং এ অডিট এর বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে হবে এবং শুধু প্রকল্পের উপ-পরিচালক (অর্থ) এর প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু সবাইকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার জন্য সুপারিশ করতে হবে; ১.৩ লগফ্রেম পর্যালোচনাটি সম্পূর্ণ হয়নি। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় যথাযথভাবে হয়নি। লগফ্রেম বিশ্লেষণে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট, ইনপুট এর বিপরীতে বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক ও যাচাইয়ের নির্ধারণ, গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ সঠিক বা ভুল যা যৌক্তিকভাবে ডিপিপি/আরডিপিপি তে উপস্থাপিত করা হয়েছিল কিনা তার পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়নি, যা আইএমই বিভাগের বিশ্লেষণ হিসেবে থাকা প্রয়োজন।	Guideline for Industry, Power & Energy এ প্রদত্ত Guideline আলোকে বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে, ১.৩ Exit Plan পুনর্গঠন করতে হবে, ১.৪ লগফ্রেম বিশ্লেষণে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট, ইনপুট এর বিপরীতে বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক ও যাচাইয়ের নির্ধারণ, গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ সঠিক বা ভুল যা যৌক্তিকভাবে ডিপিপি/আরডিপিপি তে উপস্থাপিত করা হয়েছিল কিনা তার পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে।
২.০	আলোচক-১ জনাব	প্রতিবেদনের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে মুখ্য	২.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন দুর্বলতা রয়েছে

ক্র নং	আলোচক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ
	মো: আকনুর রহমান, পরিচালক (যুগ্মসচিব), সিপিটিইউ	আলোচক যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করলেন তা যদি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে প্রতিবেদনটি একটি চমৎকার প্রতিবেদন হবে। সর্বোপারি, প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে কিনা তা তুলে ধরতে হবে। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা তুলে আনতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন দুর্বলতা রয়েছে কি না। এতে কেউ দায়ী কি না তা পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে। একজন প্রফেশনাল প্রুফ রিডার এর মাধ্যমে প্রতিবেদনটির বানান ও উপযুক্ত শব্দচয়ন জনিত ভ্রম সংশোধন করা যেতে পারে। প্রতিবেদনের একটি নির্ধারিত ফরমেটে রয়েছে, সেই ফরমেটে এ বিষয়গুলো কীভাবে আনা যায় তা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে ব্রেইনস্টর্মিং করে তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি যদি সহায়ক পরামর্শ সমৃদ্ধ না হয়, তাহলে এই প্রতিবেদন কাজে আসবেনা। সূচি পত্রে নির্বাহী সার সংক্ষেপ এ দুটি শব্দের মধ্যে "ড্যাশ (-)" ব্যবহার করতে হবে, পরামর্শকের কর্মপরিধি (TOR) শব্দটি সংশোধন করে ToR এভাবে লিখতে হবে, Acronyms and Abbreviations অংশে BREB এর পূর্ণ নাম এ Bangladesh শব্দটি সঠিকভাবে লিখতে হবে এবং ইউএনও বাংলায় লিখতে হবে, আইএমই বিভাগ এর স্থলে "আইএমইডি বা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ" লিখতে হবে, পৃষ্ঠা ২ এ সারণি ১.২ এর ছকটিতে অর্থবছরগুলো Centeral করতে হবে, ১৪ নং পৃষ্ঠার সারণিতে আরটিএম দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এবং ক্রয় পদ্ধতিটি স্পষ্ট করতে হবে, ১৮ পৃষ্ঠায় ২.২ নং অনুচ্ছেদ "সমীক্ষা কর্মসূচি " এর প্রয়োজনীয়তা নাই, ৩২ পৃষ্ঠায় সারণি-৩ এর "প্রাক্কলিত ও চুক্তি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা" বোধগম্য নয় এটা সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা বা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এ জাতীয় কিছু হবে, দরপত্র চুক্তির সময় কম-বেশি হওয়ার কারণ, ভেরিয়েশন, সময় বৃদ্ধির ইত্যাদির কারণ তুলে আনতে হবে, ক্রয় কমিটি বলতে কি বা কোন ধরণের কমিটিকে বোঝানো হয়েছে তা সুস্পষ্টভাকে উল্লেখ করতে হবে, প্রতিবেদনের বিল যাচাই না করে বিল পরিশোধের উল্লেখ আছে তা এভাবে না লিখে বিল পরিশোধের আগে যাচাই বাছাই করা হয়েছে কিনা সেটা উল্লেখ করতে হবে, ৩৭ পৃষ্ঠার প্যাকেজের নাম ও নং সারণিতে ১৪নং ক্রমিকে দরপত্র অনুমোদনের তারিখের উল্লেখ আছে এটা কি ধরনের দরপত্র তা উল্লেখ করতে হবে, ৯২ পৃষ্ঠায় ৫.৯ অনুচ্ছেদে ৩য় লাইন এ সবল দিক শব্দ দুটি একসাথে আছে তা ঠিক করতে হবে;	কি না। এতে কেউ দায়ী কি না তা পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে। ২.২ ক্রয় কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণসমূহে আলোচকের মতামতের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৩.০	আলোচক-২ জনাব মোহাম্মদ নাছিম আহমেদ, পরিচালক	SWOT বিশ্লেষণে, ফলাফল পর্যালোচনা, সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং উপসংহার ও সুপারিশ এ যুক্তি ও ফলাফল নির্ভর তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। প্রকল্পের	SWOT বিশ্লেষণে প্রকল্পের সুযোগসমূহ, ঝুঁকিসমূহ, সবল দিকসমূহ এবং দুর্বল দিকমূহের মধ্যে যেন সাংঘর্ষিক না হয় সে

ক্র নং	আলোচক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ
	(উপসচিব), সেক্টর-০৩	নিবিড় পরিবীক্ষণে পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত "সার্বিক পর্যবেক্ষণ" শিরোনাম আরও সবিস্তারে বিশ্লেষণধর্মী মতামত উপস্থাপন করা সমীচীন;	বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। দুর্বল দিক সমূহ থেকে কীভাবে উত্তোরণ করা যেতে পারে, এবং সবল দিক কীভাবে কাজে লাগিয়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করা যায় তার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে হবে। প্রকল্পের সুযোগ সমূহকে কীভাবে প্রকল্পের ফলাফল অর্জনকে প্রভাবিত করতে পারে তা উল্লেখ করতে হবে।
৪.০	আলোচক-৩ জনাব তানমী শাহরীন, পরিচালক-৩, সেক্টর-০১	প্রতিবেদনে ১.৭ অনুচ্ছেদে "জ্ঞান চার্ট" বানানটি ঠিক করে "গান্ট চার্ট" লিখতে হবে, ভিশন বানানটি ঠিক করার কথা বলেন এবং এজি অফিস এর ক্ষেত্রে দপ্তরটির সঠিক নাম লিখতে বলেন।	পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।
৫.০	ড. শাহ মোঃ হেলাল উদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা-১, বিদ্যুৎ বিভাগ	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শক ফার্ম আলোচনা করেছে কীনা, তাঁদের কাছে কোন বাখ্যা চেয়েছে কিনা, সেটি এ প্রতিবেদনে বোঝা যায়নি। উদ্ভূত এ পরিস্থিতির সৃষ্টির পিছনে তাঁদের সুনির্দিষ্ট নিজস্ব ঘাটতি, অবহেলা, অদক্ষতা এবং উদাসীনতা রয়েছে কিনা বা পারিপার্শ্বিক অনিবার্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা কোন ফ্যাক্টর এর অন্যতম কারণে কি-না এর এনালাইসিস থাকা প্রয়োজন, না হলে শুধু একতরফা কোন একটি স্টেকহোল্ডারকে দায়ী করলে তা যথাযথ হবেনা।	পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।
৬.০	জনাব মোল্লা মো: আনিসুজ্জামান, যুগ্মপ্রধান, পরিকল্পনা কমিশন	প্রতিবেদনের মনোন্নয়নের জন্য যে পর্যবেক্ষণসমূহ উপস্থাপন করেছেন তার সাথে তিনি একমত পোষণ করেন। পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।	-
৭.০	জনাব বাবুলাল রবিদাস, উপপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ	প্রতিবেদনের মনোন্নয়নের জন্য যে পর্যবেক্ষণসমূহ উপস্থাপন করেছেন তার সাথে তিনি একমত পোষণ করেন। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২০ হাজার বেশি গ্রাহককে সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। অথচ গ্রাহকগণ পবিস থেকে সেবা পেতে বিলম্ব হচ্ছে সে ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণসহ মতামত থাকতে পারে। ডিপিপি' র কাঠামোগত দিকের দূর্বল দিকের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকতে পারে।	ডিপিপি' র কাঠামোগত দিকের দূর্বল দিকের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ দিতে হবে।
৮.০	সভায় উপস্থিত ও অনলাইন প্লাটফর্মে সংযুক্ত বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী	➢ প্রতিবেদনের আর্থ-সামাজিক এ আনিত পর্যবেক্ষণটি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে; ➢ প্রতিবেদনের উল্লিখিত তথ্য উপাত্তগুলো ছক আকারে দিতে হবে; ➢ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রতিবেদনের কিছু কিছু জাগায় ব্যবসা প্রসারের কথা বলা হয়েছে, সেক্ষত্রে কি কি ধরনের ব্যবসা এর বিস্তৃতি বা প্রসার ঘটেছে তা স্পেসিফিক ও বিস্তারিত আকারে তুলে ধরতে হবে; ➢ প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনটিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কি কি সফলতা এসেছে তা যথাযথভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন কেননা পরবর্তীতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণে সরকার বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা উদ্যোগী হবে;	৮.১ প্রতিবেদনে প্রমিত বাংলা ও শুদ্ধ বানান লিখতে হবে এবং প্রয়োজনে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রফেশনাল প্রুফ রিডার নিয়োগ করতে পারেন; উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করে যৌক্তিক শব্দের ব্যবহার, শুদ্ধ শব্দ সংশোধনপূর্বক বাক্য সুসংগঠিত এবং সম্পাদনাজনিত অন্যান্য ত্রুটি পরিহার করতে হবে; ৮.২ "আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাইপূর্বক পণ্যের স্পেসিফিকেশনসহ প্রাক্কলন করা প্রয়োজন" সংক্রান্ত সুপারিশের ভিত্তি পর্যালোচনায় উপস্থাপন করতে হবে। ৮.৩ অন্যান্য পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন

ক্র নং	আলোচক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ
		➢ SWOT Analysis এ ঝুঁকিসমূহ তুলে আনতে হবে; ➢ প্রতিবেদনে প্রদত্ত সকল ছবিগুলোতে ক্যাপশন দিতে হবে; ➢ প্রতিবেদনে প্রকল্পটি অনুমোদিত সময়ের কম সময়ে সমাপ্ত করা যেতো বলে উল্লেখ আছে তা লিখা সমীচীন হবে না কারণ DPP এর বাইরে গিয়ে কিছু করা সম্ভব না তবে কি কারণে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে তা তুলে আনতে হবে, ৯৪ পৃষ্ঠায় ১নং সুপারিশ এ "আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাইপূর্বক পণ্যের স্পেসিফিকেশনসহ প্রাক্কলন করা প্রয়োজন" কথাটি সুস্পষ্ট নয়, তা স্পষ্ট করতে হবে; ➢ প্রতিবেদনেটিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ভুল ভ্রান্তিসমূহ তুলে আনতে হবে, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশে যা উঠে এসেছে তার পর্যালোচনা অংশে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে, ৩৮ পৃষ্ঠায় CS এর বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে, কন্ট্রোল গ্রুপ হিসেবে যে সংখ্যা বা হার উঠে এসেছে তা বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে এবং বিদ্যুৎ সংযোগের আওতার বাইরে যারা আছে তাদের তুলে আনতে হবে। ➢ ২ পৃষ্ঠা ৩ এ প্রকল্পের "প্রধান প্রধান কাজসমূহ" এর স্থলে "প্রধান প্রধান কার্যক্রম" কথাটি লিখতে হবে, ➢ ৩ প্রতিবেদনে ১.৭ অনুচ্ছেদে "জ্ঞান চার্ট" বানানটি ঠিক করে "গান্ট চার্ট" লিখতে হবে, ভিশন বানানটি ঠিক করতে হবে, ➢ ৪৪ পৃষ্ঠা এর পরিবেশের এর উপর প্রভাব অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি স্পষ্ট করে লিখতে হবে।	করতে হবে।

৩.১ বিশেষ অতিথি জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন, চেয়ারম্যান, বিআরইবি তাঁর বক্তব্যে আইএমই বিভাগের সচিব মহোদয়কে এই প্রকল্পটি প্রভাব মূল্যায়নের জন্য বেছে নেয়া এবং এর জন্য জাতীয় কর্মশালার আয়োজন ও সে অনুষ্ঠানে বিআরইবি-কে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি জানান প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে একটি বস্তুনিষ্ঠ যৌক্তিক পরামর্শ বা গাইডলাইন এই প্রতিবেদনে তুলে আনতে হলে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার পর এখন প্রকৃত অবস্থায় কোন পর্যায়ে আছে, প্রকল্পটির সফলতা কতটুকু ইত্যাদি বিষয়গুলো এই রিপোর্টে তুলে আনতে হবে। সুপারিশ ও উপসংহার অংশে "প্রয়োজনীয়" সংশোধনী গ্রহণ, "প্রয়োজনীয়" , "ব্যবস্থা/উদ্যোগ" গ্রহণ এই শব্দসমূহ প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সুপারিশ মালায় আসতে পারেনা । সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে কী সংশোধনী বা কী ব্যবস্থা বা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাঠকের কাছে সাংঘর্ষিক বা দ্ব্যার্থবোধক হয় এমন তথ্য প্রতিবেদনে আনা যাবে না। যেহেতু এটি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রতিবেদন সেহেতু ঈপ্সিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান কতটুকু কীভাবে উন্নত হয়েছে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কীভাবে কতটুকু প্রসার হয়েছে এ সম্পর্কিত মতামত বা পর্যালোচনা এখানে আসবে।

৩.১.১ প্রধান অতিথি জনাব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন, সচিব আইএমইডি উপস্থাপিত প্রতিবেদনের উপর মতামত দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপনকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি এর রেজাল্ট ডেভিয়েশেনের দায় কার, সেটি বের করতে হবে। আবার সংশোধিত আরডিপিপিতে কেন ফিজিবিলিটি স্টাডি ছাড়াই নতুন করে প্রকল্প এলাকা নতুন করে অর্ন্তভুক্ত করা হলো প্রকল্পের কার্যক্রম/প্রধান অঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য ভৌগলিক ডাইভারসিটি বিবেচনা ছাড়াই, এর সাথে বাপবিবো এর প্ল্যানিং শাখার বা বিদ্যুৎ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার কোন সক্ষমতা বা দক্ষতা জনিত ঘাটতি ছিল কিনা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। যদি ফিজিবিলিটি স্টাডি তৃতীয় কোন পক্ষ দ্বারা করা হয়ে থাকে এবং তাদের যদি কোন

গাফিলতি থাকে তাহলে তা বের করতে হবে। এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোন প্রভিশন পিপিআর বা প্রচলিত বিধিতে আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে, যদি না থাকে তাহলে তার ইনক্লুশন এর পরামর্শ এই প্রতিবেদনে থাকতে হবে।
তিনি আরো বলেন যেহেতু এটি একটি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন তবে কিছু কিছু জায়গা থেকে তা নিবিড় পরিবীক্ষণের সমীক্ষা বলে মনে হচ্ছে, সেহেতু প্রতিবেদনটি যেন প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন বলেই মনে হয়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩.১.২ সভাপতি জনাব এস এম হামিদুল হক, প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয় বলেন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনটি গ্রহণযোগ্য, পাঠযোগ্য এবং ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনামূলক হতে হবে। এক্ষেত্রে, কর্মশালায় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মুখ্য আলোচক এবং অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত মতামত/সুপারিশসমূহ প্রতিফলন করে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করতে হবে। তিনি ৩য় টেকনিক্যাল কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য এই জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশ অনুযায়ী খসড়া প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশোধন করে ০৪/০৬/২০২৩ তারিখের মধ্যে দাখিলের পরামর্শ প্রদান করেন।

৪.০ পরিশেষে সভাপতি মহোদয় কর্মশালার প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মুখ্য আলোচক ও কর্মশালায় উপস্থিত/ অনলাইনে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত সকল অতিথিকে প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মান মনোন্নয়নে তাঁদের মূল্যবান মতামত/পরামর্শ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ আনসারী)
উপপরিচালক
ও
কর্মশালার র‍্যাপোর্টিয়ার -২

(মোহাম্মদ মাহিদুর রহমান)
পরিচালক
ও
কর্মশালার র‍্যাপোর্টিয়ার-১

ডাটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড